

রুক' ১১

## ১০. সূরা ইউনুস-মাক্কী

আয়াত ১০৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① الرَّتِّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

১. আলিফ-লাম-রা ; এসব একমাত্র জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত । ২. এটা কি মানুষের জন্য আশ্চর্যের বিষয় যে,

أَن أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ

আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির কাছে এ মর্মে যে, আপনি লোকদেরকে সতর্ক করুন এবং সুসংবাদ দিন তাদেরকে যারা

أَمَنُوا أَن لَّمْ يَرَوْا قَدْرَ صِدْقِي عِنْدَ رَبِّهِمْ ② قَالَ الْكَافِرُونَ

ঈমান এনেছে এ বিষয়ে যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট যথার্থ মর্যাদা ২ কাকিররা বলল—

আলিফ, লাম, রা-(এ হরফগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন) ; এসব ; আয়াত ; কিতাবের ; একমাত্র জ্ঞানময় । মানুষের জন্য ; আশ্চর্যের বিষয় ; আমি ওহী পাঠিয়েছি ; কাহে ; এক ব্যক্তির ; তাদেরই মধ্য থেকে ; এ মর্মে যে ; আপনি সতর্ক করুন ; তাদেরকে যারা ; সুসংবাদ দিন ; তাদেরকে যারা ; তাদের জন্য ; অবশ্যই ; তাদের জন্য রয়েছে ; যথার্থ ; নিকট ; তাদের ; কাকিররা ;

১. এখানে কুরআন মাজীদ সম্পর্কে অজ্ঞ মূর্খ লোকদের ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের ধারণা, কুরআন হলো সাহিত্যিক উচ্চমানসম্পন্ন, জ্যোতিসীদের মত, উর্ধলোক সম্পর্কে, কবিসুলভ লোকের মুখের কথা ছাড়া আর কিছু নয়। সে জন্য তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে যে, এ কিতাব প্রকৃত জ্ঞান ও যুক্তিতে পরিপূর্ণ আয়াতের সমষ্টি। এ কিতাবের প্রতি লক্ষ্য না দিলে তোমাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে হবে। কারণ ওহী ভিত্তিক জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

إِنَّ هَذَا السَّحَرُ مَبِينٌ ۝ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

নিশ্চিত এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর । ৩. অবশ্যই তোমাদের  
প্রতিপালক আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে, অতপর তিনি আরশের উপর আসীন হন ।

يُدِيرُ الْأَمْرَ ۚ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ

যাবতীয় বিষয় তিনিই পরিচালনা করছেন ; ৪. কোনো সুপারিশকারী নেই তাঁর  
অনুমতি ছাড়া ; ৫. তিনিই তোমাদের আল্লাহ—তোমাদের প্রতিপালক,

ان-নিশ্চিত ; هذا-এলোক ; لسحر-(ল+সحر)-যাদুকর ; مبين-প্রকাশ্য ; ৩. অবশ্যই ; ربكم-তোমাদের প্রতিপালক ; الله-আল্লাহ ; الذي-যিনি ; خلق-সৃষ্টি করেছেন ; السموات-আসমানসমূহ ; والارض-(অ+ارض)-যমীনকে ; في-উপর ; على-তিনি আসীন হন ; استوى-অতপর ; ثم-ছয় দিনে ; ستة ايام-(স+ستة+ايام)-সাত দিন ; العرش-আরশের ; يدير-তিনিই পরিচালনা করছেন ; الامر-(অ+ال)-যাবতীয় বিষয় ; ما-নেই ; من شفيع-(ম+من+شفيع)-কোনো সুপারিশকারী ; الا-তিনিই ; ذلکم-তাঁর অনুমতি দেয়ার পর ; من بعد اذن-(ম+من+بعد+اذن)-তাঁর অনুমতি দেয়ার পর ; ربكم-তোমাদের প্রতিপালক ; الله-আল্লাহ ;

২. অর্থাৎ মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষকে নিযুক্ত করা আশ্চর্যের বিষয় নয় ; বরং মানুষ ছাড়া যদি একজন ফেরেশতাকে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করা হতো সেটাই আশ্চর্যের বিষয় হতো । আর এটাও আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে না যে, মানুষ দীন সম্পর্কে গাফিল হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে । আর আল্লাহ তাদের হিদায়াতের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । আসলে আশ্চর্যের ব্যাপার হতো তখনই, যখন আল্লাহর বান্দাহরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে দেখেও আল্লাহ যদি কোনো পথ প্রদর্শক না পাঠাতেন । সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হিদায়াত যারা অনুসরণ করে চলবে, আল্লাহর নিকট সম্মান ও মর্যাদা তো তাদেরই প্রাপ্য ; আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তারা আল্লাহর নিকট শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য । অতএব এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই ।

৩. অর্থাৎ এ কাফিররাতো তাঁকে বিদ্রূপ করে 'যাদুকর' বলে দিয়েছে । তারা ভেবে দেখেনি যে, কোনো ব্যক্তি তার উচ্চমানের কথা বক্তৃতা-ভাষণ দ্বারা লোকদেরকে নিজের

فَاعْبُدُوهُ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑩ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعَدَ اللَّهُ

অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো ; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ৪. তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনের স্থান তো তাঁরই নিকট ; আল্লাহর ওয়াদাই

(+)-افلاً تذكرون-অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো ; (ف+اعبدوا+ه)-তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ? (ف)لا تذكرون-তাঁরই নিকট ; (الى+ه)-তোমাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান তো ; (مرجع+كم)-সকলের ; (مرجعكم)-ওয়াদা-ই ; (الله)-আল্লাহর ;

অনুসারী করে নিচ্ছে—কেবল এজন্য তাকে যাদুকর বলে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। তাদের লক্ষ্য করা উচিত ছিল যে, তাঁর কথা কি যাদুকরের কথার মত, তাঁর কথার প্রভাবে যেভাবে মানুষের ব্যক্তি-জীবন ও নৈতিক চরিত্র পরিবর্তন হচ্ছে ; তাঁর পেশকৃত কালাম যেরূপ হিকমত ও জ্ঞানপূর্ণ ; তাতে যেরূপ চূড়ান্ত পর্যায়ের সমতা, সত্য ও ন্যায়ের উজ্জ্বলতম আদর্শ রয়েছে ; তাঁর কথার মধ্যে যেরূপ নিঃস্বার্থতা বর্তমান, যাদুকরের কথায় কি এসব গুণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় ?

৪. অর্থাৎ তিনি শুধু সৃষ্টা-ই নন ; বরং তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী ও নিরংকুশ পরিচালক। অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা ধারণা করে যে, তিনি এ বিশ্ব জগত ও এর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, এ ধারণা একেবারেই ভুল। বস্তুত দুনিয়া নিজের ইচ্ছামত চলতে পারে না। আর আল্লাহ দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্ব কারো উপর অর্পণও করেননি ; কাজেই কারো নিজ ইচ্ছামত এর উপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ও অধিকার কোনোটিই নেই। কুরআন মাজীদে ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। সকল প্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই রয়েছে। জগতের সার্বভৌমত্বও তাঁর আয়ত্তাধীন। শুধু তাই নয়, সৃষ্টিলোকের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি পরতে পরতে, প্রতি মুহূর্তে যা কিছু ঘটছে তা সবই তাঁর সরাসরি নির্দেশেই সংঘটিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা-ই এসব কিছুর স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক ব্যবস্থাপক ও পরিচালক।

৫. অর্থাৎ এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় কারো হস্তক্ষেপ করাতো দূরের কথা, কারো সুপারিশ করে আল্লাহর সিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করার সুযোগ বা ক্ষমতা থাকবে না। তবে কেউ বড়জোর আল্লাহর দরবারে দোয়া-প্রার্থনা করতে পারে, তবে তা কবুল করা না করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কারো এমন শক্তি নেই যে, আরশের পায়া ধরে নিজের দাবী মানিয়ে নেবে।

৬. উপরের বক্তব্যের আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ-ই সকল সৃষ্টির প্রকৃত 'রব'। সুতরাং এ মহা সত্যের বাস্তবতায় মানুষকে অবশ্যই তাঁরই ইবাদাত করতে হবে, অন্য

حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا

সত্য ; নিশ্চয়ই তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতপর তিনিই আবার তা (সৃষ্টি) করবেন, যেন তিনি বিনিময় দিতে পারেন—তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ

এবং সৎকাজ করেছে—ন্যায়বিচারের মাধ্যমে ; আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত উত্তপ্ত পানীয়

حَقًّا-সত্য ; إِنَّ-নিশ্চয়ই তিনি ; يَبْدَأُ-প্রথমবার করেন ; السَّالِحَاتِ-সৎকাজ ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; حَمِيمٍ-অত্যন্ত উত্তপ্ত ;

কিছুর নয়। আল্লাহর ‘রব’ হওয়ার অর্থ তিনটি (ক) লালন-পালনকারী হওয়া, (খ) মালিক ও মনিব হওয়া, (গ) সার্বভৌম ও নিরংকুশ শাসক হওয়া। আর এর বিপরীতে ইবাদাতেরও তিনটি অর্থ—(ক) পূজা-উপাসনা, (খ) দাসত্ব, (গ) আনুগত্য।

আল্লাহর একক ‘রব’ হওয়ার অনিবার্য দাবি হলো—মানুষ একমাত্র তাঁর প্রতিই কৃতজ্ঞতা জানাবে, একমাত্র তাঁর নিকটই দোয়া-প্রার্থনা করবে ; একমাত্র তাঁর সামনেই ভক্তি-ভালবাসা সহকারে মাথানত করবে। ইবাদাত বলতেও এটাই বুঝায়। এটা ইবাদাতের প্রথম অর্থ।

আল্লাহর একক মালিক ও মনিব হওয়ার অনিবার্য দাবী হলো—মানুষ শুধুমাত্র তাঁরই দাস ও গোলাম হয়ে থাকবে। চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব কবুল করবে না বা তাঁর বিপরীতে স্বাধীন আচরণও অবলম্বন করবে না। এটা ইবাদাতের দ্বিতীয় অর্থ

আল্লাহর একক সার্বভৌম ও নিরংকুশ শাসক হওয়ার অনিবার্য দাবী হলো—মানুষ শুধুমাত্র তাঁরই আনুগত্য হবে, কেবলমাত্র তাঁর প্রদত্ত আইন-কানুন-ই মেনে চলবে। মানুষ নিজেও সার্বভৌমত্বের দাবি করবে না, আর অপর কাউকেও সার্বভৌম বলে স্বীকার করবে না। এটা ইবাদাতের তৃতীয় অর্থ

৭. অর্থাৎ তোমাদের নিকট মহাসত্য সুস্পষ্টভাবে কুটে উঠার পরও তোমরা তোমাদের বিশ্বাস ও কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে না। তোমরা কি এমনও ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকবে ?

وَعَذَابُ الْمَرِيَمَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ① هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَشَّمْسٍ

এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তারা কুফরী করতো ১০

৫. তিনিই সেই সত্তা যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে

ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

প্রখর আলোবিশিষ্ট এবং চন্দ্রকে (বানিয়েছেন) স্নিগ্ধ আলোবিশিষ্ট আর নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকে মনযিলসমূহ যাতে তোমরা জেনে নিতে পারো বছরের গণনা

وَالْحِسَابَ ۖ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

ও হিসাব ; আল্লাহ তাআলা এসব যথার্থ কারণ ছাড়া সৃষ্টি করেননি ;

তিনি নিদর্শনাবলীর বিশদ বর্ণনা দেন

১০-এবং ; শাস্তি-عَذَابُ ; যন্ত্রণাদায়ক ; الْمَرِيَمَ-যেহেতু ; كَانُوا يَكْفُرُونَ-তারা কুফরী করতো ১০-তিনিই সেই সত্তা ; هُوَ الَّذِي-যিনি ; جَعَلَ-বানিয়েছেন ; لَشَّمْسٍ-সূর্যকে ; وَالْقَمَرَ-চন্দ্রকে ; وَالْقَمَرَ-সূর্যকে ; وَالْقَمَرَ-প্রখর আলো বিশিষ্ট ; وَالْقَمَرَ-এবং ; وَالْقَمَرَ-চন্দ্রকে ; وَالْقَمَرَ-নির্ধারণ করে ; وَالْقَمَرَ-মনযিলসমূহ ; وَالْقَمَرَ-যাতে তোমরা জেনে নিতে পারো ; وَالْقَمَرَ-গণনা ; وَالْقَمَرَ-বছরের ; وَالْقَمَرَ-ও ; وَالْقَمَرَ-হিসাব ; وَالْقَمَرَ-সৃষ্টি করেননি ; وَالْقَمَرَ-আল্লাহ ; وَالْقَمَرَ-এসব ; وَالْقَمَرَ-ছাড়া ; وَالْقَمَرَ-যথার্থ কারণ ; وَالْقَمَرَ-তিনি বিশদ বর্ণনা দেন ; وَالْقَمَرَ-নিদর্শনাবলীর ;

৮. নবীর শিক্ষার প্রথম মূলনীতি হলো—মানুষের রব এককভাবে যেহেতু আল্লাহ, তাই ইরাদাতও করতে হবে একমাত্র তাঁর। আর দ্বিতীয় মূলনীতি হলো—এ দুনিয়া থেকে সবাইকে আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে এবং এ দুনিয়ার কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে।

৯. অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা যেহেতু আল্লাহ-ই করেছেন, তাই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। যে প্রথমবার সৃষ্টি করার কথা মনে নেবে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টির কথা মনে নেয়াকে তার কাছে কঠিন মনে করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। একমাত্র নাস্তিক ও নির্বোধরাই দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকে অসম্ভব মনে করতে পারে।

১০. অর্থাৎ মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা এজন্য প্রয়োজন যে, যেসব মানুষ ঈমান এনেছে ও সংকল্প করেছেন তাদেরকে পূর্ণ বিনিময় দেয়া যেমন ন্যায় ও ইনসাফের দাবি, তেমনি যারা আল্লাহকে রব হিসেবে মনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে তাদের

لَقَوْمٌ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে। ৬. নিশ্চয়ই রাত ও দিনের

আবর্তনে এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছেন

اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا لَقَوْلِهِمْ يَتَقُونَ ○

আল্লাহ আসমান ও যমীনে, তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।”

- فِي اخْتِلَافٍ ; নিশ্চয়ই । اِنَّ (৩) يَّعْلَمُوْنَ -যারা জানে ; এমেন সম্প্রদায়ের জন্য لَقَوْمٍ  
- مَا وَ-এবং; و- (ال+نهار)-দিনের; و- (ال+ليل)-রাত; و- (ال+ليل)-আলিল; و-  
- (فى+ال+سموت)-فى السموات; و- (ال+ارض)-ارضى; و- (ال+ارض)-ارضى; و- (ال+ارض)-ارضى;  
- لايت (ل+ايـت)-অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; و- (ل+قوم)-সেই সম্প্রদায়ের জন্য لَقَوْمٍ  
- يَتَّقُونَ ; যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ।

বিশ্বাস ও কর্মের প্রতিফল দেয়াও আবশ্যিক। আর মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা ছাড়া এর কোনোটিই সম্ভব নয়। কারণ, এমন অনেক সংকর্ম রয়েছে যার সুফল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ; আবার এমন অনেক অসৎ কর্ম রয়েছে যার কুফলও অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এসব কাজের যথাযথ ভাল বা মন্দ প্রতিদান দেয়া এ পার্থিব জীবনে সম্ভব নয়। অথচ সংকর্মের সুফল ও অসংকর্মের কুফল পাওয়ার তারা উভয়ে অধিকারী। অতএব তাদের উভয়কে পুনঃসৃষ্টি করে উভয় কাজের প্রতিদান দেয়া যুক্তি, বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবি।

১১. এ আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের তৃতীয় যুক্তি পেশ করা হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টি, রাত-দিনের আবর্তন এবং প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম-শৃংখলা একথা প্রমাণ করে যে, যিনি এসবের স্রষ্টা তিনি কোনো নির্বোধ শিশু নন, তিনি খেলার ছলেও এসব সৃষ্টি করেন নি। তাঁর সব কাজে রয়েছে যুক্তি জ্ঞান ও কল্যাণের ভাবধারা। তাঁর জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট নিদর্শন যখন তোমাদের সামনে বিরাজমান ; এমন সম্ভার নিকট থেকে এটা কিভাবে ধারণা করা যায় যে, তিনি মানুষকে বুদ্ধি, বিবেক, নৈতিক চেতনা এবং স্বাধীন দায়িত্ব ও তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়ার পর, তাদের কার্যাবলীর কোনো হিসাব নেবেন না এবং মানুষের কর্মের ভিত্তিতে শাস্তি বা পুরস্কার দেবেন না ?

এ আয়াতগুলোতে পরকাল সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাস পেশ করার সাথে সাথে অনিবার্য তিনটি দলিল-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে।

(১) পরকালীন জীবন সম্ভব ; কেননা প্রথম বারে এ দুনিয়ার জীবন আমাদের সামনে বাস্তব ঘটনা হয়ে আছে। (২) মৃত্যুর পর পুনর্জীবন একান্ত জরুরী। কেননা জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধির দাবি হলো কর্মের ফল পাওয়ার অধিকারী। (৩) পরকালীন জীবন যখন

① إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا

৭. নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং দুনিয়ার  
জীবনকে নিয়েই সন্তুষ্ট রয়েছে

وَاطْمَأْنَوْا بِمَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفْلُونَ ② أُولَٰئِكَ

ও তাতেই প্রশান্তিবোধ করেছে, আর যারা আমার নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে গাফিল  
তথা অসচেতন। ৮. ওরাই তারা

مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ③ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

যাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম যা তারা কামাই করতো তার বিনিময়ে। ১২

৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে

①-আমার (لقاء+না)-লِقَاءَنَا ; আশা রাখে না ; لَا يَرْجُونَ ; -যারা-الَّذِينَ ; নিশ্চয়-إِنَّ ;  
জীবনকে নিয়ে ; (ب+আল+হياة)-بِالْحَيَاةِ ; সন্তুষ্ট রয়েছে ; رَضُوا ; এবং-وَ ; সাক্ষাতের ;  
আর ; -و- ; তাতেই ; بِمَا ; প্রশান্তিবোধ করেছে ; اطمأنوا ; ও-وَ ; দুনিয়ার ; الدُّنْيَا ;  
-غَفْلُونَ ; আমার নিদর্শনাবলীর ; (آيت+না)-آيَاتِنَا ; ব্যাপারে ; عَنْ ; -যারা-الَّذِينَ ; হুম  
শেষ (ماوى+হুম)-مَأْوَاهُمْ ; ওরাই তারা ; أُولَٰئِكَ ②-গাফিল বা অসচেতন ;  
-তারা-كَانُوا يَكْسِبُونَ ; তারা বিনিময়ে যা ; بِمَا-তারা ; (আল+নার)-النَّارُ ;  
কামাই করতো ; -নিশ্চয়-إِنَّ ③ ; -যারা-الَّذِينَ ; ঈমান এনেছে ;

অপরিহার্য, তখন তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। কেননা মানুষ ও বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা সুবিজ্ঞ, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানী। ন্যায়, যুক্তি ও বিবেকের দাবীতে অপরিহার্য এমন বিষয় তিনি বাস্তবায়িত করবেন না—এটা ধারণা করা যেতে পারে না।

অতপর একটি কথা থেকে যায় যে, যা সম্ভব, জরুরী এবং অবশ্যই ঘটবে তা দুনিয়ার জীবনে লোকদের সামনে বাস্তবায়িত হতে পারে না কেন ? এর উত্তর হলো—এটা দুনিয়ার জীবনে বাস্তবায়িত হতে পারে না ; কেননা কোনো জিনিস প্রত্যক্ষ দেখার পর ঈমান আনার কোনো অর্থই হতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলা মানুষের নিকট থেকে যে পরীক্ষা নিতে চান তা হলো, মানুষ চাক্ষুষ না দেখে, চিন্তা, বিশ্বাস, অকাট্য নিদর্শন ও যুক্তির ভিত্তিতে মহাসত্যকে মেনে নিতে সম্মত কি না।

১২. অর্থাৎ পরকালকে অবিশ্বাস-অমান্য করলে জাহান্নামে যেতে হবে। এ জাহান্নামে যাওয়াটা পরকাল অবিশ্বাসের অনিবার্য পরিণতি। কারণ, পরকালে অবিশ্বাসী মানুষ এমন সব জঘন্য পাপ করে যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ

এবং সৎকাজ করেছে, তাদের ঈমানের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে  
হিদায়াত দান করবেন ; প্রবহমান থাকবে তাদের নীচ দিয়ে

الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑩ دَعْوُهُمْ فِيهَا سَبْحًا لِلَّهِ

ঋণাধারা সুখময় জান্নাতে ১০. সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে—

“হে আল্লাহ! পবিত্র তোমার সত্তা”

(- يَهْدِيهِمْ) - (হুম) - (যেহদিহুম) ; সৎকাজ ; (ال+صلحت) - (الصَّلَاتُ) ; করেছে ; (وَعَمِلُوا) ; এবং ; (و-)  
তাদেরকে হিদায়াত দান করবেন ; (رَبُّهُمْ) - (হুম) - (রুহুম) ; তাদের প্রতিপালক ; (بِإِيمَانِهِمْ) ; তাদের ঈমানের কারণে ; (تَجْرِي) - (প্রবহমান থাকবে) ; (و-)  
তাদের নীচ দিয়ে ; (ال+انهار) - (الْأَنْهَارُ) ; ঋণাধারা ; (فِي جَنَّاتِ) - (জান্নাতে) ; (و-)  
তাদের প্রার্থনা হবে ; (دَعْوُهُمْ) - (হুম) - (দাউহুম) ⑩ ; সুখময় ; (ال+نعيم) - (النَّعِيمُ) ;  
পবিত্র তোমার সত্তা ; (سَبْحًا) - (সব্ছা) ; (و-)  
হে আল্লাহ ;

হাজার বছরের মানবীয় আচরণ ও চরিত্র বিশ্লেষণ করার পর এটা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট দায়ী ও জবাবদিহী করতে বাধ্য মনে করে না, যারা ধরে নিয়েছে যে, এ দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন, এর পরে আর কিছু নেই; তারা দুনিয়ার জীবনে আরাম-আয়েশ, সুনাম-সুখ্যাতি ও শক্তি-ক্ষমতা লাভ করতে পারাকেই সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড মনে করে। তাদের এ বস্তুবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে লক্ষ্য করার অযোগ্য মনে করে। ফলে তাদের গোটা জীবনই ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং তারা অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের অধিকারী হয়ে পড়ে, যার প্রভাবে তারা আল্লাহর দুনিয়াকে যুলুম-অত্যাচার ও ফিস্ক - ফুযুরীতে কানায় কানায় ভরে দেয়। আর এ কারণেই তারা জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়ে।

১৩. ঈমানদাররা জান্নাত লাভ করবে। কারণ তারা দুনিয়ার জীবনে সঠিক ও নির্ভুল পথে চলেছে। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল ব্যাপারেই তারা সত্য ও নির্ভুল পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছে এবং অসত্য ও বাতিল নীতি ও পদ্ধতি পরিহার করে চলেছে।

আর তারা সত্য-মিথ্যা, ভুল-নির্ভুল, সঠিক-বেঠিক এর পার্থক্যবোধ এবং ভুল পথ পরিহার ও নির্ভুল পথে চলার সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়েছে। কেননা সকল জ্ঞানের উৎস এবং সঠিক পথে চলার দিক নির্দেশনা একমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে নির্ভুল পথের সন্ধান ও সে পথে চলার তাওফীক



وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَأٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

আর সেখানে তাদের পারস্পরিক অভিবাদন হবে 'সালাম'; আর তাদের অবশেষে প্রার্থনা হবে যে, "সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।" ১৪

و-আর ; تَحِيَّتُهُمْ-(تحية+هم)-তাদের পারস্পরিক অভিবাদন হবে ; فِيهَا-সেখানে ; اَنْ ; دَعْوَاهُمْ-(دعوى+هم)-তাদের প্রার্থনা হবে ; اٰخِرُ-অবশেষে ; سَلَامٌ-'সালাম'-আর ; الْعٰلَمِيْنَ-(العالمين)-সকল প্রশংসা ; رَبِّ-আল্লাহর জন্যই ; الْحَمْدُ-প্রতিপালক ; الْعٰلَمِيْنَ-(العالمين)-বিশ্ব-জাহানের ।

দিয়েছেন তাদের ঈমানের কারণে। তবে এ ঈমান হতে হবে এমন, যে ঈমান তার জীবনকে ঈমান অনুসারে পরিচালনা করতে সক্ষম। নচেৎ ঈমান থাকা সত্ত্বেও যে বেঈমানের মত জীবন যাপন করবে, নৈতিক দিক থেকে সে সেসব ফল ও পুরস্কার লাভ করার অধিকারী হতে পারে না, যা নির্ধারণ করা হয়েছে সৎ ও নেক জীবন যাপন করার ফল হিসেবে।

১৪. অর্থাৎ দুনিয়ার পরীক্ষা ক্ষেত্র থেকে সফলতা লাভের পর তারা নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করে নিয়ামতরাজীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না ; বরং নিষ্ঠাবান মু'মিনরা দুনিয়াতে যেরূপ পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করেছে, জান্নাতেও তারা আরও পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর জীবন-যাপন করবে। দুনিয়াতে তারা যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল, জান্নাতে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে তাদের চরিত্রে ফুটে উঠবে। দুনিয়াতে তাদের ব্যস্ততা ছিল আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতার ঘোষণা দেয়া, জান্নাতেও তাদের প্রিয়তম ব্যস্ততা থাকবে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা।

### ১ রুক্ব' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পৃথিবীতে প্রকৃত ও মৌলিক জ্ঞানের উৎস হলো আল-কুরআন। সুতরাং দুনিয়ার মানুষকে সঠিক ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআনের দিকেই ফিরে আসতে হবে।
২. দুনিয়াতে মানুষকে হিদায়াত করার জন্য মানুষ-ই উপযোগী। কেননা মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিধানাবলী বাস্তবে রূপায়িত করে দেখানো মানুষের দ্বারাই সম্ভব। এজন্য নবী-রাসূলগণ সবাই মানুষ ছিলেন।
৩. নবী কর্তৃক আনীত আল্লাহর বিধান যারা মেনে চলবে, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট যথাযথ মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে।
৪. আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বজগত এবং তার মধ্যকার যাবতীয় কিছুই সৃষ্টাই শুধু নন, এসব কিছুর পরিচালকও তিনিই।
৫. আল্লাহ তাআলার কাজে কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই—এমনকি তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো সুপারিশকারী কোনো ব্যাপারে সুপারিশও করতে পারবে না।

৬. সুতরাং মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে হবে। কেননা মানুষকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তাঁর নিকট ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৭. ইবাদাত-এর অর্থ—মানুষ তাঁর প্রতিই কৃতজ্ঞতা জানাবে। দোয়া-প্রার্থনাও করবে তাঁরই নিকট। চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে তাঁরই দাসত্ব করবে। তাঁর সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে তাঁর আইন-কানুন-ই মেনে চলবে।

৮. সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেছেন, সুতরাং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ।

৯. মানুষকে যেহেতু তাঁর কর্মের হিসেব দিতে হবে, তাই তার কর্মের বিনিময় প্রদানার্থে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা ন্যায্য-ইনসাফ ও যুক্তি-বুদ্ধির দাবি।

১০. রাত-দিনের আবর্তন ও চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্বের মধ্যে এবং এসব কিছুর সু-শৃংখল ব্যবস্থাপনার মধ্যে আখিরাতে বা পরকাল বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে।

১১. ঈমানদার তথা বিশ্বাসীদের পুরস্কার এবং কাফির তথা অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবি।

১২. দিন, মাস, ও বছর গণনার জন্য আল্লাহ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তনের মধ্যে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা মানুষের জন্য করে দিয়েছেন।

১৩. আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহকে চেনা-জানার জন্য অসংখ্য নিদর্শন বর্তমান রয়েছে।

১৪. যারা এসব নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে আল্লাহকে চিনতে ও জানতে সক্ষম তারা প্রকৃত জ্ঞানী।

১৫. দুনিয়ার জীবন নিয়েই যারা সন্তুষ্ট, তারা আখিরাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার কথা বিশ্বাস করে না। সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা মু'মিন নয়।

১৬. যারা আখিরাতে বিশ্বাসী নয় তাদের ঠিকানা অবশ্যই জাহান্নাম।

১৭. আল্লাহর প্রতি যথার্থ ঈমান মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করে। সুতরাং যারা সৎকর্ম করে তারা মু'মিন। সৎকর্ম ছাড়া ঈমানের দাবি মিথ্যা।

১৮. সৎ লোকদের জন্যই জান্নাত নির্ধারিত। জান্নাত হলো সুখময় স্থান।

১৯. দুনিয়াতে সৎ লোকদের জীবন যেমন পরিচ্ছন্ন। জান্নাতেও তারা পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী হবে।

২০. জান্নাতের অধিবাসীদের জীবন যেমন শান্তিময় হবে। তাদের মুখেও থাকবে শান্তির বাণী এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর প্রশংসার বাণী।



সূরা হিসেবে রুক'-২

পারা হিসেবে রুক'-৭

আয়াত সংখ্যা-১০

﴿وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ﴾

১১. আর আল্লাহ যদি<sup>১৫</sup> তাড়াহুড়ো করতেন মানুষের অকল্যাণে তাদের দ্রুত কল্যাণ লাভ করতে চাওয়ার মত, তাহলে কবেই পূর্ণ করে দেয়া হতো

﴿أَجَلُهُمْ<sup>১৬</sup> فَتَنْزُرُ<sup>১৭</sup> الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ<sup>১৮</sup>﴾

তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ ; সুতরাং আমি তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে রাখি, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা নিজেদের অবাধ্যতায় বেদিশা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

﴿و-আর ; لو-যদি ; يُعَجِّلُ-তাড়াহুড়ো করতেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لِلنَّاسِ-মানুষের ; তাদের দ্রুত চাওয়ার মত ; اسْتِعْجَالَهُمْ-(استعجال+هم)-অকল্যাণে ; (ال+شر)-الشَّرُّ ; কল্যাণ লাভ করতে ; (ب+ال+خير)-بِالْخَيْرِ ; তাহলে কবেই পূর্ণ করে দেয়া হতো ; لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ-তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ ; (اجل+هم)-أَجَلُهُمْ ; সুতরাং আমি (ف+نذر)-فَتَنْزُرُ ; ছেড়ে দিয়ে রাখি ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; لَا يَرْجُونَ-আশা পোষণ করে না ; لِقَاءَنَا-لِقَاءَنَا ; (فى+طغيان+هم)-فِي طُغْيَانِهِمْ ; (فى+لقاء+نا)-لِقَاءَنَا ; (فى+طغيان+هم)-فِي طُغْيَانِهِمْ ; তারা বেদিশা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

১৫. সূরার শুরুতে প্রাথমিক কথা বলার পর এখান থেকে উপদেশ প্রদান শুরু হয়েছে। মানুষের চরিত্রের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষ যখন কঠিন মসীবতে পড়ে তখন আল্লাহর নিকটই আশ্রয় কামনা করে ; আর যখন মসীবত থেকে আল্লাহর রহমতে উদ্ধার পেয়ে যায়, তখন আবার নাফরমানী করতে শুরু করে। এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়াকালীন মক্কাবাসীদের অবস্থা এমনই হয়েছিল। ক্রমাগত কয়েক বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি ও কঠিন দুর্ভিক্ষ মক্কাবাসীদের উদ্ধত শিরকে অবনত করে দিয়েছিল। মূর্তীপূজার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়ে এক আল্লাহর প্রতি তারা মানসিকভাবে ঝুঁকে পড়েছিল। তারা নবী করীম (স)-এর নিকট এসে আল্লাহর নিকট দোয়া করার প্রার্থনা জানাল। তাঁর দোয়ায় যখন দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দূর হয়ে গেল, তখন তারা পূর্বের মতই নাফরমানী করা শুরু করলো।

তারপর নবী করীম (স) যখন তাদেরকে দীন ইসলামের অস্বীকৃতি ও নাফরমানীর কারণে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতেন তখন তারা বলতো—‘তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছে, তা এখনো আসেনা কেন ? এ পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ মানুষের

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۝١٢

১২. আর যখন মানুষকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে (তখন) সে শুয়ে, অথবা বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে ;

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ لِمَدَّعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَسْهُ

অতপর আমি যখন তার থেকে তার বিপদ দূর করে দেই (তখন) এমন আচরণ করে যেন সে কখনো আমাকে ডাকেনি বিপদ-মুক্তির জন্য যা তাকে স্পর্শ করেছিল ;

كَذٰلِكَ زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٣ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

এভাবেই সীমালংঘনকারীদের জন্য তা সুশোভিত করে দেয়া হয়ে থাকে, যা তারা করে থাকে । ১৩. আর নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি

الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۖ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

তোমাদের পূর্বে অনেক মানব সম্প্রদায়কে<sup>১৬</sup> যখন তারা যুলুম করেছিল ;<sup>১৭</sup> অথচ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন

১২-আর ; إِذَا-যখন ; مَسَّ-স্পর্শ করে ; الْإِنْسَانَ-মানুষকে ; الضُّرُّ-কোনো বিপদ ; -أَوْ- (অথবা) ; لَجَنْبِهِ- (ল+জ+ব) ; دَعَانَا- (দ+আ+না) ; -অথবা ; قَاعِدًا-বসে ; -অথবা ; قَائِمًا-দাঁড়িয়ে ; -অতপর যখন ; -فَلَمَّا- (ফ+ল+মা) ; -আমি দূর করে দেই ; -عَنْهُ- (এ+ন) ; -তার থেকে ; -ضُرَّهُ- (জ+র+হ) ; -তার বিপদ ; -لَمَّا- (ল+ম) ; -সে কখনো ; -كَانَ- (ক+আ+ন) ; -যেন ; -لَمَّا- (ল+ম) ; -আমাকে ডাকেনি ; -إِلَىٰ- (আ+ল) ; -বিপদ মুক্তির জন্য ; -مَسَّهُ- (ম+স+হ) ; -যা তাকে স্পর্শ করেছিল ; -كَذٰلِكَ-এভাবেই ; -زَيْنَ-তা সুশোভিত করে দেয়া হয়ে থাকে ; -তারা ; -كَانُوا يَعْمَلُونَ- (ক+আ+ন+উ+আ+ল) ; -সীমালংঘনকারীদের জন্য ; -لِلْمُسْرِفِينَ- (ল+ম+স+র+ফ+ই+ন) ; -আর ; -لَقَدْ- (ল+ক+দ) ; -আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; -الْقُرُونَ- (আ+ল+ক+র+উ+ন) ; -অনেক মানব সম্প্রদায়কে ; -مِنْ قَبْلِكُمْ- (ম+ন+ক+ব+ল+ক+উ+ম) ; -তোমাদের পূর্বে ; -ظَلَمُوا- (জ+ল+ম) ; -তারা যুলুম করেছিল ; -وَجَاءَتْهُمْ- (জ+আ+উ+হ+ম) ; -অথচ ; -رُسُلُهُمْ- (র+স+ল+হ+ম) ; -তাদের রাসূলগণ ;

কল্যাণ করার ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি করেন, তাদের প্রতি আযাব দেয়ার ব্যাপারে সে রকম তাড়াতাড়ি করেন না। আযাবের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বারে বারে সতর্ক

بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوَّامِينَ ۝

সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে, কিন্তু তারা তো ঈমান আনার লোক ছিল না ; এরূপেই আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিদান দিয়ে থাকি ।

﴿٥٨﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ○

১৪. অতপর তাদের পরে পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছি, যেন আমি দেখে নিতে পারি তোমরা কেমন কাজ করো।<sup>১৮</sup>

﴿٥٨﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ ۖ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا

১৫. আর যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, (তখন)  
যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে—

তারাতোছিল-مَا كَانُوا; কিন্তু;-و-সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে;(ব+আল+বিনত)-بَالِيْنَتِ  
না; نَجْزَى-এরূপেই; كَذٰلِكَ-ঈমান আনার লোক; لَيُؤْمِنُوْنَ; আমি প্রতিদান দিয়ে  
-ثُمَّ ۝(১৪)।(অপরাধী)-(আল+মজ্রিমিন)-الْمُجْرِمِيْنَ; সম্প্রদায়কে;(আল+কুম)-القَوْمَ; থাকি;  
অতপর;-خَلْفَ-প্রতিনিধি; آمِي-তোমাদেরকে বানিয়েছি;(জেলনা+কম)-جَعَلْنَاكُمْ;  
তাঁদের পরে;(মন+بعد+হম)-مِنْ بَعْدِهِمْ; পৃথিবীতে;(ফী+আল+আরুض)-فِي الْاَرْضِ  
।تَعْمَلُوْنَ-তোমরা কাজ করো; كَيْفَ-কেনন; যেন আমি দেখে নিতে পারি;-لَنَنْظُرَ  
ایات+)-آيَاتُنَا; তাদের সামনে; عَلَيْهِمْ-পাঠ করা হয়; تَتْلَى-যখন; إِذَا-ও-وَ(۱۵)  
তাঁরা যারা;-الَّذِيْنَ; (তখন)-قَالَ; সুস্পষ্ট-بَيِّنَتِ; আমার আয়াতসমূহ;-نَا  
; آسَاءَ رَأْيُنَا-আমাৰ সাক্ষ্যতের; لِقَاءَنَا)-لِقَاءُنَا;

করতে থাকেন এবং টিল দিতে থাকেন। এভাবে যখন অবাধ্যতার চরম পর্যায়ে এসে পড়ে তখনই আয়্যাব কার্যকরী করেন।

১৬. পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী উন্নতির চরম শিখরে এবং সমসাময়িক যুগে নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল ; কিন্তু তাদের পাপাচার ও সীমালংঘনের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তবে তাদের ধ্বংস করে দেয়ার অর্থ শুধু এটা নয় যে, তাদের জনপদ, সমগ্র জনগণ ও বংশ নিপাত করে দেয়া হয়েছে, বরং এর অর্থ হলো তাদেরকে উন্নতির চরম শিখর ও নেতৃত্বের আসন থেকে বিচ্যুত করে দেয়া হয়েছে। তাদের শিক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের বিচ্ছিন্ন অংশ সমূহকে অন্য জাতির মধ্যে বিলীন করে দেয়া হয়েছে।

أَتَيْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلْتَهُ ۖ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ

এটা ছাড়া অন্য কুরআন নিয়ে এসো, অথবা এটাকে বদলে ফেলো;” আপনি বলে দিন—আমার জন্য সংগত নয় এটাকে বদলে দেয়া

مِنْ تِلْكَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ

আমার নিজের পক্ষ থেকে ; আমার প্রতি যা ওহী করা হয় তা ছাড়া আমি (কিছু) অনুসরণ করি না ; আমি অবশ্যই আশংকা করি—

إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ۝ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ

মহা দিবসের আযাবের যদি আমি নাফরমানী করি আমার প্রতিপালকের।<sup>১০</sup>

১৬. আপনি বলে দিন—আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন আমি তা পাঠ করে শুনাতাম না

- অ- ; এটা- هَذَا ; ছাড়া- غَيْرَ ; অন্য কুরআন- (ব+قرآن)-بِقُرْآنٍ ; নিয়ে এসো- أَتَيْتَ ;  
- مَا يَكُونُ ; আপনি বলে দিন- قُلْ ; এটাকে বদলে ফেলো- (বদল+ه)-بَدَّلْتَهُ ; অথবা ;  
- مِنْ ; এটাকে বদলে দেয়া- (অন+বদল+ه)-أَنْ أُبَدِّلَهُ ; আমার জন্য- لِي ; সংগত নয় ;  
- تِلْكَائِي ; আমার পক্ষ ; نَفْسِي ; নিজের- (নفس+ي)-نَفْسِي ; থেকে ;  
- إِنِّي أَخَافُ ; আমার প্রতি ; يَوْحَى-ওহী করা হয় ; مَا-যা ; তা ছাড়া- إِلَّا ; অনুসরণ করি না ;  
- عَصَيْتُ ; আমি নাফরমানী- عَصَيْتُ ; যদি- إِنْ ; আমি অবশ্যই- إِنِّي ;  
- عَذَابٌ ; আযাবের- عَذَابٌ ; আমার প্রতিপালকের- (র+ب+ي)-رَبِّي ; করি ;  
- يَوْمَ عَظِيمٍ ; দিবসের- عَظِيمٍ ; ইচ্ছা করতেন- لَوْ شَاءَ اللَّهُ ; যদি- لَوْ ; আপনি বলে দিন- قُلْ ۝  
- مَا تَلَوْتُهُ ; আমি তা পাঠ করে শুনাতাম না- (ম+তল+হ)-مَا تَلَوْتُهُ ;

১৭. ‘যুল্ম’ শব্দ দ্বারা আমরা সাধারণত যা বুঝে থাকি, শব্দটির অর্থ শুধুমাত্র তা-ই নয়, বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক। আল্লাহর ইবাদাত ও দাসত্বের সীমালংঘন করে মানুষ যত প্রকার পাপ-ই করে তা সবই ‘যুল্ম’ শব্দের দ্বারা বুঝায়।

১৮. এখানে আরববাসীদেরকে লক্ষ্য করে কথাটি বলা হয়েছে যে, অতীতের অনেক জাতিতেই তাদের নিকট পাঠিয়ে তাদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের নবীদের কথা মানতে রাজী হয়নি। ফলে তারা পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদেরকে কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারণ করা হয়েছে। তারপর এখন তোমাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের স্থানে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তোমরা যদি তাদের মত পরিণামের মুখোমুখি হতে না চাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। অতীতের জাতিসমূহ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা তোমাদের

عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِيكُمْ بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ

তোমাদেরকে এবং তিনিও সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জানাতেন না ; আমি তো নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে জীবনের একটা সময় অবস্থান করেছি ;

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ فَمِنْ أَظْلَم مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ

তবে কি তোমরা বুদ্ধি-জ্ঞান রাখো না ? ১৭. অতএব তার চেয়ে অধিক যালিম কে যে মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহর প্রতি অথবা মিথ্যা মনে করে

عَلَيْكُمْ-তোমাদেরকে ; -এবং ; لَا أَدْرِيكُمْ-(লা অদরী+কম)-তিনিও জানাতেন না তোমাদেরকে ; -সে সম্পর্কে ; فَقَدْ لَبِثْتُ-আমিতো নিঃসন্দেহে অবস্থান করেছি ; -ফী+কম)-তোমাদের মধ্যে ; -জীবনের একটা সময় ; -তবে কি তোমরা (আ+ফ+লা তেগুলুন)-অতএব কে ; -অধিক যালিম ; -ফَمِنْ-অতএব কে ; -ফ+মِنْ)-আরোপ করে ; -عَلَى-প্রতি ; -اللَّهِ-আল্লাহর ; -كَذِبًا-মিথ্যা ; -كَذَّبَ-মিথ্যা মনে করে ;

উচিত। তারা যেসব অপরাধ ও ভুল-ভ্রান্তি করে ধ্বংসের উপযুক্ত হয়েছে। তোমরা সেসব ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধ থেকে বেঁচে থাকবে।

১৯. কাফিরদের পক্ষ থেকে এসব কথা বলার কারণ হলো—তাদের ধারণা ছিল, এ কুরআন মুহাম্মাদ (স)-এর নিজের বানানো, এটা আল্লাহর বাণী নয় ; এর মূল্য ও গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য আল্লাহর নামে চালাতে চাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য এটাও ছিল যে, (হে মুহাম্মাদ!) তুমি যদি নেতৃত্ব চাও তবে তাওহীদ, আখিরাত ও নৈতিক বিধি-নিষেধ প্রভৃতি কথাবার্তা না বলে এমন কিছু নিয়ে এসো যাতে জাতির কল্যাণ হয় এবং তাদের বৈষয়িক জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। অথবা, এসো তোমার তাওহীদ ও আখিরাত এবং আমাদের পৌত্তলিকতার আপোষ করে নেই। তুমি তোমার দীনের মধ্যে কিছুটা উদারতা সৃষ্টি করে কঠোর নৈতিক বিধানগুলো বদলে নাও, যাতে আমরা আমাদের রসম-রেওয়াজ ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাংখা পূরণের সুযোগ পাই। তুমি যেভাবে তোমার সমগ্র জীবনকে তাওহীদ ও পরকাল বিশ্বাসের সীমারেখার মধ্যে বেঁধে নিয়েছ, আমাদের পক্ষে তো এ রকম কঠোর নীতি-নৈতিকতার অট্টোপাসে বন্দী থাকা সম্ভব নয়।

২০. এখানে কুরাইশদের উপরে উল্লেখিত কথার জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ কিতাবের রচয়িতা যেহেতু আমি নই, সেহেতু এতে রদবদল করার কোনো ক্ষমতা-ইখতিয়ারও আমার নেই। আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে যা এসেছে আমি তা-ই

بَايَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمَجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

তাঁর আয়াতসমূহকে ; নিশ্চিত অপরাধীরা সফলতা লাভ করতে পারে না ।<sup>২০</sup>

১৮. আর তারা উপাসনা করে আল্লাহকে ছেড়ে

مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

এমন কিছুর যা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে—এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী ;

بَايَتِهِ-তাঁর আয়াতসমূহকে ; (ب+আই+হ)-নিশ্চিত ; إِنَّهُ-সফলতা লাভ করতে পারে না ; وَيَعْبُدُونَ-তাঁরা উপাসনা করে ; (ال+মজরমুন)-অপরাধীরা । ﴿٥٠﴾-আর ; مَا-এমন কিছুর যা ; لَا يَضُرُّهُمْ-তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না ; وَلَا يَنْفَعُهُمْ-এবং ; هَؤُلَاءِ-এরা ; شُفَعَاؤُنَا-আমাদের সুপারিশকারী ; عِنْدَ-নিকট ; اللَّهُ-আল্লাহর ; (شُفَعَاؤُنَا)-আমাদের সুপারিশকারী ;

তোমাদের নিকট পেশ করেছি। এতে সন্ধি-সমঝোতার কোনোই সুযোগ নেই। মানতে হলে পূর্ণ ইসলামকেই মানতে হবে, আর যদি না মানো তবে প্রত্যাখ্যান করারও তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে ; কিন্তু কিছু মানবে আর কিছু মানবে না, এমন হতে পারে না।

২১. কুরআন মজীদ যে মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত নয় ; এটা যে তিনি কোনো মানুষের নিকট থেকে শিখে এসে এখানে পেশ করছেন না ; বরং এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে তাঁর নিকট পেশ করা হয়েছে তার অকাট্য দলীল এখানে পেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, আপনি বলুন—তোমাদের কি বুদ্ধি জ্ঞান লোপ পেয়েছে ? নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে আমার জীবনের চত্বিশটি বছর তোমাদের মধ্যে কেটেছে। এ সময়ের মধ্যে আমি কোন্ শিক্ষালাভ করেছি যার ফলে আমি এমন একটা কিতাব রচনা করতে পারি। এমন সাক্ষ্য কি তোমাদের মধ্যে কেউ দিতে পারে ? সুতরাং এটা যেমন তোমাদের অমূলক ধারণা, তেমনি এর চেয়ে অমূলক অপবাদ হলো এ কুরআন আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয় বলে তোমরা যেসব কথাবার্তা বলছো ; কারণ, মক্কা তো দূরের কথা, সমগ্র আরব দেশেও এরকম যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো লোকের অস্তিত্ব ছিল না, যে লোক কুরআন মাজীদেবের সবচেয়ে ছোট সূরাটির মত একটি সূরা রচনা করতে পারে। সুতরাং রাসূলের নবুওয়্যাত পূর্ব জীবনের চত্বিশটি বছরই কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার অকাট্য দলীল। এতএব তোমরা তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি খরচ করে চিন্তা করে দেখো যদি তা তোমাদের থেকে থাকে।



قُلْ أَنْبِئُونِ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছে যা তিনি জানেন না—আসমানে আর না যমীনে ;<sup>২৪</sup>

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً

তিনি পবিত্র এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

১৯. মানুষ তো (পূর্বে) একই উন্মত ছাড়া কিছু ছিল না

فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيهَا

অতপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে;”<sup>১৭</sup> আর যদি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে পূর্বেই একটি বাণী সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকতো, তবে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করেই দেয়া হতো সেই বিষয়ে

; আল্লাহকে - اللهُ (আল্লাহকে) ; তোমরা কি খবর দিচ্ছো - (اتَّبِعُون) - (আপনি বলুন) ;  
 ; (في+ال) - (في السَّمَوَاتِ) - তিনি জানেন না لَا يَعْلَمُ ; এমন বিষয়ের যা (ب+ما) - (بِمَا) -  
 - سَيُخَنِّئُ ; (في+ال+ارض) - (في الْأَرْضِ) ; না - لَا ; আর - وَ ; (اسْمَانِ) - (اسْمَانِ) -  
 - (عَنْ+مَا) - (عَمَّا) ; তিনি অনেক উর্ধে - (تَعَالَى) - (تَعَالَى) ; (سَبْحَنَ+ه) -  
 - النَّاسُ ; (مَا كَانَ) - (مَا كَانَ) ; আর - وَ (٥٥) ; তারা শরীক করে يُشْرِكُونَ ;  
 (ف+ا) - (فَاخْتَلَفُوا) ; (وَاحِدَةً) - (وَاحِدَةً) ; (الْأَلْفَ) - (الْأَلْفَ) ; (ال+ناس) -  
 - (كَلِمَةً) ; (لَوْ لَا) - (لَوْ لَا) ; আর - وَ ; (اِخْتَلَفُوا) - (اِخْتَلَفُوا) -  
 (رَبِّكَ) - (رَبِّكَ) ; (مِنْ) - (مِنْ) ; (سَبَقَتْ) - (سَبَقَتْ) ;  
 - (بَيْنَ+هُمْ) - (بَيْنَهُمْ) ; (لَفُضِيَ) - (لَفُضِيَ) ; (بَيْنَهُمْ) - (بَيْنَهُمْ) ;  
 ; (فِيمَا) - (فِيمَا) ;

২২. অর্থাৎ এ আয়তাসমূহ যদি আমি রচনা করে আল্লাহর নামে পেশ করে থাকি তাহলে আমার চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না। আর এটা যদি আল্লাহর আয়াত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তা অস্বীকার করে থাকো, তাহলে তোমাদের চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না।

২৩. অর্থাৎ আমি জানি যে, অপরাধীরা সফলতা লাভ করতে পারে না, সুতরাং নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করে আমি কিছুতেই অপরাধে লিপ্ত হতে পারি না। আর তোমাদেরও জানা থাকা প্রয়োজন—তোমরা সত্য নবীকে না মেনে অপরাধ করছো ; সুতরাং তোমরাও কখনো সফলতা লাভ করতে পারবে না। এখানে সফলতা দ্বারা দুনিয়ার জীবনে বৈষয়িক সফলতা বুঝানো হয়নি, বরং এর দ্বারা পরকালীন সফলতা

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ

যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। ২০. আর তারা বলে—তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি কোনো নিদর্শন নাযিল করা হয় না কেন? ২১

قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝

সূতরাং আপনি বলুন—গায়েবের খবরতো, একমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে, অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও নিশ্চিত তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের শামিল হয়ে থাকলাম। ২২

যে বিষয়ে ; يَخْتَلِفُونَ-তারা মতভেদ করছে। ২০-আর ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; কোনো - آيَةٌ ; তার প্রতি ; عَلَيْهِ-তার প্রতিপালকের ; رَبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; পক্ষ থেকে ; مَنْ-নিদর্শন ; قُلْ-(ف+قل)-সূতরাং আপনি বলুন ; الْغَيْبُ-গায়েবের খবরতো ; انَّمَا-(ان+ما+ال+غيب)-গায়েবের খবরতো ; فَانْتَظِرُوا-(ف+انتظروا)-অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো ; إِنِّي-আমিও ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে ; مَنْ-শামিল হয়ে থাকলাম ; الْمُنْتَظِرِينَ-(ال+منتظرين)-অপেক্ষাকারীদের।

বুঝানো হয়েছে। সূতরাং কারো এমন ধারণা করার কোনো অবকাশ নেই যে, দুনিয়ার জীবনে সফল হলেই সে নিরপরাধ আর দুনিয়ার জীবনে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসফল হলেই সে প্রকৃত অপরাধী। একরূপ ধারণা করা নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে সত্য দীনের একজন ধারক-বাহক দুনিয়াতে কঠিন মুসীবতের মধ্যে নিমজ্জিত হলে কিংবা কোনো যালিমের যুলুমে জর্জরিত ও নিঃশক্তি হয়ে পড়লে এবং এ অবস্থায় দীনের উপর অটল থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেও কুরআন মাজীদে দৃষ্টিতে এটা অসফলতা নয় ; বরং এটাই প্রকৃত সফলতা।

২৪. অর্থাৎ কোনো বিষয় আল্লাহর অজানা থাকার অর্থ—এমন বিষয়ের অস্তিত্ব নেই। যা কিছু বর্তমান তা অবশ্যই আল্লাহর জানা। সূতরাং কোনো সুপারিশকারী সম্পর্কে আল্লাহ জানেন না যে, তা আসমানে আছে না যমীনে-এর অর্থ এমন কোনো সুপারিশকারীর অস্তিত্ব-ই নেই।

২৫. অজ্ঞ লোকদের ধারণা মানব গোষ্ঠির সূচনা শিরকের অঙ্ককারের মধ্য দিয়েই হয়েছিল। অতপর ক্রমান্বয়ে জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ হওয়ার সাথে সাথে মানুষ হিদায়াতের আলোকময় পথে বিচরণ শুরু করেছে। কুরআন মজীদ এ ধারণার প্রতিবাদ করে এবং বলে যে, মানুষের সূচনা হিদায়াতের আলোকময় পথেই হয়েছে। কেননা প্রথম মানব হযরত আদম (আ) নবী ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকেই

গুমরাহী বিস্তার লাভ করে। এভাবে গুমরাহ লোকদের হিদায়াতের জন্যই পরবর্তী সময়ে যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ দুনিয়ার বহু রকমের ধর্মমতের মধ্যে কোনটি সত্য তা চেনার জন্য তোমাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, তোমরা সেই জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে সত্য দীনকে চিনে নেবে; এর দ্বারা তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য কিন্তু যে লোক এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভুল পথে চলতে চাইবে তাকে আল্লাহ সে পথে যেতে সুযোগ দেবেন—আর এটাই আল্লাহ পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন। এটা যদি তিনি না করতেন তবে অবশ্যই মানুষের চোখের সামনের পর্দা খুলে দিয়ে প্রকৃত সত্যকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয়া কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। তবে দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার স্থান তাই এটা দুনিয়ার জীবনে প্রকাশ করে দেয়া সংগত নয়; কেননা তাহলে তো পরীক্ষার কোনো অর্থই থাকতে পারে না।

২৭. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) অবশ্যই সত্য নবী এবং তিনি যা কিছু মানুষের সামনে পেশ করছেন তা-ও সত্য; কিন্তু কান্দিরা যে নিদর্শন দাবি করছে তা এজন্য নয় যে, নিদর্শন দেখানো হলেই তারা ঈমান এনে ফেলবে, শুধু নিদর্শন দেখার অপেক্ষায় তারা আছে। তাদের এসব দাবি আসলে ঈমান না আনার জন্য একটা বাহানা মাত্র। দুনিয়ার জীবনে তারা যে আযাদী ভোগ করছিল, নফসের চাহিদা পূরণ এবং লোভ-লালসা অনুযায়ী স্বাদ-আনন্দ উপভোগ করার এ সুযোগ হাতছাড়া করে তাওহীদ ও আখিরাতের বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। তাই বিভিন্ন বাহানা অবলম্বন করে নিজেদেরকে দীন গ্রহণ করা থেকে আড়াল করে রাখাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে আমাকে যা জানিয়েছেন তা আমি তোমাদের নিকট পেশ করেছি, আর আল্লাহ যা নাযিল করেননি তা তোমাদের যেমন অজানা, তেমনি আমিও তা জানিনা। তিনি চাইলে তা নাযিল করবেন, না চাইলে করবেন না, এতে আমার করণীয় কিছু নেই এবং কোনো ক্ষমতা-ইখতিয়ার নেই। এখন তোমাদের ঈমান গ্রহণ যদি সেসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তবে তা নাযিল হওয়ার অপেক্ষায় থাকো; আমিও দেখবো তোমাদের চাহিদামত সেসব কিছু নাযিল হয় কিনা।

### ২য় রুকু' (১১-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের নেক ও কল্যাণমূলক দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল করে নেন। এটাই আল্লাহ তাআলার স্থায়ী রীতি। তবে কখনো কখনো দোয়া কবুল না হওয়াও কোনো হিকমত ও কল্যাণের জন্যই, মানব জ্ঞানের উর্ধে।

২. মানুষ নিজের অজান্তে অথবা কোনো ক্রোধ, দুঃখ-কষ্ট বা মূর্খতাবশত নিজের বা পরিবার-পরিজন অথবা স্বজনদের জন্য বদদোয়া করে। এসব বদদোয়া আল্লাহ নেক দোয়ার মত সাথে সাথে কবুল করেন না; বরং তাকে কিছুটা সুযোগ দেন, যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করে পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে এবং তা থেকে বিরত হতে পারে।

৩. কাফির-মুশরিকরা আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করে নিজেদের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তাও আল্লাহ সাথে সাথে কবুল না করে তাদেরকে সুযোগ দেন যেন তারা ভুল বুঝতে পেরে তা থেকে ফিরে আসে।

৪. মানুষের প্রকৃতি তথা স্বভাব হলো—যখন কোনো কঠিন বিপদ আসে তখন সবকিছু ভুলে গিয়ে নিরবস্থিতভাবে আল্লাহকে ডাকতে থাকে ; আর যখন আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দেন তখন এমন ভাব দেখায় যে, 'আল্লাহ' সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।

৫. নবী-রাসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে অতীতে অনেক মানব গোষ্ঠীই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু ইতিহাসের উপকরণ হয়ে তাদের নাম বেঁচে আছে। আবার অনেক মানব গোষ্ঠির নামও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এটা তো দুনিয়ার পরিণাম, আখিরাতের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এ পরিণাম থেকে বাঁচতে হলে নবী-রাসূলদের দেখানো পথেই মানুষকে চলতে হবে—বিকল্প কোনো রাস্তা নেই।

৬. অতপর মুসলিম জাতিকেই আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করে তাঁদেরকে আল্লাহ দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যেহেতু আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না, তাই মুসলিম জাতিকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৭. আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআন মজীদ যেহেতু কোনো মানুষের রচিত ছিল না, সুতরাং তা পরিবর্তন করা, পরিবর্জন করা বা মিটিয়ে দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার কারো নেই। কেউ এ ধরনের দুঃসাহস দেখালে তার ধ্বংস অনিবার্য।

৮. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতপূর্ব চল্লিশ বছরের জীবনকালই কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়া এবং তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার অকাটা প্রমাণ।

৯. আল্লাহর কিতাব ও নবী-রাসূল-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারী সবচেয়ে বড় যালিম।

১০. গায়কুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু) উপাসনাকারীরা জেনে রাখুক যে, তাদের উপাস্যরা তাদের কোনো উপকারই করতে পারে না ; আর না পারে কোনো ক্ষতি করতে। কারণ, তারা নিজেদেরও কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না।

১১. মানুষের সৃষ্টির শুরুতে তারা একই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালক্রমে নিজেরাই মতভেদ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি, দল-উপদল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে।

১২. আল্লাহকে 'চেনা এবং জানার' জন্য অসংখ্য অগণিত নিদর্শন আমাদের আশে-পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তারপরও নিদর্শন দেখতে চাওয়ার উদ্দেশ্য মহত বলে ধরে নেয়া যায় না।



সূরা হিসেবে রুক'-৩

পারা হিসেবে রুক'-৮

আয়াত সংখ্যা-১০

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهْمِرٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ ۝

২১. আর আমি যখন মানুষকে স্বাদ গ্রহণ করাই করুণার তাদের উপর আপতিত কোনো দুঃখ-বিপদের পর, তখনই তাদের চক্রান্ত শুরু হয়।

فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝

আমার নির্দর্শনাবলী সম্পর্কে ; আপনি বলে দিন—কৌশলে আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত ; অবশ্যই, তোমরা যে চক্রান্ত করছো তা আমার প্রতিনিধিরা (ফেরেশতারা) লিখে রাখছে।

৩-আর ; إِذَا-যখন ; أَذَقْنَا-আমি স্বাদ গ্রহণ করাই ; النَّاسَ-(আল+নাস)-মানুষকে ; (مست+هم)-মস্ট+হুম ; مِنْ بَعْدِ-পর ; ضَرَاءٍ-কোন দুঃখ-বিপদের ; مَسْتَهْمِرٍ-করুণার ; তাদের উপর আপতিত ; إِذَا-তখনই ; لَهُمْ-তাদের ; مَكْرٌ-চক্রান্ত শুরু হয় ; فِي-সম্পর্কে ; آيَاتِنَا-আমার নির্দর্শনাবলী ; قُلِ-আপনি বলে দিন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; أَسْرَعُ-সবচেয়ে দ্রুত ; (رسل+نا)-রসুল+না-আমার প্রতিনিধিরা (ফেরেশতারা) ; يَكْتُبُونَ-লিখে রাখছে ; مَا تَمْكُرُونَ-যে চক্রান্ত তোমরা করছো তা।

২৯. এখানে মুশরিকদের উপর আপতিত সেই দুর্ভিক্ষের দিকে ইংগিত করা হয়েছে যা আল্লাহর রহমতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়ায় অপসারিত হয়েছিল। দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত খরাজনিত দুর্ভিক্ষের ফলে মুশরিকরা সব দেব-দেবী বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে আল্লাহর দরবারে দোয়ার আবেদন জানালে তিনি দোয়া করেন, যার ফলে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমত দান করলেন ; কিন্তু তারপরেও তারা রাসূলের দাওয়াতকে সত্য বলে স্বীকার করলো না। আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান আনলো না ; সুতরাং তাদের মুখে কোনো নিদর্শন দেখানোর দাবী শোভা পায় না। কারণ যত নিদর্শন-ই দেখানো হোক না কেন, তারা কোনো একটা বাহানা তুলে ঈমান থেকে দূরে থাকতে চাইবে ; যেমন ইতিপূর্বে তারা এত বড় দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেয়েও আল্লাহর রহমতকে অস্বীকার করেছে এবং রাসূলের সত্যতার নিদর্শনকে অমান্য করেছে।

৩০. কাফির-মুশরিকদের ছল-চাতুরীর মুকাবিলায় আল্লাহর কৌশল হলো—তারা হিদায়াতের বিপরীতে যে গুমরাহীর পথে চলতে চাচ্ছে, সে পথে চলার সুযোগ করে দেবেন। সে পথে চলার জন্য অর্থ-সম্পদ, সাজ-সরঞ্জাম সবই তাদের কায়দা করে

﴿١١﴾ هُوَ الَّذِي يُسِيرُ الْكَوْكَبَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ

২২. তিনি সেই সন্তা যিনি তোমাদেরকে সফর করান স্থলে ও জলে ; এমন কি যখন তোমরা নৌকা-জাহাজে (আরোহী) থাকো

وَجَرَيْنِ بِهِم بِرِيهٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِمَا جَاءَتْهُمَا رِيحُ عَاصِفٍ

এবং সেগুলো তাদের (যাত্রীদেরকে) নিয়ে উত্তম (অনুকূল) বাতাসে চলতে থাকে আর তাতে তারা আনন্দে মশগুল থাকে, (হঠাৎ) এসে পড়ে তাদের উপর এক প্রচণ্ড বাতাস

وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ

সেই সাথে তাদের উপর এসে পড়ে প্রবল টেউ সবদিক থেকে আর তারা মনে করে যে, তাদেরকে অবশ্যই ঘিরে নেয়া হয়েছে,

دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ لَسْنَا أَنْجِيتَنَا مِنْ هَذِهِ

(তখন) তারা আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহকে এ বলে ডাকতে থাকে—‘আপনি যদি এ (বিপদ) থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন

১১) (সির+কম)-يُسِيرُكُمْ-যিনি ; (الذِي)-তিনি সেই সত্তা ; (هو)-সফর করান ; (حَتَّى)-এমন (ال+بحر)-الْبَحْرُ ; (و)-স্থলে ; (فِي+ال+بر)-فِي الْبَرِّ করান ; (فِي+ال+فلك)-فِي الْفُلْكِ থাকে ; (كُنْتُمْ)-যখন ; (إِذَا)-কি ; (ب+هم)-بِهِمْ ; (و)-তাদের (جَرَيْنَ)-সেগুলো চলতে থাকে ; (و)-এবং ; (و)-নৌকা-জাহাজে (و)-আর ; (و)-طَبَّعَ (অনুকূল) (ب+ريح)-بَرِيحٍ ; (و)-নিয়ে (যাত্রীদেরকে) (و)-فَرَحُوا (আনন্দে মশগুল থাকে ; (و)-تَهَا ; (و)-তাদের উপর এসে পড়ে : (جاء+هم)-جَاءَ هُمْ ; (و)-সেই সাথে ; (و)-عَاصِفٌ (এক বাতাস ; (و)-সবদিক (كل+مكان)-كُلُّ مَكَانٍ ; (و)-থেকে ; (و)-مِنْ (و)-ظَنُّوا (তারা মনে করে যে ; (و)-أَحْيَا (ঘিরে নেয়া (و)-إِلَهُ (আল্লাহকে ; (و)-لَنْ (যদি ; (و)-لَنْ (আনুগত্য ; (و)-لَهُ (তার প্রতি ; (و)-مُخْلِصِينَ (আর্মীদেরকে রক্ষা করেন ; (و)-هَذِهِ (এ (বিপদ) থেকে ;

দেবেন। তারা এসবের পেছনেই দুনিয়ার মূল্যবান জীবনকে ব্যয় করবে। আর আল্লাহর নিয়োজিত ফেরেশতারা তা লিপিবদ্ধ করতে থাকবে। অবশেষে তারা নিজেদের কতকর্মের হিসাব দিতে গিয়ে আল্লাহর কঠোর হাতে ধরা পড়ে যাবে।

لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَنْجَمَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ

তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ বান্দাহদের শামিল হয়ে যাবো। ১৩৩ অতপর যখন তিনি তাদেরকে রক্ষা করেন তখনই তারা বাড়াবাড়ি করা শুরু করে

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ

অন্যভাবে পৃথিবীতে ; হে মানুষ! তোমাদের যুল্ম তো হয় আসলে তোমাদের নিজেদের প্রতিই

مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زُئِمَّا لَنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا

দুনিয়ার জীবনে ক্ষণকালের আনন্দের সামগ্রী (ভোগ করে নাও) তারপর তোমাদের প্রত্যাবর্তনতো আমরা নিকট-ই—তখন আমি তোমাদেরকে তা জানিয়ে দেবো যা কিছু

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ

তোমরা করতে। ১৩৪. দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ তো পানির মতো, আমি তা বর্ষণ করি

(- (ال+শকরিন)-الشَّاكِرِينَ-শামিল ; مَنْ-তবে আমরা অবশ্যই হয়ে যাবো ; لَنَكُونَنَّ-

কৃতজ্ঞ বান্দাহদের। ১৩৩ অতপর যখন ; فَلَمَّا-তিনি তাদেরকে রক্ষা করেন ;

ال-)-فِي الْأَرْضِ-বাড়াবাড়ি করা শুরু করে ; هُمْ-তারা ; إِذَا-তখনই ;

أَيُّهَا النَّاسُ-হে ; يَا-অন্যভাবে ; بَغْيُكُمْ-অন্যভাবে ;

أَنْفُسِكُمْ-তোমাদের যুল্ম তো হয় ; عَلَى-প্রতি-ই ;

ال-)-مَتَاعَ الْحَيَاةِ-ক্ষণকালের আনন্দের সামগ্রী ;

ال-)-الْحَيَاةِ-দুনিয়ার ; زُئِمَّا-তারপর ; لَنَا-আমরা ;

نُنَبِّئُكُمْ-তখন আমি ; مَرْجِعُكُمْ-তোমাদের প্রত্যাবর্তন তো ;

تَعْمَلُونَ-তোমরা করতে। ১৩৪।

ال-)-الْحَيَاةِ-জীবনের ; كَمَاءٍ-উদাহরণ তো ;

ال-)-الْحَيَاةِ-জীবনের ; كَمَاءٍ-পানির মতো ;

ال-)-الْحَيَاةِ-জীবনের ; كَمَاءٍ-পানির মতো ;

৩১. আল্লাহ তাআলার একত্বের সত্যতার বহু নিদর্শন দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

প্রত্যেক মানুষের চেতনায়ও তা সদা জাগ্রত আছে ; কিন্তু আল্লাহকে ভুলে থাকার

কারণগুলো তার পক্ষে থাকলে সে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার আমোদ-আহ্লাদে

مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ

আসমান থেকে, ফলে তা দ্বারা যমীনের উদ্ভিদরাজী ঘন-সনিবিষ্ট হয়ে উঠে,  
যা থেকে খায় মানুষ

وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ

ও পশুকুল ; এমন কি যমীন যখন ধারণ করে (ফলে-ফুলে)  
তার শোভা ও সুদৃশ্যময় হয়ে উঠে

وَضَنَّ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَدِ رَوْنًا عَلَيْهِمُ أَنْتُمْ أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا

আর ধারণা করে নেয় তার মালিকেরা যে, এখন তারা অবশ্যই আয়ত্বে আনতে সক্ষম—(তখনই) এসে পড়লো তার প্রতি আমার নির্দেশ রাতে বা দিনে

فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ الْإِمْسُ كُلِّكَ نُفِضُلُ

ফলে আমি করে দিলাম তাকে মূলোচ্ছেদ, যেন গতকালও তার অস্তিত্ব ছিল না ;  
এরূপেই আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি

ফলে ঘন-সন্নিবিষ্ট (ফ+অখ্‌লট)-فَاخْتَلَطَ-আসমান (আল+সম্মা)-السَّمَاءُ ; থেকে-مِنْ  
-ম্মা (আল+আরুয)-الْأَرْضُ-উদ্ভিদরাজী-نَبَاتٌ ; তা দ্বারা-بِهِ-হয়ে উঠে  
(আল+আনাম)-الْأَنْعَامُ ; ও-وَ ; মানুষ-النَّاسُ ; খায়-يَأْكُلُ ; থেকে-مِنْ (মা+)  
-زُخْرُفَهَا-যমীন-الْأَرْضُ ; ধারণ করে-أَخَذَتْ ; যখন-إِذَا ; এমন কি-حَتَّى ; পশুকুল  
-ظَنُّ-আর-وَ ; সুদৃশ্যময় হয়ে উঠে-زُيِّنَتْ ; ও-وَ ; তার শোভা-(زُخْرَف+)  
-قَدَرُونَ ; এখন তারা অবশ্যই-أَتَتْهُمْ ; তার মালিকেরা-(أَهْل+হা)-أَهْلُهَا ; করে নেয়  
আয়ত্বে আনতে সক্ষম-تَارَ عَلَيْهَا ; তখনই এসে পড়লো-اتَى (হা+)-اتَى  
তার প্রতি ; রাতে-لَيْلًا ; আমার নির্দেশ-(أَمْر+না)-أَمْرُنَا ; দিনে-نَهَارٌ ; বা-أَوْ  
كَانَ ; মূলোচ্ছেদ-حَصِيدٌ ; ফলে আমি করে দিলাম তাকে-(ف+জেলনা+হা)-فَجَعَلْنَاهَا  
-كَذَلِكَ ; গতকালও-(ب+আল+আমস)-بِالْأَمْسِ ; তার অস্তিত্ব ছিল না-لَمْ تَعْنِ ;  
এরূপেই ; আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি-نُفَصِّلُ ;

মেতে থাকে। আর যখন সেসব কারণগুলো তার বিপক্ষে চলে যায় এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, যাদের মোহে সে এতদিন পড়েছিল, তখন একজন নাস্তিক ও কঠিন মুশরিক ব্যক্তিও এটা সাক্ষ্য দিতে সুরু করে যে, এ জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা একই সত্তার হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, আর সেই সত্তা-ই হলেন মহান আব্বাহ।



الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ

নিদর্শনাবলী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে। ২৫. আর আল্লাহ ডাকেন (তোমাদেরকে) শান্তির বাসস্থানের দিকে ;<sup>৩২</sup>

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٥﴾ لِلَّهِ يَنْحَسِبُونَ

আর যাকে চান (তাকে) তিনি সঠিক পথের দিশা দান করেন।

২৬. যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে

الْحَسَنَى وَزِيَادَةً ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ

কল্যাণ, তার সাথে অতিরিক্ত ;<sup>৩০</sup> আর আচ্ছন্ন করবেন না তাদের মুখমণ্ডলকে কোনো মলিনতা এবং না কোনো হীনতা ;

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا

ওরাই জান্নাতের অধিবাসী । তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল ।

২৭. আর যারা উপার্জন করে

يَتَفَكَّرُونَ-যারা চিন্তা-ভাবনা  
করে। ১৫) -আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَدْعُوا-ডাকেন; إِلَى-দিকে; وَار-বাসস্থানের  
; يَشَاءُ-চান; مَنْ-যাকে; وَ-আর; وَيَهْدِي-তিনি দিশা দান করেন; وَالسَّلَامُ-শান্তির  
; أَحْسَنُوا-আপনাদের জন্য রয়েছে যারা ১৬) -لِلَّذِينَ-তাদের জন্য রয়েছে যারা  
-كَالْيَاغِثِ الْكَافِرِ-কাজ করে; وَالْحُسْنَى-কল্যাণ; وَ-তার সাথে; زِيَادَةُ-  
অতিরিক্ত; وَجْهَهُمْ-ও-তাদের মুখ; وَجْهَهُمْ-ও-তাদের মুখ; وَ-আর; لَا يُرْهَقُ-অপমান  
করে না; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর;  
أُولَئِكَ-সেখানে; فِيهَا-তারা; هُمُ-জান্নাতের; (ال+جَنَّة)-الْجَنَّة-অধিবাসী; أَصْحَابُ-  
-ওরাই; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর; وَ-আর;  
خُلُدُونَ-থাকবে অনন্তকাল। ১৭) -আর; وَالَّذِينَ-যারা; كَسَبُوا-উপার্জন করে;

৩২. 'দারুস সালাম' দ্বারা জান্নাত বুঝানো হয়েছে। জান্নাত-ই একমাত্র শান্তির বাসস্থান। সেদিকে ডাকার অর্থ—দুনিয়াতে জীবন যাপনের এমন পদ্ধতির প্রতি আহ্বান জানানো, যে পদ্ধতিতে জীবন যাপন করলেই উল্লেখিত জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হবে। জান্নাত এমন শান্তির বাসস্থান, যেখানে নেই কোনো বিপদ ও ক্ষতির ভয় আর না কোনো শারিরীক ও মানসিক কষ্ট।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নেক আমল অনুসারেই কল্যাণ দান করবেন না ; বরং তিনি নিজ অনুগ্রহে আরও অনেক বেশী কল্যাণ তাদেরকে দান করবেন।

السَّيَّاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۖ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ

মন্দ, মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপই (হয়ে থাকে),<sup>৩৪</sup> আর তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করে নেবে ; থাকবে না তাদের জন্য আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে

مِنْ عَاصِرٍ ۚ كَانَتْهُمْ أَغْشِيَتْ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ

কোনো রক্ষাকারী ; তাদের মুখাবয়ব যেন রাতের কালো অন্ধকারের টুকরোয় ঢেকে দেয়া হয়েছে ;<sup>৩৫</sup>

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا

ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী ; তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল । ২৮. আর (স্মরণীয়) যেদিন আমি ওদের সবাইকে একত্র করবো

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ۖ

অতপর যারা শরীক করে তাদেরকে বলবো—তোমরা ও তোমাদের শরীকরা তোমাদের স্থানে (স্থির) থাকো

(- (ব+ম+থ+হা)-بِمِثْلِهَا ; মন্দের-سَيِّئَةٍ ; প্রতিফল-جَزَاءُ ; মন্দ-(ال+সি+ত)-السَّيَّاتِ ;

তার অনুরূপই ; ذِلَّةٌ ; নেবে-تَرْهَقُهُمْ ; আর-وَ ; হীনতা ;

আল্লাহ-اللَّهُ ; থেকে-مِنْ ; তাদের জন্য-لَهُمْ ; থাকবে না ;

আল্লাহর (পাকড়াও)-مَا ; وَجُوهَهُمْ ; ঢেকে দেয়া হয়েছে-أَغْشِيَتْ ; যেন-كَانَتْهُمْ ; কোনো রক্ষাকারী-مِنْ عَاصِرٍ ;

রাতের- (من+আল+লাইল)-مِنْ اللَّيْلِ ; টুকরোয়-قِطْعًا ; তাদের মুখাবয়ব- (وَجُوه+হুম)-

জাহান্নামের-النَّارِ ; অধিবাসী-أَصْحَابُ ; ওরাই-أُولَٰئِكَ ; কালের অন্ধকারের-مُظْلِمًا ;

স্মরণীয়)- (يَوْمَ ; আর-وَ ۝) ২৮. তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল- (فِيهَا ; তারা-هُمْ ;

একত্র করবো-نَحْشُرُهُمْ ; যেদিন-ثُمَّ ; সবাইকে-جَمِيعًا ;

শরীক করে-أَشْرَكُوا ; তাদেরকে যারা-لِلَّذِينَ ; বলবো-نَقُولُ ;

তোমাদের স্থানে (স্থির) থাকো- (مَكَانَكُمْ ; তোমরা-أَنْتُمْ ;

ও-وَ ; তোমাদের শরীকরা- (شُرَكَاءُكُمْ)-

৩৪. অর্থাৎ পাপী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের পাপ যতটুকু, ততটুকু শাস্তিই দেবেন, এর বেশী শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে না ।

৩৫. অর্থাৎ অপরাধী ধরা পড়ার পর যখন রেহাই পাওয়ার আর কোনো আশা থাকে

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ۝

তারপর আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য করে দেবো<sup>৩৮</sup> আর তাদের শরীকরা বলবে—তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না।

۝ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ۝

অতএব তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট যে, আমরা তো অবশ্যই তোমাদের ইবাদাত থেকে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।<sup>৩৯</sup>

۝ هَٰذَا لَكَ تَبْلَاؤُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفْتَ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ

৩০. সেখানেই প্রত্যেকে পরীক্ষা করে দেখবে তা, যা সে পূর্বেই করেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে—

مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ۝

(যিনি) তাদের প্রকৃত অভিভাবক, আর তারা যা মিথ্যা উদ্ভাবন করতো তা তাদের নিকট থেকে দূরে সরে যাবে।

তাদের (বিন+হম)-বَيْنَهُمْ; তারপর আমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দেবো (ফ+যিল্লা)-فَزَيَّلْنَا পরস্পরের মধ্যে; আর; وَقَالَ; বলবে; شُرَكَاءُهُمْ (শরকাও+হম)-তাদের শরীকরা; مَا; তোমরা তো না; كُنْتُمْ (মা+কন্তম)-তোমরা তো না; آيَانَا-আমাদের; تَعْبُدُونَ-ইবাদাত করতে। সাক্ষী-شَهِيدًا; ই-আল্লাহ-(ব+ল্হ)-بِاللَّهِ; অতএব যথেষ্ট; فَكَفَىٰ (ফ+কফী)-অতএব যথেষ্ট; بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ (বিন+না)-আমাদের মধ্যে; وَ-ও; عَنِ-আমরা তো ছিলাম; كُنَّا-আমরা তো ছিলাম; تَبْلَاؤُ-সম্পূর্ণ বে-খবর। ৩০. সেখানেই; هَٰذَا لَكَ-পরীক্ষা করে দেখবে; تَبْلَاؤُ كُلِّ نَفْسٍ-প্রত্যেকে; مَّا أَسْلَفْتَ-তা, যা সে পূর্বে করেছে; وَ-এবং; رُدُّوْا-তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে; إِلَى-নিকট; إِلَهِ-আল্লাহর; مَوْلَاهُمُ-যিনি তাদের অভিভাবক; الْحَقُّ-প্রকৃত; وَ-আর; ضَلَّ-দূরে সরে যাবে; كَانُوا يَفْتُرُونَ-তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করতো।

না, তখন তার চেহারা যেমন কালো হয়ে যায়, তেমনি পাপীদের চেহারাও সেদিন কালো হয়ে যাবে।

৩৬. অর্থাৎ তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার পরে তারা একে অপরকে চিনতে পারবে। মুশরিকরা চিনতে পারবে তাদের মা'বুদদেরকে যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছিল। আর তাদের মা'বুদরাও চিনতে ও জানতে পারবে যে, দুনিয়াতে কারা তাদেরকে মা'বুদ হিসেবে উপাসনা করেছিল।

৩৭. দুনিয়াতে মানুষ যেসব জ্বিন, আত্মা, নবী, ওলী, শহীদদেরকে আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক করে তাদের পূজা-উপসানায় লিপ্ত হয়েছিল; দিয়েছিল তাদেরকে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অধিকারসমূহ, তারা সকলে আখিরাতে তাদের পূজা-উপাসনাকারী মানুষদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেবে যে—“তোমরা আমাদের ইবাদাত করতে, এ বিষয়ে আমাদেরতো কিছুই জানা ছিল না। তোমাদের কোনো দোয়া প্রার্থনা, কোনো ফরিয়াদ, কোনো মানত, কোনো উৎসর্গ, আমাদের উদ্দেশ্যে তোমাদের কৃত কোনো সিজদা, আস্তানায় চুমো দেয়া ও দরগাহ প্রদক্ষিণ ইত্যাদি কোনো কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছেনি।”

### ৩ রুক্ব' (২১-৩- আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারকারী একমাত্র আল্লাহ। বিপদকালীন অবস্থায় মানুষ যেমন এটা মনে করে, তেমনি বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পরও এ বিশ্বাস-ই পোষণ করতে হবে। নচেৎ বিপদ থেকে উদ্ধারের অন্য কোনো কারণ ছিল বলে মনে করলে সেটা হবে শিরকের নামাঙ্ক। সুতরাং মু'মিনদেরকে এ ধরনের কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. মানুষের সকল কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ সবই সম্মানিত ফেরেশতারা সংরক্ষণ করছেন—একথা সদা-সর্বদা মু'মিনদেরকে অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে। তাহলেই নিজেকে গুনাহ-অপরাধ থেকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। অবশ্য এ সাথে আল্লাহর নিকট সাহায্যও চাইতে হবে।

৩. কঠিন বিপদ-মুসীবতে মানুষের সর্বশেষ আশ্রয় স্থল আল্লাহ তাআলার দরবার-ই হয়ে থাকে। তখন তার মনে অন্য কোনো উপকারী বস্তু, কোনো সাহায্যকারী অভিভাবক, পূজনীয় ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি কারো কথায়ই আসে না। মু'মিন, কাফির এবং আন্তিক-নান্তিক নির্বিশেষে সকলের ব্যাপারেই এ অবস্থা হয়ে থাকে।

৪. শিরক ও কুফর দ্বারা মানুষ নিজের উপরই যুলুম করে। কারণ স্রষ্টা ও প্রতিপালককে অস্বীকার করা বা তাঁর সাথে শরীক করা দ্বারা তাঁর বিন্দুমাাত্রও ক্ষতি হয়না। সুতরাং নিজেদের কল্যাণেই শিরক ও কুফর থেকে মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে।

৫. দুনিয়ার জীবনে ক্ষণকালের ভোগ-বিলাস ও চাক-চিক্য দেখে স্থায়ী নিয়ামত তথা সুখ-সম্পদে পরিপূর্ণ আখিরাতে তথা জান্নাতকে ভুলে থাকা চরম বোকামী। মু'মিনদেরকে অবশ্যই সকল ব্যাপারেই আখিরাতে কল্যাণ চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৬. আখিরাতে মুখী সকল কাজই মানুষের জন্য কল্যাণকর। আর কল্যাণকর কাজের প্রতিদানেই মানুষ জান্নাত লাভের অধিকারী হবে। আর জান্নাত হবে তাদের চিরস্থায়ী ও সার্বিক সুখের আবাস।

৭. মন্দ চিন্তা ও মন্দ কাজ, আল্লাহর নাফরমানীমূলক কথা, চিন্তা ও কাজের প্রতিফল অনুক্রম-ই হবে এবং এটাই স্বাভাবিক। এরূপ কথা, চিন্তা ও কাজ যারা করবে তাদের প্রতিফল অবশ্যই হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

৮. যে সকল বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা কোনো দৃষ্টির মধ্যে আছে বলে মনে করা শিরক।

কোনো জীবিত বা মৃত মানুষের প্রতি এমন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে তার সাথে সেই বৈশিষ্ট্যের অর্থ বুঝায় এমন আচরণ বা ভাব দেখানো শিরক।

৯. মানুষকে অবশ্যই কুফর-শিরক, তাওহীদ-রিসালাত, ঈমান-আমল এবং পরকাল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। নচেৎ মূর্খতার কারণে জীবনের সকল সৎকাজ-ই বিনষ্ট হয়ে যাবার সমূহ আশংকা রয়েছে।

১০. আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে এবং আমাদের সকল কাজ-কর্মের পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে—আমাদেরকে প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসেই একথা স্মরণ রাখতে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪

পারা হিসেবে রুকু'-৯

আয়াত সংখ্যা-১০

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمِنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ ۝

৩১. আপনি বলুন—‘আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রিয়ক দেন, অথবা তিনিই বা কে যার মালিকানাধীন শ্রবণশক্তি

وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ

ও দৃষ্টিশক্তি, আর কে-ইবা জীবিতকে বের করেন মৃত থেকে এবং মৃতকে বের করেন

مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ

জীবিত থেকে, আর যাবতীয় বিষয়ের পরিকল্পনা-ইবা কে করেন? (জবাবে) তারা  
অবশ্যই বলবে—‘আল্লাহ’; তখন আপনি বলুন—

أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ

‘তোমরা তবে কি ভয় করবে না?’ ৩২. অতএব তিনিই তোমাদের আল্লাহ—  
তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক; তাহলে সত্যের পর আর কি হতে পারে

৩১-আপনি বলুন; مَنْ-কে; يَرْزُقُكُمْ-(রিয়ক+কম)-তোমাদেরকে রিয়ক দেন; مِنَ-  
থেকে; أَمِنْ-(আল+যমীন)-যমীন; وَالْأَرْضِ-(আল+আসমান)-আসমান; يَمْلِكُ-(আল+মালিকানাধীন)-যার মালিকানাধীন; السَّمْعَ-(আল+শ্রবণশক্তি)-শ্রবণশক্তি; وَيُخْرِجُ-বের করেন; الْحَيَّ-জীবিত; وَمَنْ يُدَبِّرُ-পরিকল্পনা-ইবা করেন; الْأَمْرَ-(আল+যাবতীয় বিষয়ের)-যাবতীয় বিষয়ের; فَسَيَقُولُونَ-তারা অবশ্যই বলবে (জবাবে); اللَّهُ-আল্লাহ; فَقُلْ-তখন আপনি বলুন; تَتَّقُونَ-তবে কি তোমরা ভয় করবে না; رَبُّكُمْ-(আল+তোমাদের প্রতিপালক)-তোমাদের প্রতিপালক; فَذَلِكُمُ-তাহলে সত্যের পর আর কি হতে পারে; الْحَقُّ-প্রকৃত; وَمَاذَا-তাহলে সত্যের পর আর কি হতে পারে; بَعْدَ-পর; الْحَقِّ-সত্যের;

إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٧﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

গুমরাহী ছাড়া ? অতএব তোমরা কোন্ দিকে পরিচালিত হচ্ছে ? ৩৭. এভাবেই আপনার প্রতিপালকের বাণী সত্যে প্রমাণিত হয়েছে

عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ

তাদের সম্পর্কে, যারা সত্য ত্যাগ করেছে—নিশ্চিত তারা ঈমান আনবে না । ৩৮. আপনি বলুন—তোমাদের শরীকদের মধ্যে এসব কেউ আছে কি ,

مَنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ ۚ قُلْ لِلَّهِ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ ۚ

যে সূচনা করে সৃষ্টির এবং তার পুনরাবৃত্তি ঘটায় ? আপনি বলে দিন—‘আল্লাহ-ই সৃষ্টির সূচনা করেন অতপর তার পুনরাবৃত্তি ঘটান, ৩৯

৩৭-ছাড়া ; الضَّلَالُ-(অ+অনি)-অতএব কোন্ দিকে ; فَأَنَّى-কোন্ দিকে ; تُصْرَفُونَ-তোমরা পরিচালিত হচ্ছে । ৩৮-এভাবেই ; حَقَّتْ-সত্য প্রমাণিত হয়েছে ; كَلِمَتُ-বাণী ; رَبِّكَ-(র+ব)-আপনার প্রতিপালকের ; عَلَى-সম্পর্কে ; الَّذِينَ-তাদের, যারা ; فَسَقُوا-সত্য ত্যাগ করেছে ; أَنَّهُمْ-নিশ্চিত তারা ; لَا يُؤْمِنُونَ-ঈমান আনবে না । ৩৯-আপনি বলুন ; قُلْ-আছে কি ; مَنْ-মধ্যে ; يَبْدُوَ-সূচনা করে ; ثُمَّ-এবং ; يَعْبُدُ-তার পুনরাবৃত্তি ঘটায় ; قُل-আপনি বলে দিন ; اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; يَبْدُوَ-সূচনা করেন ; الْخَلْقَ-সৃষ্টির ; ثُمَّ-অতপর ; يَعْبُدُ-তার পুনরাবৃত্তি ঘটান ;

৩৮. অর্থাৎ উল্লেখিত কাজগুলো যদি আল্লাহ ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব না হয়ে থাকে—যা তোমরা নিজেরাও স্বীকার করছো, তাহলে তোমাদের ইবাদাত-বন্দেগী পাওয়ার অধিকারী আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কিভাবে হতে পারে ?

৩৯. এখানে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, তোমরা এসব কিছু বুঝার পরও কোন্ পথে পরিচালিত হতে বাধ্য হচ্ছে ? এর দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, সাধারণ মানুষকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য সদা-সর্বদা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা সচেষ্ট রয়েছে। কুরআন মজীদে এসব গুমরাহকারীদের নাম উল্লেখ করেনি, যাতে করে তাদের অনুসারীরা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে পারে যে, কারা তাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে ; এবং কেউ যেন তাদেরকে উত্তেজিত করে মগয়ের ভারসাম্য বিনষ্ট করার সুযোগ না পায় যে, তোমাদের পীর-মুরশিদ ও বুয়র্গদের প্রতি এ লোক

فَأَنذِرْهُمْ ۖ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۖ

সূতরাং তোমাদেরকে কিভাবে সতাপন্থ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।<sup>১৭০</sup> ৩৫. আপনি বলুন—তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে পথ দেখায় সত্যের দিকে<sup>১৭১</sup>

قُلْ ۖ (৩৫)। ফাঁতী-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে ; সূতরাং (ফ+নি)-ফাঁতী ; আপনি বলুন ; -তোমাদের শরীকদের (শরী+কম)-শরীকান্কেম ; মধ্যে-মِنْ ; কি-هَلْ ; আপনি বলুন ; সত্যের ; -الحَقِّ ; দিকে-إِلَى ; পথ দেখায় ; -يَهْدِي ; এমন-عَمَّنْ ;

দোষারোপ করছে। মূলত ইসলামী দাওয়াত পদ্ধতির এটা একটা সূক্ষ্ম কৌশল, যে সম্পর্কে আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের সজাগ-সচেতন থাকা আবশ্যিক।

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ পেশ করে বুঝানোর পরও যখন এসব সত্য ত্যাগকারী লোকেরা ঈমান আনছে না তখন এদের পক্ষ থেকে আর ঈমানের আশা করা যায় না।

৪১. মুশরিকরা আল্লাহ তাআলাকে প্রথম সৃষ্টিকারী হিসেবে তো মানে ; কিন্তু দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকারী হিসেবে মানতে রাযী নয়। কারণ, তাহলে তো আর আখিরাত তথা পরকাল ও সেখানকার হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি সবকিছুকে অমান্য বা অস্বীকার করার আর কোনো সুযোগ থাকে না। অথচ এ ব্যাপারটি তো অত্যন্ত সহজ, যে প্রথম সৃষ্টি করতে সক্ষম, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি তো তার জন্য অত্যন্ত সহজ। আর যে প্রথম সৃষ্টি করতেই সক্ষম নয়, সে পুনরায় কিভাবে সৃষ্টি করতে পারবে? তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলে দিচ্ছেন যে, আপনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়ে দিন যে, প্রথমবার যেহেতু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু পুনরায় সৃষ্টি করাও একমাত্র তাঁরই কাজ।

৪২. অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টিও আল্লাহ-ই করেছেন, আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টিও তিনিই করবেন, অতপর মধ্যবর্তী এ সময়টাতে তোমরা সেই আল্লাহর ইবাদাত করতে পারবে না—তোমাদেরকে গায়রুল্লাহর ইবাদাত করতে বাধ্য করা হবে—এটা তোমরা নিজেদের ভালোর জন্যই একবার চিন্তা-ভাবনা করে দেখো—এটা কি ইনসাফপূর্ণ হতে পারে!

৪৩. এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, তোমাদেরকে হক তথা সত্য ও নির্ভুল পথে পরিচালনা করার মত তোমাদের মা'বুদদের মধ্যে কেউ আছে কিনা—এর উত্তর অবশ্যই পূর্বের প্রশ্নগুলোর মতই না-বাচক হবে। কারণ মানুষের প্রতিপালক, আশ্রয়দাতা, রক্ষাকর্তা, দোয়া শ্রবণকারী ও প্রয়োজন পূরণকারী যেমন আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই, তেমনি দুনিয়াতে জীবন-যাপনের জন্য নির্ভুল নীতি ও জীবন-যাপনের বিধান দাতাও আল্লাহ ছাড়া কেউ হতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর বিধানকে ত্যাগ করে মুশরিকী ধর্মমত ও ধর্মহীন সমাজ-নীতি এবং রাজনৈতিক আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণ করা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।



قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۖ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ

আপনি বলে দিন—‘আল্লাহ-ই সত্যের দিকে পথ দেখান ; তবে কি যিনি সত্যের দিকে পথ দেখান তিনি-ই আনুগত্যের অধিকতর হকদার,

أَمْ لَمْ يَهْدِ إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ ۚ فَمَا لَكُمْ تَكْذُوبُونَ ۝

না কি সে যাকে পথ দেখানো ছাড়া পথ পায় না ? তোমাদের কি হয়েছে ?  
তোমরা কেমন বিচার করছো ?

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝

৩৬. আর তাদের অধিকাংশই ধারণা-অনুমান ছাড়া কিছুর অনুসরণ করে না ;  
সত্যের ব্যাপারে ধারণা-অনুমান নিশ্চিত কোনো কাজেই লাগে না ;

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ

তারা যা করছে, আল্লাহ অবশ্যই তা বিশেষভাবে অবহিত ।

৩৭. আর এ কুরআন তো এমন নয় যে,

(ل+ال+حق)-লি-হাক্ ; -يَهْدِي-পথ দেখান ; -اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; -قُل-আপনি বলে দিন ;  
-إِلَى-তবে কি তিনি, যিনি ; -يَهْدِي-পথ দেখান ; -أَمْ-না-কি সে, যে ; -يَهْدِي-পথ পায় না ; -إِلَّا-ছাড়া ; -أَنْ-যিনি ;  
-يَتَّبِعْ-অনুসরণ করে না ; -أَكْثَرُهُمْ-অধিকাংশই ; -ظَنًّا-ধারণা-অনুমান ; -إِنَّ-নিশ্চিত ;  
-يَفْعَلُونَ-করছে, তা ; -يَعْلَمُونَ-বিশেষভাবে অবহিত ; -هَذَا-এই ; -الْقُرْآنُ-কুরআন তো ;  
-وَمَا-তোমাদের ; -كَيْفَ-কেমন ; -تَكْذُوبُونَ-তোমরা বিচার করছো ;  
-أَمْ-না-কি সে, যে ; -يَهْدِي-পথ পায় না ; -إِلَّا-ছাড়া ; -أَنْ-যিনি ;  
-يَتَّبِعْ-অনুসরণ করে না ; -أَكْثَرُهُمْ-অধিকাংশই ; -ظَنًّا-ধারণা-অনুমান ; -إِنَّ-নিশ্চিত ;  
-يَفْعَلُونَ-করছে, তা ; -يَعْلَمُونَ-বিশেষভাবে অবহিত ; -هَذَا-এই ; -الْقُرْآنُ-কুরআন তো ;

৪৪. অর্থাৎ যারা নিজেরা ধর্মমত রচনা করে নিয়েছে, দার্শনিক মতবাদ রচনা করে প্রচার করছে এবং মানুষের জন্য জীবন-বিধান রচনা করছে বলে দাবী করছে তারা তো এসব কোনো নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে করেনি ; কারণ নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব, তারা যা করেছে তা ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতেই করেছে। আর যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে তারাও ধারণা-অনুমানের

أَنْ يُغْفِرَ لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

তা রচিত হয়ে থাকবে আল্লাহ ছাড়া (অন্য কারো দ্বারা) নয় তা (পূর্বে অবতীর্ণ)  
তাদের সামনে বর্তমান কিতাবের সত্যায়ন

وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

সেই কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা,<sup>৪৫</sup> এতে কোনোই সন্দেহ নেই, এটা সারা জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

﴿٥٠﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمُوا

৩৮. তারা কি বলে—‘সে এটা রচনা করেছে?’ আপনি বলুন—‘তবে তোমরা এর মতো একটি সূরা (রচনা করে) নিয়ে এসো এবং ডেকে নাও যাকে পারো

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٥﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا

আল্লাহ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদীদের शामिल হয়ে থাক।<sup>১৬</sup> ৩৯. বরং তারা অস্বীকার করে তা, আয়ত্ত্ব করতে পারেনি তারা

۱-ان-আল্লাহ ; ۲-حَاقِبًا (অন্য কারো দ্বারা) ۳-مِنْ دُونِ-তা রচিত হয়ে থাকবে ; ۴-أَنْ يُفْتَرَى-বরং ; ۵-وَلَكِنْ-তা সত্যায়ন ; ۶-الَّذِي-সেই কিতাবের ; ۷-الْكِتَابِ-বিস্তারিত ব্যাখ্যা ; ۸-تَفْصِيلٍ-ও ; ۹-وَ-কোনো সন্দেহ নেই ; ۱০-لَا رَيْبَ-প্রতিপালকের ; ۱১-رَبِّ-পক্ষ থেকে ; ۱২-مِنْ-এতে ; ۱৩-فِيهِ-তাঁরা কি বলে ; ۱৪-إِمَّا يَقُولُونَ-আমরা জগতের । ১৫-الْعَالَمِينَ-অফ্রী (+)-افتره ; ১৬-تَبِعُوا-তবে তোমরা নিয়ে ; ১৭-فَاتَّبَعُوا-আপনি বলুন ; ১৮-قُلْ-সে এটা রচনা করেছে ; ১৯-ه-এসো ; ২০-ادْعُوا-এবং ; ২১-وَ-এর মতো ; ২২-مِثْلُ (হ+)-مِثْلُ ; ২৩-ب-একটি সূরা ; ২৪-سُورَةٍ-সেই সূরা ; ২৫-و-ডেকে নাও ; ২৬-ان-আল্লাহ ; ২৭-حَاقِبًا ; ২৮-مِنْ دُونِ-তাঁরা অস্বীকার করে ; ২৯-كَذِبًا-বরং ; ৩০-بَل-তাঁরা অস্বীকার করে ; ৩১-لَمْ يُحِطُوا-তারা অস্বীকার করে ; ৩২-بِمَا-তারা অস্বীকার করে ;

ভিত্তিতেই অনুসরণ করেছে। ধারণা-অনুমান দ্বারা সত্য ও সঠিক পথ লাভ করা কখনও সম্ভব নয়।

৪৫. অর্থাৎ এ কিতাব তথা আল-কুরআন নতুন কোনো ধর্মমত নিয়ে আসেনি, বরং ইতিপূর্বে নবী-রাসুলগণের নিকট যেসব কিতাব নাথিল হয়েছিল সেসব কিতাবের

يَعْلَمُهُ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

যার জ্ঞান এবং যার ব্যাখ্যা এখনো তাদের নিকট পৌঁছেনি; <sup>৪৭</sup> এভাবেই যারা তাদের পূর্বে ছিল তারাও অস্বীকার করেছিল

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّن يَؤْمِنُ

অতএব লক্ষ্য করুন, যালিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল। ৪০. আর তাদের মধ্যে (এমন লোকও) রয়েছে যে ঈমান রাখে

তাদের (যাত+হম)-يَأْتِهِمْ; এখনও-لَمَّا; এবং-وَ; যার জ্ঞান-(ব+এলম+হ)-يَعْلَمُهُ; অস্বীকার-كَذَّبَ; এভাবেই-كَذَلِكَ; যার ব্যাখ্যা-(তাবিল+হ)-تَأْوِيلُهُ; নিকট পৌঁছেনি; فَانْظُرْ; তাদের পূর্বে ছিল-(মন+ক্বল+হম)-مِّن قَبْلِهِمْ; তারাও যারা-الَّذِينَ; অতএব লক্ষ্য করুন-(ফ+অনظر)-فَانْظُرْ; পরিণাম-عَاقِبَةُ; হয়েছিল-كَانَ; কিরূপ-كَيْفَ; যালিমদের-الظَّالِمِينَ; তাদের মধ্যে (এমন লোকও)-مِنْهُمْ; আর-وَ(৪০); ঈমান রাখে-يُؤْمِنُ; যে-مَّن; রয়েছে;

মৌলিক শিক্ষা ও আদর্শ নিয়েই আল-কুরআন ন্যায়ল হয়েছে এবং আল-কুরআন সেসব কিতাবের সত্যতাকে সমর্থন করে।

আর এ কিতাব শুধু যে, সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা সমর্থন করে তাই নয়, বরং এ কিতাব ইতিপূর্বকার সমস্ত কিতাবের সারমর্ম ও সেসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

৪৬. এখানে মহান আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবাসীকে চ্যালেঞ্জ করছেন যে, তোমরা সকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কুরআন মাজীদে সূরার মত একটি সূরা রচনা করে প্রমাণ করে দেখাও যে, এটা মানুষের তৈরি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরআনের উচ্চাংগের ভাষা, আংগিক বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক উচ্চ মানের জন্য এ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়নি এবং যে কারণে মানব-মগয এ ধরনের কিতাব রচনা করতে অক্ষম তা হলো এ কিতাবে আলোচিত বিষয়াদি এবং এতে পেশকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান। অবশ্য যেসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কুরআন মাজীদ আল্লাহর কিতাব হওয়াটা সন্দেহের উর্ধ্বে তন্মধ্য তার ভাষার লালিত্য ও সাহিত্যিক মানও অন্যতম।

৪৭. কোনো কথাকে মিথ্যা করার দুটো ভিত্তি হতে পারে—(১) এমন কোনো নিশ্চিত সূত্র যার মাধ্যমে কথটি মিথ্যা হওয়ার সার্বিক সংবাদ পাওয়া গেছে। (২) কথটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। কুরআন মাজীদকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করার জন্য এ দু'টো ভিত্তির কোনোটিই বর্তমান নেই। এ কিতাবে বর্ণিত বিষয়াদী কেউ মনগড়াভাবে রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে—একথা বলার কোনো সুযোগ নেই, কারণ এ ধরনের জ্ঞান যেমন কারো নেই, তেমনি কেউ অদৃশ্য জগতে গিয়ে দেখে আসতেও

بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

এর (কুরআনের) প্রতি এবং তাদের মধ্যে (এমন লোকও) আছে যে, এর প্রতি ঈমান রাখে না ; আর আপনার প্রতিপালক ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন ।<sup>৭৮</sup>

ب-এর (কুরআনের) প্রতি ; ও-এবং ; (من+هم)-তাদের মধ্যে (এমন লোকও) আছে ; (رب+ك)-আর ; رَبُّكَ-আর প্রতি ; بِ-এর প্রতি ; مَنْ-যে ; لَا يُؤْمِنُ-ঈমান রাখে না ; وَ-এর প্রতি ; وَ-আর ; (ب+ال+مفسدين)-আপনার প্রতিপালক ; أَعْلَمُ-সবচেয়ে ভাল জানেন ; بِالْمُفْسِدِينَ-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে ।

সক্ষম নয় যে, এ কিতাবে বর্ণিত বিষয়াদি তথা আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নাম ফেরেশতা ইত্যাদি মিথ্যা অথবা হাশর-নশর, শাস্তি-পুরস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে এ কিতাব মিথ্যা সংবাদ দিতেছে, অথবা বাস্তবে অনেক 'আল্লাহ' রয়েছে—এ কিতাব শুধুমাত্র এক আল্লাহর দোহাই দিচ্ছে—এ ধরনের কোনো সুযোগই নেই। এরপরেও এরা যে এ কিতাবকে অস্বীকার করে তা নিছক শোবাহ-সন্দেহের ভিত্তিতেই করে। আর শোবা-সন্দেহের ভিত্তিতে কোনো নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়।

৪৮. অর্থাৎ যারা এ কিতাবকে অস্বীকার করছে, তারা জেনে-বুঝেই তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে—বৈষয়িক স্বার্থে ও নফসের চাহিদা পূরণের লালসায়-ই এ কিতাবের বিরোধীতা করেছে। এমন নয় যে, তারা এ কিতাবকে বুঝতে পারে না বলেই অস্বীকার করছে। আসলে এরা ফাসাদ তথা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, আর আল্লাহই এদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন।

### ৪র্থ ব্লক' (৩১-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের রিয়ক-এর সম্পূর্ণটাই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং যমীন থেকে উৎপাদিত ফল-ফসল ও বিভিন্ন উপাদান-এর মাধ্যমে আল্লাহ-ই ব্যবস্থা করেন।

২. মানুষের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি সর্বোপরি মানুষের জীবন সবই আল্লাহ তাআলার অমূল্য দান। এসব ব্যাপারে ভিন্ন চিন্তার কোনোই সুযোগ নেই। কেউ ভিন্ন চিন্তা করলে তা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

৩. মানুষের যাবতীয় কর্মের পরিকল্পক, সম্পাদনকারী ও প্রতিফলদাতাও আল্লাহ তাআলা। এতেও কারো কোনো হাত নেই। সুতরাং আল্লাহ-ই মানুষের একমাত্র প্রতিপালক।

৪. অতএব এটাই স্বতসিদ্ধ যে, মানুষের সকল প্রকার ইবাদাত-উপাসনা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী মহান আল্লাহ তাআলা। এটাই একমাত্র সত্য-এর ব্যতিক্রম সকল মত ও পথ ভ্রান্ত।

৫. সকল সৃষ্টির প্রথম স্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ তাআলা, সেহেতু মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো এবং তার কাজের শাস্তি বা পুরস্কার দান করতে তিনি নিসন্দেহে সক্ষম।

৬. মানুষকে সত্যের পথে পরিচালনা করাও আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহের দান। আর পথের দিশা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ দেখাতে সক্ষম নয়।

৭. মানুষের দেখানো সকল মত ও পথ ভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত। কারণ এসব মত-পথ ধারণা ও কল্পনা থেকে উদ্ভূত। আর ধারণা-কথনও নিশ্চিতভাবে সত্য পথ দেখাতে পারে না।

৮. কুরআন মজীদ-এর রচয়িতা মহান আল্লাহ তাআলা। ইতিপূর্বে নাযিলকৃত সকল কিতাবের সার ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে।।

৯. যারা কুরআনকে মানব রচিত বলতে চায়, তাদের সামনে কুরআন মজীদে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদের সকল সহায়ক-পৃষ্ঠপোষকদের নিয়ে কুরআন মজীদে সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে তাদের কথার সত্যতার প্রমাণ পেশ করে। কিয়ামত পর্যন্তও এটা সম্ভব হবে না। অতএব কুরআন মজীদ নিসন্দেহে মহান আল্লাহর কালাম।

১০. সারকথা, যা সত্য তা-ই সঠিক পথ। সে পথের পথিকরা-ই হিদায়াত প্রাপ্ত, আখিরাতে তারাই মুক্তি পাবে। আর সত্যের বিপরীত মিথ্যা ও ভ্রান্ত পথ ছাড়া কিছুই নেই। মিথ্যা ও ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা যালিম ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী। সুতরাং দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির জন্য মিথ্যা ও ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের কর্তৃত্বের অবসানকল্পে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার বিকল্প কোনো পথ নেই।



সূরা হিসেবে রুক'-৫  
পারা হিসেবে রুক'-১০  
আয়াত সংখ্যা-১৩

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ

৪১. আর তারা যদি আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে আপনি বলে দিন—আমার জন্য আমার কাজ আর তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ ; তোমরা দায়মুক্ত

مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرِيٍّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ

সেই বিষয়ে যা আমি করছি এবং তোমরা যা করছো সেই বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত ৷ ৪২. আর তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক) আছে যারা কান খাড়া করে রাখে

إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ

আপনার দিকে ; তবে কি আপনি শুনাতে চান বধিরকে যদিও তারা বুঝতে না পারে ৷ ৪৩. আর তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক) রয়েছে

ফ(+)-قُلْ ; -আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; -কَذَّبُوا(ক)- ; -যদি ; -وَإِنْ ; -আর ৷ ৪১) -لَكُمْ ; -আর ; -و- ; -আমার কাজ ; -عَمَلِي ; -আমার জন্য ; -لِي ; -তবে আপনি বলে দিন ; -قُل- ; -তোমাদের জন্য ; -بَرِيئُونَ ; -তোমরা ; -أَنْتُمْ ; -তোমাদের কাজ ; -عَمَلُكُمْ ; -তোমাদের মধ্যে ; -مِنْهُمْ ; -আমি করছি ; -أَعْمَلُ ; -এবং ; -وَ- ; -সেই বিষয়ে যা ; -مِمَّا(ম+)- ; -দায়মুক্ত ; -مِمَّا ; -আমিও ; -أَنَا ; -তোমরা করছো ; -تَعْمَلُونَ ; -সেই বিষয়ে যা ; -مِمَّا ; -দায়মুক্ত ; -بَرِيٍّ ; -আমিও ; -و- ৷ ৪২) -يَسْتَمِعُونَ ; -কান খাড়া করে রাখে ; -مَنْ ; -যারা ; -مِنْ ; -তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক) আছে ; -مِنْهُمْ(ম+)- ; -তোমাদের দিকে ; -إِلَيْكَ ; -তবে কি ; -أَفَأَنْتَ(অ+ফ+অন্ত)- ; -(-) ; -কান্না ; -كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ; -যদিও ; -لَوْ ; -বধিরকে ; -الصُّمَّ(স+ম)- ; -শুনাতে চান ; -تَسْمِعُ ; -আপনি ; -আপনার দিকে ; -إِلَيْكَ ; -তোমাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক রয়েছে) ; -مِنْهُمْ ; -আর ৷ ৪৩) -و-

৪৯. অর্থাৎ তোমরা যদি আমাকে ও আমার দাওয়াতকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করো, তবে তার দায়-দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তাবে ; আর আমি যদি মিথ্যা রচনা করে প্রচার করে থাকি তার দায়-দায়িত্ব আমার উপরই বর্তাবে। তোমাদের অস্বীকার অস্বীকৃতি দ্বারা আমার কোনো ক্ষতি হবে না, তোমরা তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করছো।

৫০. অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন বহু লোক রয়েছে যাদের শোনার ক্ষমতা তো ঠিকই আছে ; কিন্তু তারা আল্লাহর দীনের কথা, আল্লাহর কিতাবের কথা, পরকালের শাস্তি ও

مَنْ يَنْظُرْ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعَمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ۝

যারা তাকিয়ে থাকে আপনার দিকে ; তবে কি আপনি অন্ধকে সঠিক পথ দেখাতে চান যদিও তারা দেখতে না পায় ।<sup>৭১</sup>

۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ

৪৪. অবশ্যই আল্লাহ মানুষের প্রতি এক বিন্দু যুল্মও করেন না,  
বরং মানুষ নিজেই নিজের প্রতি

তবে ( +ف+ )-আন্ত-; أَفَأَنْتَ-আপনার দিকে ; يَنْظُرْ-তাকিয়ে থাকে ; مَنْ-যারা ; وَلَوْ-অন্ধকে ; (ال+عمى)-العمى-সঠিক পথ দেখাতে চান ; تَهْدِي-আপনি ; يَبْصُرُونَ-যদিও ; كَانُوا-তারা দেখতে না পায় । ৪৪. إِنَّ-অবশ্যই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; يَظْلِمُ-অপমান করে ; النَّاسَ-মানুষের প্রতি ; شَيْئًا-এক বিন্দুও ; وَلَكِنَّ-বরং ; أَنفُسُهُمْ-নিজেই নিজের প্রতি ।

পুরস্কারের কথা, শুধুমাত্র বাহ্যিক কান দিয়েই শুনে—অন্তরের কান দিয়ে শুনে না । তাদের শোনা ও জন্তু-জানোয়ারের শোনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । মানুষের শোনা দ্বারা কথার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে পারা বুঝায় । দুনিয়াতে যারা আখিরাতে সম্পর্কে গাফিল অবস্থায় জীবন-যাপন করছে, খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাস ও অর্থ-সম্পদ রোজগারের ধাক্কায় মত্ত রয়েছে ; আর যাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে, বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজ ও নিজেদের নফসের ইচ্ছা-বাসনার বিপরীত কোন ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ-উৎসাহ থাকে না—এ উভয় শ্রেণীর লোকেরা কোনো কথা শুনেও শুনে না । এদের শ্রবণ-শক্তিতে ঠিক-ই আছে ; কিন্তু এদের অন্তর বধির হয়ে গেছে ।

৫১. উপরে উল্লিখিত লোকদের কথাই এখানে পুনরায় বলা হয়েছে । তাদের শ্রবণশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে যেমন বধির বলা হয়েছে, তেমনি তাদের দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে অন্ধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । মানুষের অন্তরের চোখ খোলা না থাকলে বাহ্যিক চোখের দেখায় ও জন্তু-জানোয়ারের দেখায় কোনো পার্থক্য সূচীত হয় না । এমতাবস্থায় তারা দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্ধের শামিল ।

উল্লেখিত দুটো আয়াতেই রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে, যিনি এসব লোকের সার্বিক সংশোধনের জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছেন । এখানে সেসব লোককে বধির ও অন্ধ বলে তিরস্কার করা দ্বারা তাঁকে সংশোধনমূলক কাজ থেকে বিরত রাখা উদ্দেশ্য নয় ; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ গাফিল লোকগুলো যেন তাদের গাফলতের নিন্দা থেকে জেগে উঠে এবং রাসূলের দাওয়াতকে প্রকৃত অর্থে চোখ-কান খোলা রেখে অনুধাবন করার চেষ্টা করে ।

يَظْلِمُونَ ﴿٨٥﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانَ لَرَّيْلِهِمْ آيَاتٌ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ

যুল্ম করে ১৭৮৫. আর (স্বরণীয়) যেদিন তাদেরকে একত্রিত করবেন, (সেদিন তাদের মনে হবে) যেন তারা দিনের এক মুহূর্তকাল ছাড়া দুনিয়াতে অবস্থান করেনি, ১৭৮৬

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ

তারা পরস্পরকে চিনবে ; যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৭৮৭

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ

এবং তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত ছিল না । ১৭৮৬. আর আমি যদি আপনাকে তার কিছু অংশ দেখিয়ে দেই যার ভয় তাদেরকে দেখিয়েছি,

(- يحشر+هم)-যিহশরুহুম ; -يَوْمَ-যেদিন ; -و-১৭৮৫. আর (স্বরণীয়) ; -يَظْلِمُونَ-যুল্ম করে । তাদেরকে তিনি একত্রিত করবেন ; -كَانَ-(তাদের মনে হবে) যেন ; -لَمْ يَلْبَثُوا-তারা অবস্থান করেনি ; -ال-হাড়া ; -سَاعَةً-এক মুহূর্তকাল ; -مِنَ النَّهَارِ-(ম+আল-নহার) দিনের ; -يَتَعَارَفُونَ-তারা চিনবে ; -بَيْنَهُمْ-পরস্পরকে ; -نِسْأَةً-তারা নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; -الَّذِينَ-যারা ; -كَذَّبُوا-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; -بِلِقَاءِ-(ব+লিআ)-সাক্ষাতকে ; -و-এবং ; -وَمَا كَانُوا-তারা ছিল না ; -مُهْتَدِينَ-সঠিক পথপ্রাপ্ত ; -نُرِيَنَّكَ-আমি আপনাকে দেখিয়ে দেই ; -بَعْضَ-কিছু অংশ ; -و-আর ; -وَإِنَّا-যদি ; -نُرِيَنَّكَ-আমি আপনাকে দেখিয়ে দেই ; -الَّذِي-তার, যার ; -نَعِدُهُمْ-(নেআ+হুম)-ভয় তাদেরকে দেখিয়েছি ;

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ মু'মিনদেরকে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, তাদেরকেও সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। শোনার জন্য দিয়েছেন কান, দেখার জন্য দিয়েছেন চোখ আর বুঝার জন্য দিয়েছেন অন্তর। তারপরও এসব লোক লালসা-বাসনার দাসত্ব ও দুনিয়ার প্রেমে ডুবে নিজেদের দিল তথা অন্তরকে এমনভাবে বিকৃত করে ফেলেছে যে, সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ পার্থক্যের ক্ষমতাও এরা হারিয়ে ফেলেছে। এর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী, আল্লাহ তো তাদেরকে সৃষ্টিগত এমন কোনো উপাদান কম দিয়ে তাদের প্রতি কোনো যুল্ম করেননি যে, উপাদান না থাকার কারণে তারা হিদায়াত লাভ করতে পারেননি।

৫৩. অর্থাৎ আখিরাতের জীবনের মুখোমুখি হওয়ার পর অনন্ত-অসীম সেই জীবনের সামনে পেছনে ফেলে আসা দুনিয়ার জীবনকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট হীন মনে হবে। তখন দুনিয়া-পূজারী লোকেরা অনুমান করতে পারবে যে, অতীত জীবনের ক্ষণিকের স্বাদ ও



أَوْ تَوَفِّيْنَاكَ فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ○

অথবা অপনার মেয়াদকাল পূর্ণ করে দেই, তবে তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমার নিকটই, অতপর তারা যা করছে তার সাক্ষীও আল্লাহ-ই।

﴿٩١﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

৪৭. আর প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একজন রাসূল রয়েছেন, “আর যখন তাদের রাসূল এসে গেছেন তখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করেই দেয়া হয়েছে ন্যায়পরায়ণতার সাথে

وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ ﴿٥٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٨﴾

এবং (এ পর্যায়ে) তাদের প্রতি যুল্ম করা হয় না।<sup>১৬</sup> ৪৮. আর তারা বলে—তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে (বলো) এ ওয়াদা কখন (পূর্ণ হবে) ?

(+) فَالَيْنَا - আপনার মেয়াদকাল পূর্ণ করে দেই ; (تَوَفَّيْنَاكَ) - অথবা ; أَوْ  
 - ثُمَّ ; তাদের প্রত্যাবর্তন তো (مَرْجِعُهُمْ) - তবে আমার নিকটই (الَيْنَا)  
 তারা করছে (يَفْعَلُونَ) - যা-মা ; তার (عَلَى) - সাক্ষী (شَهِيدٌ) - ই-আল্লাহ (اللَّهُ) ;  
 আর (وَأَرْسَلْنَا) - একজন রাসূল (رَسُولٌ) - জাতির (أُمَّةٌ) - প্রত্যেকের জন্য (لِكُلِّ) -  
 তাদের রাসূল (رَسُولَهُمْ) - (هم) - (ف) - (إِذَا) - (فَإِذَا) -  
 তাদের মধ্যে (بَيْنَهُمْ) - (بَيْنَهُمْ) - তখন ফায়সালা করেই দেয়া হয়েছে ;  
 (يُظْلَمُونَ) - তাদের প্রতি (هُمْ) - এবং (وَبِالْقِسْطِ) -  
 (هَذَا) - (وَأَرْسَلْنَا) - (يَقُولُونَ) - (وَأَرْسَلْنَا) -  
 (وَعَدُ) - (وَعْدُ) - (وَعْدُ) - (وَعْدُ) -

স্বার্থের খাতিরে এ অনন্ত ভবিষ্যতকে বিনষ্ট করে কি বোকামীই না করেছে ; কিন্তু তখন তো আর শোধরানোর কোনো উপায় থাকবে না ।

৫৪. অর্থাৎ আল্লাহর সামনে হাযির হয়ে নিজের দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের হিসেবে দেয়ার কথাকে মিথ্যা বলে জেনেছে। তারা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৫৫. ‘উম্মাত’ বলে এখানে জাতি বুঝানো হয়নি ; বরং একজন রাসূল আসার পর তাঁর দাওয়াত যেসব লোকের নিকট পৌঁছায় তারা সকলেই তার উম্মাতে পরিগণিত হয়। এতে এমন কোনো শর্ত নেই যে, রাসূল যত দিন তাদের মাঝে জীবিত থাকবেন ততদিনই এরা তাঁর উম্মাত থাকবে। রাসূলের ইস্তিকালের পরও তাঁর আনীত শিক্ষা-আদর্শ যতদিন বর্তমান থাকবে বা তা নির্ভুলভাবে জানার সুযোগ থাকবে ততদিন-ই তারা তাঁর ‘উম্মাত’ বলে পরিগণিত হবে। এ দিক থেকে মহাম্মাদ (স)-এর আগমনের

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾

৪৯. আপনি বলুন—‘আল্লাহ যা চান তা ছাড়া আমি তো আমার নিজের জন্যও কোনো ক্ষতি ও লাভ করার অধিকারী নই;’ প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট মেয়াদ ;

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ

যখন তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদকাল এসে পড়ে তখন তারা তা এক মুহূর্ত পেছনেও নিতে পারবে না এবং আগেও নিয়ে আসতে পারবে না। ৫০. আপনি বলে দিন—

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ

তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের উপর রাতে বা দিনে তার আযাব এসে পড়ে, তার চেয়েও কি তাড়াতাড়ি করতে চায়

﴿٥٠﴾-আপনি বলুন ; لَآ أَمْلِكُ-আমি অধিকারী নই ; لِنَفْسِي-(+نفس+ی)-আমার নিজের জন্যও ; ضَرًّا-কোনো ক্ষতি করার ; وَ-ও ; نَفْعًا-না কোনো লাভ করার ; إِلَّا-ছাড়া ; أُمَّةٍ-প্রত্যেকের জন্য ; لِكُلِّ-আল্লাহ ; شَاءَ-যা ; مَا-হাড়া ; أَجَلٌ-উম্মতের ; يَسْتَأْخِرُونَ-তখন তারা পেছনেও নিতে পারবে না ; سَاعَةً-এক মুহূর্ত ; وَ-এবং ; لَا يَسْتَقْدِمُونَ-আগেও নিয়ে আসতে পারবে না। ৫০-আপনি বলে দিন ; أَرَأَيْتُمْ-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; بَيِّنَاتٍ-তাদের নির্দিষ্টকাল ; نَهَارًا-রাতে ; مَاذَا-কি ; يَسْتَعْجِلُ-তাড়াতাড়ি করতে চায় ; مِنْهُ-তার চেয়েও ;

পর দুনিয়ার সকল মানুষই তার উম্মতের মধ্যে শামিল। আর তাই কুরআন মজীদ যতদিন সার্বিকভাবে দুনিয়াতে প্রচারিত হতে থাকবে ততদিন দুনিয়ার সকল মানুষ তাঁর উম্মত-ই থাকবে।

৫৬. কোনো মানবগোষ্ঠীর নিকট তাদের হিদায়াতের জন্য রাসূল পাঠানোর অর্থ হলো তাদেরকে যা বলা প্রয়োজন তা বলে দেয়া। এরপর বাকী থাকে তারা রাসূলের নির্দেশ কতটুকু পালন করেছে বা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণ করা। আর তখন যে ফায়সালা গ্রহণ করা হয় তা পূর্ণ ইনসাফ সহকারেই করা হয়। তারা যদি রাসূলের হিদায়াত গ্রহণ করে ও নিজের জীবনকে সে অনুসারে গড়ে নেয় তাহলে তারা আল্লাহর রহমত লাভের যোগ্য হয়, আর যদি তাঁর

الْمُجْرِمُونَ ⑤ أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ امْتَرِبِهِ ۚ أَلَيْسَ  
 ১৮১

অপরাধীরা ? ৫১. তবে কি যখন তা ঘটেই যাবে, তোমরা তাতে ঈমান আনবে ?  
 এখন (ঈমান আনলে) ? অথচ

قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ⑥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا  
 ১৮২

তোমরা তো এজন্যই তাড়াহুড়ো করছিলে । ৫২. অতপর যারা যুলুম করেছে  
 তাদেরকে বলা হবে—স্বাদ গ্রহণ করো

عَذَابِ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ⑦  
 ১৮৩

অনন্ত আযাবের ; তোমরা যা কামাই করেছিলে তাছাড়া তোমাদেরকে কি অন্য  
 প্রতিদান দেয়া হচ্ছে ?

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ⑧  
 ১৮৪

৫৩. আর তারা আপনার কাছে জানতে চায়—তা কি সত্য ? আপনি বলে দিন—  
 হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম, অবশ্যই তা সত্য ;

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ⑨

এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে সক্ষম নও ।

الْمُجْرِمُونَ-অপরাধীরা । ⑤-তবে কি ; إِذَا-যখন ; وَقَعَ-ঘটেই যাবে ; امْتَرِبِهِ-তোমরা ঈমান আনবে ; أَلَيْسَ-এখন (ঈমান আনলে) ? অথচ ; قَدْ-তোমরা তো এজন্যই তাড়াহুড়ো করছিলে । ⑥-অতপর ; ثُمَّ-তোমরা তো এজন্যই তাড়াহুড়ো করছিলে ; قِيلَ-বলা হবে ; لِلَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; ظَلَمُوا-যুলুম করেছে ; ذُوقُوا-স্বাদ গ্রহণ করো ; الْخُلْدِ-অনন্ত, চিরস্থায়ী ; عَذَابِ-আযাবের ; تُجزُونَ-তোমরা কামাই করেছিলে ; إِلَّا-তা ছাড়া ; بِمَا-যা ; كُنْتُمْ-তোমরা কামাই করেছিলে । ⑦-আর ; وَيَسْتَنْبِئُونَكَ-তারা আপনার কাছে জানতে চায় ; أَحَقُّ-সত্য কি ; هُوَ-তা ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; إِي-হ্যাঁ ; وَ-কসম ; رَبِّي-আমার প্রতিপালকের ; إِنَّهُ-অবশ্যই তা ; لَحَقٌّ-সত্য ; وَمَا-এবং ; أَنْتُمْ-তোমরা ; مُعْجِزِينَ-ব্যর্থ করতে সক্ষম ।

হিদায়াত গ্রহণ না করে, তাহলে আযাবের যোগ্য হয়ে যায়। এ আযাব দুনিয়া-  
 আখিরাতে উভয় স্থানে বা শুধুমাত্র আখিরাতেই হতে পারে ।

৫৭. অর্থাৎ হিদায়াতের বিধান যেহেতু আল্লাহ-ই দিয়েছেন, সেহেতু এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা দেয়ার মালিকও তিনি। আর এ হিদায়াত অমান্য করার ফলে শাস্তি দেয়ার ধমকও তিনিই দিয়েছেন, সুতরাং তা কখন কার্যকর হবে তাও তিনিই অবগত।

৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত মানা বা না মানার পুরস্কার বা শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয় ; বরং তিনি কোনো ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে এবং জনসমষ্টিকে সমষ্টিগতভাবে ভালভাবে বুঝার বা চিন্তা-ভাবনা করার জন্য যথাযথ অবকাশ দিয়ে থাকেন। যেন তারা অবকাশকালীন সময়ে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদেরকে শুধরে নিতে পারে। অবকাশের এ সময় অনেক দীর্ঘ হতে পারে আবার কমও হতে পারে। কার অবকাশের মেয়াদকাল কত হবে তাও তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং এ নির্ধারিত মেয়াদ কম-বেশি করার ক্ষমতা ইখতিয়ার কারো নেই।

### ৫ রুকু' (৪১-৫৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী লোকদের সাথে অনর্থক বিতর্কে সময়ের অপচয় করা আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের জন্য সমিচীন নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কৌশলে পাশ কাটিয়ে চলা উচিত।

২. আল্লাহর দীনের দাওয়াত শোনা এবং আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখার পরও যারা গাফিল হয়ে থাকে তাদের পেছনেও সময় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

৩. মানুষের প্রতি রাসূল পাঠানোর এবং তাঁর মাধ্যমে হিদায়াত দান করার পর মানুষের পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী সে নিজে। তাই তার মন্দ পরিণতির জন্যও সে নিজেই নিজের প্রতি যুল্মকারী।

৪. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য আখিরাতের অনন্ত জীবন সম্পর্কে বে-খেয়াল হয়ে থাকা চরম বোকামী। মৃত্যুর সাথে সাথেই এ কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। সুতরাং সময় থাকতে এখন-ই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

৫. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথাকে স্বরণ করে এখন থেকেই প্রতুতি গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। তাই আর এক মুহূর্তকাল দেরী না করে এখন থেকেই দীনের পথে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

৬. আল্লাহর সাক্ষাত থেকে আল্লাহ বিমুখ মানুষ সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ; অতএব এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাক্ষাতের কথাকে সদা-সর্বদা স্বরণ রাখতে হবে।

৭. মৃত্যু আসার পূর্বেই নিজেকে শোধরানোর সুযোগ থাকবে, মৃত্যু সামনে আসার পর তাওবা করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। আর মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় যেহেতু জানার কোনো সুযোগ নেই, তাই এখনই তাওবা করে ফিরে আসার উপযুক্ত সময়।

৮. মুহাম্মাদ (স) যেহেতু শেষ নবী এবং তাঁর আনীত গ্রন্থ যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ নিজেই সংরক্ষণ করবেন, সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে, তারা সকলেই তাঁর উম্মতের আওতাভুক্ত হবে।

৯. যারা শেষ নবীর আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করবে না এবং যারা শিরক-কুফরীতে লিপ্ত হবে, তারা পঞ্চদ্রষ্ট উম্মত বলে পরিগণিত হবে।

১০. দুনিয়াতে আল্লাহর আযাব আসার ব্যাপারে বে-পরওয়া হয়ে জীবন যাপন করা কুফরী। আল্লাহর আযাবের মুকাবিলা করার শক্তি-ক্ষমতা কোনো সৃষ্টির নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-৬  
পারা হিসেবে রুকু'-১১  
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ﴾

৫৪. আর যদি দুনিয়াতে যা আছে তা সবই যুল্ম করেছে—এমন প্রত্যেক ব্যক্তির থাকতো, তবে সে অবশ্যই তা তার মুক্তির বিনিময়ে দিয়ে দিত ;

﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَهَا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

আর তারা যখন আযাব দেখবে তখন (নিজেদের) অনুশোচনা লুকাতে চাইবে ;  
আর ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই তাদের মধ্যে মীমাংসা করা হবে

﴿وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ﴾ ۞ ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ ۞ ﴿الَّا

এবং তাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না । ৫৫. জেনে রেখো, আসমান ও যমীনে  
যা আছে (তা সবই) আল্লাহর ; জেনে রেখো !

﴿-আর ; لو-যদি ; ان-অবশ্যই ; لِكُلِّ نَفْسٍ-প্রত্যেক ব্যক্তির  
থাকতো ; ظَلَمَتْ-যুল্ম করেছে ; مَا-যা আছে ; فِي الْأَرْضِ-ফী+আল+আর-  
দুনিয়াতে ; لَافْتَدَتْ-সে অবশ্যই মুক্তির বিনিময়ে দিয়ে দিত ; بِهِ-তা ;  
رَأَوْا-তারা লুকাতে চাইবে ; النَّدَامَةَ-অনুশোচনা ; الْعَذَابَ-আযাব ;  
تَارَا-তারা দেখবে ; قُضِيَ-মীমাংসা করা হবে ; بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে ;  
بِالْقِسْطِ-ন্যায় বিচারের মাধ্যমেই ; يَظْلُمُونَ-যুল্ম করা হবে না । ৫৫. জেনে রেখো ;  
إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي السَّمُوتِ-ফী+আল+সমুত-আসমানে ;  
وَالْأَرْضِ-আল+আর-যমীনে ; ۞-জেনে রেখো ;

৫৯. আখিরাতকে অবিশ্বাসকারীরা যখন মৃত্যুর পরে আযাবের সম্মুখীন হবে তখন তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাবে ; হতাশা, লজ্জা ও অনুতাপে তাদের কথা বলার শক্তি রহিত হয়ে যাবে। কারণ তারা তো দুনিয়াতে নবী-রাসূল ও তাদের দাওয়াতকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করেছিল, আখিরাতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল, অথচ তা সবই এখন বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছে—তারা ক্ষণস্থায়ী জীবন খরিদ করে নিয়েছে চিরন্তন জীবনের বিনিময়ে। এখন তাদের অনুতাপ-অনুশোচনা ছাড়া করণীয় কি-ইবা আছে।

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না ।

৫৬. তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ

আর তাঁর নিকট তোমরা ফিরে যাবে । ৫৭. হে মানুষ !

নিসন্দেহে তোমাদের নিকট উপদেশবাণী এসেছে

مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٠﴾

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এবং (এসেছে) অন্তরে যা আছে তার

নিরাময় ; আর তা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত ।

﴿٦١﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

৫৮. আপনি বলে দিন—(তা এসেছে) আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রহমতে ; অতএব

এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ; এটা (কুরআন) তার চেয়ে উত্তম যা

يَجْمَعُونَ ﴿٦٢﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ

তারা জমা করছে । ৫৯. আপনি বলুন—তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো সে সম্পর্কে

যে রিয়ক আল্লাহ তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন

إِنْ - أَكْثَرَهُمْ -কিন্তু ; وَلَكِنْ -সত্য ; وَعَدَ -ওয়াদা ; اللَّهُ -আল্লাহর ; أَنْ -অবশ্যই ;

وَيُحْيِي -জীবন দেন ; وَيُمِيتُ -তিনি ; هُوَ ﴿٥٨﴾ -তা জানে না ; لَا يَعْلَمُونَ -তাদের অধিকাংশই ;

وَيُرْجَعُونَ -তোমরা ফিরে ; وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ -হে ; قَدْ جَاءَكُمْ -আর ; مَوْعِظَةٌ -মৃত্যু দেন ;

وَمِنْ رَّبِّكُمْ -তোমাদের প্রতিপালকের ; وَشِفَاءٌ -নিরাময় ; وَمَا فِي الصُّدُورِ -অন্তরে ;

وَهُدًى -হিদায়াত ; وَرَحْمَةٌ -রহমত ; وَلِلْمُؤْمِنِينَ -মু'মিনদের জন্য ; ﴿٦٠﴾ -আপনি বলে দিন ;

قُلْ -আপনি বলুন ; أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ -তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো ;

لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ -তোমাদের জন্য ; وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ -হে ; قَدْ جَاءَكُمْ -আর ;

مَوْعِظَةٌ -মৃত্যু দেন ; وَيُرْجَعُونَ -তোমরা ফিরে ; وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ -হে ;

قَدْ جَاءَكُمْ -আর ; مَوْعِظَةٌ -মৃত্যু দেন ; وَيُرْجَعُونَ -তোমরা ফিরে ;

وَمِنْ رَّبِّكُمْ -তোমাদের প্রতিপালকের ; وَشِفَاءٌ -নিরাময় ; وَمَا فِي الصُّدُورِ -অন্তরে ;

فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۖ قُلْ اللَّهُ اِذْنَ لَكُمْ اَعْلَىٰ اللّٰهِ

অতপর তোমরা তার কিছু হারাম করেছে ও কিছু হালাল করেছে; ৬০. আপনি বলুন—আল্লাহ কি (এটা করতে) তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না-কি আল্লাহর প্রতি

تَفْتَرُونَ ۚ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ

তোমরা মিথ্যা আরোপ করছে। ৬০. আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে, কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের ধারণা কেমন !

و- ; হারাম-حَرَامًا ; তার কিছু-مِنْهُ ; অতপর তোমরা করেছে- (فَجَعَلْتُمْ) ; (এটা করতে)- اِذْنَ ; আল্লাহ কি- اللّٰهِ ; আপনি বলুন- قُلْ ; কিছু হালাল- حَلَالًا ; ও ; আল্লাহর- اللّٰهِ ; প্রতি- عَلَىٰ ; না কি- اَمْ ; তোমাদেরকে- لَكُمْ ; অনুমতি দিয়েছেন- تَفْتَرُونَ ; তোমরা মিথ্যা আরোপ করেছে- تَفْتَرُونَ ۚ ; ধারণা- ظَنُّ ; কেমন- مَا ; আর- وَ ۚ ; তাদের যারা- الَّذِينَ- الْكَذِبَ ; আল্লাহর- اللّٰهِ ; প্রতি- عَلَىٰ ; আরোপ করছে- يَفْتَرُونَ ; মিথ্যা- (ال+كذب) ; কিয়ামতের দিন সম্পর্কে- (يوم+ال+قيامة)- يَوْمَ الْقِيَمَةِ ;

৬০. আরবি ভাষায় ‘রিয়ক’ শব্দ দ্বারা শুধুমাত্র খাওয়া-পরার দ্রব্যসামগ্রী বুঝানো হয় না ; বরং এর সাধারণ অর্থ দান ও নির্ধারিত অংশ। আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে যা কিছুই দান করেছেন তা-ই রিয়ক। এমনকি সন্তানও আল্লাহর রিয়ক। আমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করে থাকি—

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের সামনে সত্যকে সত্য হিসেবে পরিস্ফুট করে দাও এবং আমাদেরকে তার অনুসরণের তাওফীক দাও।

এখানে সত্যকে অনুসরণের তাওফীক-কে রিয়ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর দেয়া রিয়ককে হালাল বা হারাম করার অধিকার মানুষের না থাকার অর্থ-মানব জীবনের সকল দিকের ব্যাপারে হালাল-হারাম করার বিধি-বিধান তৈরির অধিকার মানুষের না থাকার কথা এখানে বলা হয়েছে। সুতরাং মানুষের জীবন-বিধান তৈরির অধিকার মানুষের নেই ; বরং মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলারই এ অধিকার রয়েছে। কারণ মানুষ আল্লাহর ‘আবদ’ তথা দাস। আর মনিবের প্রদত্ত দানের ব্যয়-ব্যবহারের বিধান তৈরির অধিকার কোনো দাসের থাকতে পারে না।

৬১. অর্থাৎ তোমরা যে হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধের যেসব বিধি-বিধান তৈরি করে নিয়েছ, এ অধিকার তোমরা কোথায় পেলে ? আল্লাহ কি তোমাদেরকে এ অধিকার দিয়েছেন ? তোমাদের কোনো দাস যদি তোমাদের মালিকানাধীন সম্পদের ব্যাপারে এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে, তার ব্যাপারে তোমরা কি সিদ্ধান্ত নেবে ?



إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু তাদের  
অধিকাংশই শোকর করে না। ১০০

ان-নিশ্চয়ই ; الله-আল্লাহ ; لَذُو فَضْلٍ-অনুগ্রহশীল ; عَلَى-প্রতি ; النَّاسِ-মানুষের ;  
لَا يَشْكُرُونَ-শোকর করে না ; أَكْثَرَهُمْ-(অকثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু

এখানে তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে স্বীকার করেও নিজেদের জীবন-বিধান তৈরির অধিকার নিজেদের আছে বলে মনে করে। আর যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না তাদের কথা এখানে বলা হয়নি।

৬২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর দেয়া রিয়্যককে যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে ব্যয়-ব্যবহারের অধিকার তথা কাজ-কর্মের সীমা নির্ধারণ ও আইন-কানুন এবং বিধি-বিধান তৈরি করার অধিকার তোমাদেরকে যদি দিয়ে থাকেন তবে তার প্রমাণ তোমরা পেশ করো। অন্যথায় এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, তোমরা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো এবং বিদ্রোহ করছো। আর এ ধরনের বিদ্রোহ জঘন্য অপরাধ।

৬৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদেরকে তাঁর দেয়া রিয়্যক কিভাবে ব্যয়-ব্যবহার করবে, কিভাবে জীবন যাপন করবে তার বিধি বিধান দিয়ে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। এমন যদি না করতেন অর্থাৎ জীবন যাপনের বিধি-বিধান না দিতেন— শুধুমাত্র জীবন যাপনের সামগ্রী দিয়েই ছেড়ে দিতেন, তাহলে মানুষের জন্য তাঁর সন্তোষ-অসন্তোষ জানা অসম্ভব ছিল। মানুষের পক্ষে এটা জানা সম্ভব ছিল না যে, আল্লাহর দেয়া দানের কিরূপ ব্যয়-ব্যবহার করলে তা আল্লাহর মর্জিমত হবে এবং আল্লাহর নিকট তার জন্য পুরস্কার পাওয়া যবে। আর কিরূপ ব্যয়-ব্যবহার আল্লাহর মর্জির খেলাপ হবে এবং তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং আল্লাহ যে অনুগ্রহ করে তাঁর রিয়্যক ব্যয়-ব্যবহারের বিধান দিয়ে দিয়েছেন তার জন্য মানুষকে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে।

### ৬ রুক' (৫৪-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আখিরাতে যখন মানুষের সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দেবে তখন দুনিয়ার সব কিছুর বিনিময়ে হলেও মানুষ তার মুক্তি কামনা করবে ; কিন্তু তখন দুনিয়ার কোনো মূল্যই থাকবে না। তাই আখিরাতে মুক্তির জন্য দুনিয়াতেই কাজ করতে হবে।

২. দুনিয়াতেই যদি আখিরাতে মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করা না হয়, তখন অনুশোচনা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না ; কিন্তু তখনকার অনুশোচনা কোনো কাজেই আসবে না।

৩. আখিরাতে শান্তি বা পুরস্কার যা-ই দেয়া হোক তা দেয়া হবে ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই।

৪. দুনিয়া ও তার মধ্যস্থ সকল কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং আখিরাতের শান্তি বা পুরস্কার সম্পর্কে আল্লাহ যে ওয়াদা করেছেন তা নিসন্দেহে সত্য।

৫. জীবন-মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। সকল মানুষকে আল্লাহর সামনেই হাজির হতে হবে। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা যাবে না এবং তাঁর সামনে হাজির হওয়ার কথা সদা-সর্বদা মনে রাখতে হবে।

৬. কুরআন মজীদ মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সর্বোত্তম উপদেশ। এর প্রতিটি ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ও ভীতিপ্রদর্শন যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাই এতে কোনো প্রকার দুর্বলতা ও সন্দেহ-সংশয়ের কোনোই অবকাশ নেই। এটা কুরআনের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

৭. কুরআন মজীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো—এটা, আত্মিক রোগের নিরাময়-বিধান। মানুষের দৈহিক রোগের চেয়ে আত্মিক রোগ মারাত্মক, তাই আত্মিক রোগের চিকিৎসাই সর্বাত্মে প্রয়োজন। তাই আমাদের আত্মিক রোগ থেকে মুক্তির জন্য কুরআন মজীদ বুঝে পাঠ করতে হবে এবং সে অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে।

৮. আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদের জন্য দুনিয়াতে সর্বোত্তম সম্পদ কুরআন মজীদ নাযিল করেছেন, সেজন্য তাঁর প্রতি শুকরিয়া তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য।

৯. আল্লাহ মানুষকে যা দিয়েছেন তা পরিচালনার বিধি-বিধান তৈরি করার ক্ষমতা ও অধিকার মানুষের নেই। এ অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কেউ তা তৈরি করার দুঃসাহস দেখালে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল।

১০. আখিরাত সম্পর্কে সন্দিহান লোকেরাই আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস দেখাতে পারে।

১১. আল্লাহ যদি কোনো বিধি-বিধান ছাড়াই মানুষকে দুনিয়াতে এমনি ছেড়ে দিতেন তবে আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানা মানুষের জন্য সম্ভব হতো না। সুতরাং অনুগ্রহ করে দুনিয়াতে জীবন-যাপনের বিধি-বিধান দেয়ার জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।



সূরা হিসেবে রুক'-৭  
পারা হিসেবে রুক'-১২  
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأٍنٍ وَمَا تَنْتَلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ﴾

৬১. আর (হে নবী!) আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন এবং সেই সম্পর্কে কুরআনের যা কিছুই পাঠ করে শুনান—আর তোমরাও কর না

﴿مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ

কোনো কাজ যার সাক্ষী আমি তোমাদের উপর না থাকি—  
যখন তোমরা তাতে লিপ্ত হও ; আর অগোচরে থাকে না

عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ

যমীনের এক অণু পরিমাণ ও আপনার প্রতিপালকের দৃষ্টির এবং না (অগোচরে থাকে) আসমানের (বিন্দু পরিমাণ) আর না ছোট কিছু

مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ إِلَّا أَنْ

তার চেয়ে ও না বড় কিছু, যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) নেই।<sup>৫৯</sup>  
৬২. জেনে রেখো! নিশ্চয়ই

﴿৫৯-আর ; মা-যে ; تَكُونُ-আপনি থাকুন না কেন ; فِي شَأْنٍ-অবস্থায়ই ; مِنْ قُرْآنٍ-এবং ; মা-যা কিছু ; تَنْتَلُوا-আপনি পাঠ করে শুনান ; مِنْهُ-সেই সম্পর্কে ; قُرْآنٍ-কুরআনের ; وَلَا-আর ; لَا تَعْمَلُونَ-তোমরাও কর না ; مِنْ عَمَلٍ-কোনো কাজ ; إِلَّا-আমি না থাকি ; كُنَّا عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; شُهُودًا-যার সাক্ষী ; إِذْ-যখন ; تُفِيضُونَ-তোমরা লিপ্ত হও ; فِيهِ-তাতে ; وَمَا يَعْزُبُ-অগোচরে থাকে না ; عَنْ رَبِّكَ-আর ; مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ-এক অণু ; فِي الْأَرْضِ-যমীনের ; وَلَا-এবং ; فِي السَّمَاءِ-না-আর ; أَصْغَرَ-ছোট কিছু ; مِنْ ذَٰلِكَ-তার চেয়ে ; وَلَا أَكْبَرَ-না-আর ; إِلَّا-যা নেই ; فِي كِتَابٍ مُبِينٍ-সুস্পষ্ট কিতাবে ; إِلَّا أَنْ-জেনে রেখো! ;

৬৪. এখানে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দান করছেন এবং সাথে সাথে বিরুদ্ধবাদীদের সতর্কও করছেন। রাসূলকে এ বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, আপনি সত্য

أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٣﴾ الَّذِينَ آمَنُوا

আল্লাহর বন্ধুরা—তাদের নেই কোনো ভয় এবং তারা কোনো দুঃখও পাবে না।

৬৩. যারা ঈমান এনেছে

وَكَانُوا يُتَّقُونَ ﴿٦٤﴾ لَمْ يَرْشَوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। ৬৪. তাদের জন্য সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে

وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ

এবং আখিরাতে ; আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই ; এটাই

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٥﴾ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُ مَرْمَانَ الْعِزَّةِ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ

মহান সাফল্য। ৬৫. আর (হে নবী!) তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়,

(কেমনা) ইয্যত-সম্মান সবই অবশ্যই আল্লাহর ইখতিয়ার ভুক্ত ;

و- ; তাদের- عَلَيْهِمْ ; কোনো ভয়- خَوْفٌ ; নেই- لَا ; আল্লাহর- اللَّهِ ; বন্ধুরা- أُولِيَاءَ ;  
 ও- ; ঈমান এনেছে- آمَنُوا ; যারা- الَّذِينَ ﴿٦٣﴾ । না- لَا هُمْ ; দুঃখ পাবে- يَحْزَنُونَ ; তারা- لَا هُمْ ; এবং-  
 (+) -الْبَشَرِ ; তাদের জন্য- لَهُمْ ﴿٦٤﴾ । তাকওয়া অবলম্বন করেছে- كَانُوا يُتَّقُونَ ; এবং-  
 ; দুনিয়ার- (ال+دُنْيَا)-الدُّنْيَا ; জীবনে- (فِي+ال+حَيَاةِ)-فِي الْحَيَاةِ ; সুসংবাদ- (بَشَرِ) ;  
 ; কোনো পরিবর্তন- تَبْدِيلٌ ; নেই- لَا ; আখিরাতে- (فِي+ال+آخِرَةِ)-فِي الْآخِرَةِ ; এবং-  
 - (ال+فَوْزِ)-الْفَوْزُ ; এটাই- ذَٰلِكَ هُوَ ; আল্লাহর- اللَّهِ ; বাণীর- (لِ+كَلِمَاتِ)-لِكَلِمَاتِ ;  
 - (لَا يَحْزَنُ+كَ)-لَا يَحْزَنُكَ ; আর- وَ ﴿٦٥﴾ । মহান- (ال+عَظِيمِ)-الْعَظِيمُ ; সাফল্য-  
 (+) -الْعِزَّةِ ; অবশ্যই- أَنْ ; তাদের কথা- قَوْلُهُمْ ; ইয্যত- (قَوْلُهُمْ)-قَوْلُهُمْ ; সম্মান-  
 (+) -الْعِزَّةِ ; ইয্যত- (عِزَّة) ; সবই- جَمِيعًا ; আল্লাহর- لِلَّهِ ; ইখতিয়ারভুক্ত- (عِزَّة) ;

দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে যেভাবে অসীম ধৈর্য ও সাহসের সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন তা আল্লাহ অবহিত আছেন। আর বিরুদ্ধবাদীরা আপনার সাথে যে আচরণ করছে তা-ও তিনি লক্ষ্য করছেন। আর বিরুদ্ধবাদীদেরকে এ বলে সতর্ক করছেন যে, সত্য দীনের একজন প্রচারক ও মানবকল্যাণে নিবেদিত রাসুলের সংস্কার-সংশোধনের কাজে তোমরা সে বাধার সৃষ্টি করছো, তোমাদের এসব অপকর্ম কেউ দেখছে না এবং এসব কাজের কোনো প্রতিফল নেই—এমন চিন্তা করার কোনো কারণ নেই ; তোমরা জেনে রেখো! তোমাদের সকল কাজ-কর্ম সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এসব কাজের প্রতিফল তোমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٠﴾ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ

তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ । ৬৬. জেনে রেখো! অবশ্যই যারা  
আসমানে রয়েছে ও যারা রয়েছে

فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۖ

যমীনে তারা আল্লাহরই ; আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদেরকে শরীক হিসেবে  
ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে ?

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي

তারাতো খারগা-অনুমান ছাড়া কিছুই অনুসরণ করে না আর না তারা ভিত্তিহীন কথা  
ছাড়া বলে । ৬৭. তিনিই সেই সম্ভা যিনি

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ

তোমাদের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো আর দিনকে (সৃষ্টি করেছেন) দেখার জন্য ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে

لَا يَبْتَ لِقَوْا يَسْمَعُونَ ﴿٥٦﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ

নিদর্শনাবলী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা শোনে।<sup>৬৫</sup> ৬৮. তারা বলে—‘আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন’<sup>৬৬</sup> তিনি মহান পবিত্র,<sup>৬৭</sup> তিনি অভাবমুক্ত ;

هو-তিনিই ; السَّمِيعُ-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ । ۞الْأَن-জেনে রেখো ; اِنَّ-অবশ্যই ;  
فِي-আল্লাহর-ই ; مَنْ-যারা ; فِي السَّمَوَاتِ-আসমানে রয়েছে ; وَ-ও ; مَنْ-যারা ;  
فِي الْأَرْضِ-রয়েছে যমীনে ; وَ-ও ; مَا-কিসের ; يَتَّبِعُ-অনুসরণ করে ; الَّذِينَ-যারা ;  
اِنَّ-অবশ্যই ; شُرَكَاءَ-শরীক হিসেবে ; اللَّهُ-আল্লাহকে ; يَدْعُونَ-ডাকে ; مِنْ دُونِ-ছেড়ে ;  
وَ-ও ; الظَّنَّ-ধারণা-অনুমান ; الْآ-ছাড়া ; يُتَّبِعُونَ-তারাতো অনুসরণ করে না কিছুর ;  
آر-আর ; اِنَّ-না তারা ; الْآ-ছাড়া ; يَخْرُسُونَ-ভিত্তিহীন কথা বলে । ۞هو-তিনিই ;  
الَّذِي-সেই সন্তা যিনি ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; اللَّيْلُ-রাতকে ;  
الْذِي-যেন তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো ; فِيهِ-তাতে ; وَ-আর ; النَّهَارَ-দিনকে ;  
لِقَوْمٍ-দেখার জন্য ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي ذَلِكَ-এতে রয়েছে ; لَا يُتَّبِعُونَ-নিদর্শনাবলী ;  
-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ; يَسْمَعُونَ-যারা শোনে । ۞قَالُوا-তারা বলে ; اِتَّخَذَ-গ্রহণ  
করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَلَكِنْ-সন্তান ; سُبْحَنَهُ-তিনি মহান-পবিত্র ; هُوَ-তিনি ;  
الْغَنِيِّ-অভাবমুক্ত ;

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ عِنْدَ كُرْمٍ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ۚ

যা কিছু আছে আসমানে ও যা কিছু আছে যমীনে তার সবই তাঁর ;<sup>৬৫</sup> তোমাদের নিকট তো এর (তোমাদের দাবীর) পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই

فی-যা কিছু ; مَا-ও ; وَ-আছে আসমানে ; فِي السَّمَوَاتِ-যাকিছু ; مَا-সবই তাঁর ; لَّهُ-  
مِّنْ سُلْطٰنٍ-তোমাদের নিকটতো ; (عند+كم)-عِنْدَكُمْ-নেই ; اِنَّ-আছে যমীনে ; الْأَرْضِ-  
-এর পক্ষে ; (ب+هذا)-بِهٰذَا-কোনো প্রমাণ ;

৬৫. আমাদের চোখের সামনে বর্তমান জগতের অন্তরালে যে মহাসত্য লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কে জানার জন্য আমরা দুটো উপায় অবলম্বন করতে পারি। একটি উপায় হচ্ছে—ধারণা-অনুমানের উপর ভিত্তি করে রচিত দার্শনিকদের বক্তব্য। আর অপরটি হচ্ছে ওহী তথা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত নবী-রাসূলদের বক্তব্য। দার্শনিকরা যেহেতু নবী-রাসূলদের থেকে কোনো কথা না শুনেই নিজেদের আন্দায়-অনুমানের উপর ভিত্তি করেই মহাসত্য সম্পর্কে মতামত পেশ করেছে, তাই তাদের মতামত ভুল হতে বাধ্য। অপর পক্ষে নবী-রাসূলগণ ওহীর ভিত্তিতে প্রাপ্ত অকাট্য জ্ঞানের আলোকে সে সম্পর্কে মতামত পেশ করেছেন, তাই তাঁদের মতামত-ই নিসন্দেহে সত্য। আর তাঁদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য জগতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নিদর্শন। আর তাই দৃষ্টির অন্তরালে মহাসত্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার ভিত্তি হতে হবে নবী-রাসূলদের মুখ থেকে শ্রুত জ্ঞান। যারা নবী-রাসূলদের কথা না শুনে নিজেদের ধারণা-অনুমানের উপর ভিত্তি করে মহাসত্য সম্পর্কে গবেষণা করে কোনো সিদ্ধান্ত পেশ করবে তা অবশ্যই ভ্রান্ত হবে। কারণ মানুষের ধারণা-অনুমান কখনো মহাসত্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে সক্ষম হতে পারে না।

৬৬. এখানে খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মমত যেগুলো নিতান্ত আন্দায়-অনুমানের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে সেগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে। এসব লোক নিজেদের ধর্মমত সন্দেহমুক্ত কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে গঠন করেনি। তারা অনুসন্ধান করেও দেখেনি যে, তাদের ধর্মমত কোনো অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের উপর স্থাপিত কিনা। নচেৎ তারা একজন মানুষকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে নেয়ার মত মূর্খতাকে গ্রহণ করে নিত না।

৬৭. ‘সুবহানাহ’ শব্দের অর্থ—তিনি অতিপবিত্র। বিশ্বয় প্রকাশের জন্যও এটা ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয়টিই উদ্দেশ্য। মুশরিকরা আল্লাহর সন্তান আছে বলে যে ধারণা প্রকাশ করেছে, তা থেকে তিনি অতি পবিত্র। আর তাদের এ কথার জন্য বিশ্বয় প্রকাশের উদ্দেশ্যও এখানে রয়েছে।

৬৮. মুশরিকদের ভিত্তিহীন কথার প্রতিবাদে তিনটি কথা এখানে বলা হয়েছে। এক, সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। দুই, তিনি সর্বদিক থেকে মুখাপেক্ষিহীন। তিন, আসমান-যমীনের সবকিছুর একমাত্র মালিক তিনি। যেসব সত্তার সন্তান থাকা

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ قُلْ إِنْ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ

তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছো যে বিষয়ে তোমরা জানোই না ?

৬৯. আপনি বলে দিন—যারা আরোপ করবে

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ ﴿٧٠﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا

আল্লাহর প্রতি মিথ্যা, তারা কক্ষণে কল্যাণ পেতে পারে না। ৭০. তাদের জন্য আছে দুনিয়াতে কিছু ভোগ্য সামগ্রী, অতপর আমার নিকটই

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْزِلُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

তাদের প্রত্যাবর্তন তখন তাদেরকে আমি কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো, যেহেতু তারা কুফরী করতো।

এমন -এমنا; আল্লাহ-الله; সম্পর্কে-على; তোমরা কি বলছো-(+تقولون)-أتقولون; কিছু যে বিষয়ে-لا تعلمون-তোমরা কিছুই জানো না; আপনি বলে দিন-قُلْ(৬৯); আল্লাহর-الله; প্রতি-على; আরোপ করে-يُفترُونَ; যারা-الذين; কক্ষণে-الكذب; তাদের জন্য-متاع(৭০); কল্যাণ পেতে পারে না-لا يفلحون; মিথ্যা-(ال+কذب)-; (কিছু ভোগ্য সামগ্রী-ثم; দুনিয়াতে-(فى+ال+دنیا)-فى الدنيا; অতপর-ثم; তাদের প্রত্যাবর্তন-(مرجع+هم)-مرجعهم; আমার নিকটই-(الى+نا)-إلىنا; তখন-ثم; আমি তাদেরকে স্বাদ গ্রহণ করাবো-نُنْزِلُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ(৭০); আযাবের-عذاب; কঠোর-(ال+شديد)-الشديد; যেহেতু-بما; কান্না-كَافِرُونَ; তারা কুফরী করতো।

প্রয়োজন তাদের মধ্যে অনিবার্যভাবে কতগুলো দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও অপূর্ণতা থাকবে, অথচ আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত। তাছাড়া আসমান-যমীনে সবকিছুই তো আল্লাহর দাস। কোনো কিছু বা কারো সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক সম্বন্ধ নেই। সুতরাং তাঁর সন্তানের কোনো প্রয়োজনই নেই। তিনি তো মরণশীল কোনো সত্তা নন যে, তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়া বা তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য সন্তান প্রয়োজন হবে। অতএব মুশরিকদের মূর্ততা জনিত কথাবার্তার জন্য তাদেরকে শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। তাদেরকে তো আল্লাহর নিকট-ই ফিরে যেতে হবে।

(৭ রুকু' (৬১-৭০ আয়াত)-এর শিক্ষা)

১. যারা মানুষকে আল্লাহর দীনের পথে ডাকে তাদের সকল কর্ম-তৎপরতা এবং যাদেরকে ডাকে তাদের সকল অনুকূল বা প্রতীকূল আচরণ পুংখানুপুংখভাবে আল্লাহর দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে। অতএব

দীনের পথে আহ্বানকারীদের আশংকা বা ভয়ের কোনো কারণ নেই। অনুরূপ যাদেরকে দীনের পথে ডাকা হচ্ছে, তাদেরও আল্লাহর ভয় থেকে বে-পরওয়া হয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

২. আল্লাহর বন্ধুত্বের মর্যাদায় যারা সমাসীন অধিরাতে তাঁদেরকে কোনো শান্তি স্পর্শ করতে পারবে না আর দুনিয়াতেও তাঁরা দুঃখ-ভয় থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদা প্রশান্ত অন্তরের অধিকারী।

৩. ফরয ইবাদাত পালন করার পর নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করা সম্ভব। ফরয ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফরয হলো—আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালানো।

৪. যে আল্লাহকে সদা-সর্বদা স্মরণে রাখেন এবং যে কোনো পরিস্থিতিতেই আল্লাহর হুকুম-আহকামের অনুগত থাকেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা বন্ধু।

৫. আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের পথে বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য প্রাণান্ত সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

৬. দুনিয়াতে যাদের অন্তরে ঈমান ও আল্লাহর ভয় বিদ্যমান, তাদের অন্তরে অন্য কোনো ভয় প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আর আখিরাতে তাদের সফলতার কথা আল্লাহ-ই ঘোষণা করছেন। আর আল্লাহর ঘোষণা কখনো পরিবর্তন হওয়ার নয়।

৭. মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণ হলো—তাঁরা বিরোধীদের কটুক্তি-বক্রোড়িতে দুঃখিত ও হতাশা হবে না।

৮. বিরোধীদের আচরণে নিজেদেরকে অপমানিত বোধ না করাও আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের একটি গুণ; কারণ ইয্যত ও মর্যাদা দানের মালিক আল্লাহ তাআলা।

৯. শিরক মিশ্রিত কোনো ধর্মমত-ই আল্লাহ প্রেরিত হতে পারে না। এসব ধর্মমত মুশরিকদের নিজেদের আন্দায় অনুমানের ভিত্তিতে গড়া।

১০. মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই। নবী-রাসূলদের উপস্থাপিত আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন বিধানের বিপরীত কোনো আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতি সঠিক হতে পারে না।

১১. আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সকল কিছুর মালিকানা যেহেতু আল্লাহর সেহেতু তাঁর কোনো শরীক সাব্যস্ত করা জঘন্য অপরাধ।

১২. নবী-রাসূলদের থেকে শ্রুত জ্ঞান-ই একমাত্র নির্ভুল জ্ঞান। ওহীর সূত্র ছাড়া যত প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য দুনিয়াতে বর্তমান আছে তা সবই ভুল হতে বাধ্য। কারণ এসব তত্ত্ব ও তথ্য আন্দায়-অনুমান-নির্ভর।

১৩. মাহাসত্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য চিন্তা-গবেষণার ভিত্তি হতে হবে ওহী-ভিত্তিক জ্ঞান। চিন্তা-গবেষণার জন্য এর বিকল্প কোনো পথ নেই।

১৪. খৃষ্টানদের মূর্খতাজনিত আকীদা হচ্ছে হযরত ইসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা।

১৫. খৃষ্টানদের এসব মিথ্যারোপ থেকে আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহ তাআলা সব ধরনের অভাব থেকে মুক্ত।

১৬. আখিরাতে কল্যাণ মুশরিকদের জন্য নয়—মু'মিনদের জন্যই নির্ধারিত। মুশরিকদের জন্য আখিরাতে শান্তি নির্ধারিত রয়েছে।





সূরা হিসেবে রুক্ক'-৮  
পারা হিসেবে রুক্ক'-১৩  
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿وَإِنلُ عَلَیْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یَقُولُوا إِن كَانَ کَبْرُ

৭১. আর আপনি তাদেরকে নূহের<sup>৭০</sup> বিবরণ পাঠ করে শুনিয়ে দিন, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায় ! যদি অসহনীয় মনে হয়

عَلَیْكُمْ مَّقَامِیْ وَتَذْکُرِیْ بِآیَاتِ اللّٰهِ فَعَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ

তোমাদের নিকট আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াত দ্বারা আমার উপদেশ দান, তবে আমি আল্লাহর উপরই ভরসা রাখি

فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَ کُمْ ثُمَّ لَا یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْكُمْ غَمَةً

আর তোমরা তোমাদের শরীকরা সহ নিজেদের কর্তব্য স্থির করে নাও, অতপর তোমাদের কর্তব্য তোমাদের নিকট যেন অস্পষ্ট থেকে না যায়,

⑦-আর ; نُوحٍ-আপনি পাঠ করে শুনিয়ে দিন ; عَلَیْهِمْ-তাদেরকে ; نَبَأُ-বিবরণ ; إِذْ-যখন ; قَالَ-সে বললো ; لِقَوْمِهِ-তঁার সম্প্রদায়কে ; (ل+قَوْم+হে)-لِقَوْمِهِ-হে নূহের ; إِن-যদি ; كَانَ-অসহনীয় মনে হয় ; কَبْرُ-তোমাদের নিকট ; عَلَیْكُمْ-তোমাদের উপদেশ ; (تَذْکُرِ+য়)-تَذْکُرِ-আমার অবস্থান ; (مَقَام+য়)-مَقَامِ-আমার উপদেশ দান ; (ف+এল+আল্লাহ)-فَعَلٰی اللّٰهِ-আল্লাহ ; (ب+আয়ত)-بِآیَاتِ-আল্লাহর উপরই ; تَوَكَّلْتُ-আমি ভরসা রাখি ; فَاجْمَعُوا-আর তোমরা তোমাদের শরীকরা সহ ; (و+শরীক)+وَشُرَكَآءَ-তোমাদের কর্তব্য ; (أَمْر+কম)-أَمْرُکُمْ-তোমাদের কর্তব্য ; (ثُمَّ-অতপর ; (لَا+যেন থেকে না যায় ; (غَمَةً-অস্পষ্ট ; (أَمْر+কম)-أَمْرُکُمْ-তোমাদের কর্তব্য ;

৬৯. পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদের চিন্তা-বিশ্বাস ও কাজের ভুল-ভ্রান্তি যুক্তিপূর্ণ দলিল-প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের ভুল-ভ্রান্তির কারণ এবং তার মুকাবিলায় সত্য-সঠিক ও নির্ভুল কর্মপদ্ধতি কি হতে পারে তা-ও বলে দেয়া হয়েছে। তৎসঙ্গে এ পদ্ধতি নির্ভুল হওয়ার কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর এখানে তাদের অবলম্বিত কর্মনীতি ও আচার-আচরণ এবং তাদের কথার জবাব দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নূহ (আ)-এর কাহিনী শুনানোর জন্য তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونَ ﴿١٥﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ

ভারপর আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে ফেলা এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না।<sup>১০</sup> ৭২. এরপর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাকো (থাকতে পারো) আমি তো তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না ;

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর নিকট ছাড়া (কারো নিকট) নেই ; আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি মুসলমানদের মধ্যে शामिल থাকি ।

١٩) فَكَانَ بُرَّةً فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكَ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلُفًا وَأَغْرَقْنَا

৭৩. আর তারা তাঁকে (নূহকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, অতপর আমি নাজাত দিলাম তাঁকে এবং তাঁর সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকেও তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলাম, আর ডুবিয়ে দিলাম

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝

তাদেরকে যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলীকে ; অতএব দেখুন, কেমন হয়েছিল তাদের পরিণাম যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল ।

-এবং ; وَ-আমার ব্যাপারে ; أَلَيْ-সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে ফেলো ; ثُمَّ-তারপর ;  
 -تَوَلَّيْتُمْ ; إِذَا-এরপর যদি (ف+অন)-فَانْ ৯৩। আমাকে একটুও অবকাশ দিওনা لَا تَنْظُرُونَ-  
 তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাকো ; (ف+মাসালত+কম)-فَمَا سَأَلْتَكُمْ ; তোমাদের  
 নিকট চাইনা ; (مِنْ+অগ্র)-مِنْ أَجْرِي ; আমার পারিশ্রমিক ; (ان+অগ্র)-انْ أَجْرِي  
 তো নেই (কারো নিকট) ; (ال-ছাড়া)-ال-নিকট ; (الله-আল্লাহর)-و-আর  
 -الْمُسْلِمِينَ ; (مِنْ-মধ্যে)-مِنْ ; আমি শামিল থাকি ; (أَكُونُ-যেন)-أَنْ ; আমি আদিষ্ট হয়েছি ;  
 -الْمُسْلِمِينَ)-ف+কذبوا(হ)-فَكَذِبُوا ৯৪। মুসলমানদের (ال+মসলমিন)-  
 সাব্যস্ত করলো ; (ف+খিনা(হ)-فَنَجَّيْنَاهُ ; এবং ;  
 -و- ; (فِي+অল+ফলক)-فِي الْفُلْكِ ; তাঁর সাথে ছিল (مَعَ+হ)-مَعَهُ ; যারা-مَنْ  
 -أَغْرَقْنَا ; (و-আর)-و- ; (جَعَلْنَا+হম)-جَعَلْنَاهُمْ ; তাদেরকে করলাম ;  
 -و- ; (بِأَيِّنَا-আমার)-بِأَيِّنَا ; অস্বীকার করেছে ; (كَذَّبُوا-তাদেরকে যারা)-كَذَّبُوا  
 ; (ف+অনظر)-فَانْظُرْ ; নিদর্শনাবলীকে ; (كَان-হয়েছিল)-كَانَ ; কেমন-كَيْفَ ;  
 -عَاقِبَةُ-পরিণাম ; (ال+মন্ডরিন)-الْمُنْدَرِينَ ; যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের ।

৭০. এটা ছিল আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ। এ

١٥ ثَرَّبَعْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

৭৪. অতপর তাঁর (নূহের) পরে আমি তাদের কণ্ঠের নিকট পাঠিয়েছি অনেক রাসূল, যারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল।

فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كُنَّا نُبَوِّئُهِ مِنْ قَبْلُ ۖ كَذَلِكَ نَطْبَعُ

কিন্তু তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না তার প্রতি, যা তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; এভাবেই আমি মোহর করে দেই

عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ

সীমালংঘনকারীদের হৃদয়ে।<sup>৭১</sup> ৭৫. তারপর<sup>৭২</sup> আমি মুসা ও হারুনকে তাদের পরে পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের নিকট।

- رُسُلًا ; তাঁর পরে ; (من+بعد+ه) - مِنْ بَعْدِهِ ; আমি পাঠিয়েছি ; بَعَثْنَا - অতপর ; ثُمَّ ⑪  
 অনেক রাসূল ; الْإِلَى - নিকট ; (قَوْمُ+هَمْ) - قَوْمَهُمْ ; তাঁদের কাওমের ; فَجَاءُواهُمْ ;  
 - سُمْسُط (ب+ال+بَيِّنَت) - بِالْبَيِّنَت ; যাঁরা তাদের কাছে এসেছিলো ; (جاءوا+هم  
 নিদর্শনাবলী নিয়ে ; (ف+ما كانوا+ليؤمنوا) - فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ; তার ইমান  
 আনতে প্রস্তুত ছিল না ; (بِمَ - তার প্রতি যা ; كَذَّبُوا - তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ;  
 তার প্রতি ; (نَطَّبِعُ - আমি মোহর করে দেই ; كَذَلِكَ - ইতিপূর্বে ; مِنْ قَبْلُ ;  
 - (ال+مُعْتَدِينَ) - الْمُعْتَدِينَ ; (على+قلوب) - عَلَى قُلُوبِ ; হৃদয়ে ;  
 - (ال+مُعْتَدِينَ) - الْمُعْتَدِينَ ; (على+قلوب) - عَلَى قُلُوبِ ; সীমালংঘনকারীদের ।  
 - (من+بعد+هم) - مِنْ بَعْدِهِمْ ; আমি পাঠিয়েছিলাম ; بَعَثْنَا - তারপর ; ثُمَّ ⑫  
 ; فِرْعَوْنَ - ফিরআউনের ; هَارُونَ - হারুনকে ; وَ - ও ; مُوسَى - মুসা ;

চ্যালেঞ্জের অর্থ হলো—আমি আমার কাজ থেকে এক বিন্দুও সরবো না, তোমরা আমার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পারো। আমার ভরসাতো একমাত্র আল্লাহর উপর।

৭১. 'সীমাংশঘনকারী' দ্বারা সেসব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কোনো কারণে একবার ভুল করার পর তাতেই সে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে চায়। যত প্রকার চেষ্টা করা হোক না কেন। যত প্রকার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণই তার সামনে পেশ করা হোক না কেন? সে তা মানতে রাজী নয়। এ ধরনের লোকেরাই আব্দুল্লাহর অভিসম্পাতের যোগ্য। সত্য ও হিদায়াতের পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না।

৭২. সূরা আল আ'রাফের ১৩ রুকু' থেকে ২০ রুকু' পর্যন্ত ক্রমাগত মূসা (আ) ও ফিরাউনের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (উক্ত অংশ দৃষ্টব্য)

وَمَلَأْنَاهُ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ۝

ও তার পারিষদবর্গের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে, কিন্তু তারা অহংকার করলো,<sup>৭৩</sup> আর তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

﴿١٩﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مَبِينٌ ۝

৭৬. অতপর যখন আমার পক্ষ হতে তাদের নিকট সত্য এসে পৌছলো, তারা বললো—এটাতো অবশ্যই সুস্পষ্ট যাদু।<sup>৭৪</sup>

﴿٩٩﴾ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرُ هَذَا وَلَا يُفْلِكُ

৭৭. মুসা বললেন—তোমরা কি সত্য সম্পর্কে বলছো, যখন তা তোমাদের নিকট পৌঁছেছে—এটা কি যাদু ? অথচ সফলতা লাভ করে না

আমার (ب+ابت+نا)-بَايْتَنَا ; তাঁর পারিষদ বর্গের নিকট (ملا+ه)-مَلَّاهُ ; ও-  
সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে ; (ف+استكبروا)-فَاسْتَكْبَرُوا ; কিন্তু তারা অংহকার করলো ;  
(ف+لما)-فَلَمَّا ⑩। অপরাধী-مُجْرِمِينَ ; সম্প্রদায় ; قَوْمًا ; তারা ছিল ; كَانُوا ; আর ;  
(ال+حق)-الْحَقُّ ; তাদের নিকট এসে পৌছল (جاء+هم)-جَاءَهُمْ ; যখন ;  
-ان ; তারা বললো (من+عندنا)-مِنْ عِنْدَنَا ; সত্য ;  
-مُوسَى ; বললেন (سُوءَ-سُوءًا) ⑪। -لَسَعْرٌ ; এটা তো (هَذَا-هَذَا) ;  
-لَمَّا ; সত্য সম্পর্কে (ل+ال+حق)-لِلْحَقِّ ; তোমরা কি বলছো (ا+تقولون)-اتَقُولُونَ ;  
-سحر+ )-أَسْحَرُ هَذَا ; তা তোমাদের নিকট পৌছেছে (جاء+كم)-جَاءَكُمْ ; যখন ;  
; লাভ করে না (لا يُفْلِحُ-سফলতা) -أَفْثَحَ ; ও-এটা কি (هَذَا-هَذَا)

৭৩. অর্থাৎ তারা আল্লাহর বান্দাহ হওয়া থেকে নিজেদেরকে উচ্চমর্যাদার অধিকারী মনে করলো। নিজেদের ধন-সম্পদ, শান-শওকত ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির নেশায় আল্লাহর আনুগত্যে মাথা নত করার পরিবর্তে আল্লাহর বিরোধীতায় মেতে উঠলো।

৭৪. রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কার লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন তারা সেই কথা-ই বলেছিল যা মুসা (আ)-এর দাওয়াতের জবাবে ফিরাউনের সম্প্রদায় বলেছিল। আর তাহলো—‘এতো প্রকাশ্য যাদু’। মূলত সকল নবী-রাসূল একই দাওয়াত নিয়ে মানুষের নিকট এসেছেন। তাঁদের নবুওয়াতের নিদর্শন দেখে যারা ঈমান আনার ছিল তারা ঈমান এনেছে ; কিন্তু বিরোধীরা নবী-রাসূলদের মু’জিয়াকে ‘যাদু’ বলে উপেক্ষা করেছে। হয়রত নূহ (আ) থেকে শুরু করে পরবর্তী নবী-রাসূলদের সাথে রিরুদ্ধবাদীরা একই আচরণ করেছে। সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের সারকথা

السَّحَرُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا أَاجْتَنَّا لِتُلْقِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

যাদুকররা।<sup>১৫</sup> তারা বললো—তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছো যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যার উপর পেয়েছি তা থেকে আমাদের বিপথগামী করবে?

وَتَكُونَنَّ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾

এবং দেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে তোমাদের দু'জনের;<sup>১৬</sup> কিন্তু আমরা তো তোমাদের প্রতি মোটেই বিশ্বাসী নই।

-(+জنت+না)-আজিত্তা ; তারা বললো ; (১৫) -যাদুকররা -(+সহরুন)-السَّحَرُونَ -তুমি কি আমাদের নিকট এসেছো ; (১) -ল-+লফ্ত+না)-لتلقننا ; আমরা পেয়েছি ; (এন+মা)-عَمَّا -তা থেকে ; (আব+না)-آبَاءَنَا -আমাদের বাপ-দাদাদেরকে ; (ও-)-و-এবং ; (তকুন+)-تَكُونَنَّ -প্রতিষ্ঠিত হবে ; (ফী+)-فِي الْأَرْضِ -আধিপত্য ; (কুম+)-لَكُمْ -তোমাদের দু'জনের ; (ফী+)-فِي الْأَرْضِ -দেশে ; (কিন্তু)-كِنْتُمْ ; (আমরা তো)-أَمْ مَا -মোটেই নই ; (আমরা তো)-أَمْ مَا -তোমাদের প্রতি -بِمُؤْمِنِينَ -বিশ্বাসী।

ছিল—তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহকেই একমাত্র 'ইলাহ' ও 'রব' মেনে নাও এবং এ জীবনের পরবর্তী জীবনে তোমাদের সকলকে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে এ জীবনের সকল কাজের পুংখানুপুংখ হিসেব অবশ্যই দিতে হবে—এটাকে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করো। যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে, তারা কল্যাণ লাভ করেছে। আর যারা এটাকে উপেক্ষা-অমান্য করেছে তারাই ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হয়েছে।

৭৫. যাদুকররা কল্যাণ পেতে পারে না। কারণ তারা কখনো মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে না। তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য কিছু ভেদ্বিবাজী দেখিয়ে কিছু লোকের মনোরঞ্জন করে নিজেদের আর্থিক সুবিধা আদায় করে। তারা কখনো নিঃস্বার্থ ও নির্ভীকভাবে কোনো স্বৈরশাসকের দরবারে এসে তাকে হিদায়াতের দাওয়াত দিতে পারে না, পারে না তাকে কঠোরভাবে তার গুমরাহীর জন্য তিরস্কার করতে। অপরদিকে নবী-রাসূলগণ নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে আল্লাহর অনুগত হয়ে নিজেদের কর্মনীতি সংশোধনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। তাঁদের দ্বারা সংঘটিত অস্বাভাবিক কার্যকলাপ তাঁদের নবুওয়াতের প্রমাণ। সুতরাং নবীদের মু'জিয়া ও যাদু এক হতে পারে না। তোমরা মু'জিয়াকে যাদু মনে করে নির্বোধের মতই আচরণ করছো।

৭৬. মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর দাওয়াতের ফলে ফিরাউন তার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব হারাবার ভয় করেছিল। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে, মূসা ও হারুনের দাওয়াতে

﴿١٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿١٦﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ

৭৯. আর ফিরাউন বললো—তোমরা প্রত্যেক সুবিজ্ঞ যাদুকরকে আমার নিকট নিয়ে এসো। ৮০. তারপর যখন যাদুকররা এলো

قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مَلْعُونُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا الْقَوْا قَالَ مُوسَى

মূসা তাদেরকে বললেন—তোমরা যার নিষ্কেপকারী তা নিষ্কেপ করো।

৮১. অতপর তারা যখন নিষ্কেপ করলো, মূসা বললেন—

مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصِلُ

তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা (সবইতো) যাদু ;<sup>৭৭</sup> আল্লাহ অবশ্যই এসব অচিরেই বাতিল করে দেবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ কার্যকর করেন না

عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ ۖ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ। ৮২. আল্লাহ তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে সত্যে পরিণত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

১৬) (আর + قَالَ) ; (বললো) ; (فِرْعَوْنَ-ফিরাউন) ; (اِثْنُوْنِ-অন্তোনি) ; (তোমরা নিয়ে এসো আমার নিকট) ; (بِكُلِّ-প্রত্যেক) ; (سِحْرِ-যাদুকরকে) ; (عَلِيمٌ-সুবিজ্ঞ) ১৭) (فَلَمَّا-তারপর যখন) ; (جَاءَ-এলো) ; (السَّحْرَةُ-সহর) ; (ال-সহর) ; (যাদুকররা) ; (قَالَ-বললেন) ; (لَهُمْ-তাদেরকে) ; (مُفْقَرُونَ-তোমরা) ; (اَنْتُمْ-তারা) ; (مَا-কি) ; (الْقَوْلُ-বাক্য) ; (مُوسَى-মুসা) ; (নিষ্কেপকারী) ১৮) (فَلَمَّا-অতপর যখন) ; (الْقَوْلُ-তারা) ; (নিষ্কেপ করলো) ; (قَالَ-বললেন) ; (তা- (ال-সহর) ; (السَّحْرُ-সহর) ; (তোমরা নিয়ে এসেছো) ; (جِئْتُمْ بِهِ-যা-যা) ; (مُوسَى-মুসা) ; (সবই তো) ; (يَا-যাদু) ; (اِنْ-অবশ্যই) ; (اللَّهُ-আল্লাহ) ; (سَيَبْطِلُ-সিযবল) ; (অচিরেই তা বাতিল করে দেবেন) ; (اِنْ-নিশ্চয়ই) ; (اللَّهُ-আল্লাহ) ; (كَارِهُنَّ-কার্যকর করেন না) ; (عَمَلٌ-কাজ) ; (يَحَقُّ-সত্য) ; (و-আর) ; (۱৯) (ال-মফসদীন) ; (الْمُفْسِدِينَ-মফসদ) ; (পরিণত করেন) ; (اللَّهُ-আল্লাহ) ; (الْحَقُّ-সত্যকে) ; (بِكَلِمَتِهِ-কলমে) ; (তা- (ال-মজরমুন) ; (الْمَجْرُمُونَ-মজরম) ; (অপসন্দ করে তা) ; (و-আর) ; (ال-মজরমুন) ; (الْمَجْرُمُونَ-মজরম) ; (অপরাধীরা) ।

মানুষ যদি সাড়া দেয় তাহলে তার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব বিপন্ন হবে। এতে এটা প্রমাণিত হয় যে, মূসা ও হারুন (আ)-এর দাবী শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের মুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; বরং তাঁদের দাওয়াতের লক্ষ্য ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও কর্মনীতি

সংশোধনও ছিল। আর এজন্যই ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ, তাদের ধর্মীয় নেতারা তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকায় ভীত হয়ে পড়েছিল।

৭৭. অর্থাৎ তোমাদের দেখানো কর্মকাণ্ডই যাদু। আমার দেখানো ব্যাপারগুলো যাদু নয়—এগুলো আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। তোমাদের ভেঙ্কিবাজী এখনই বাতিল বলে প্রমাণিত হবে।

### ৮ রুকু' (৭১-৮২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নূহ (আ)-এর কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

২. আল্লাহর দীনের পথে অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে চলা ঈমানের দাবী—বিরোধিতার প্রকার ও মাত্রা যত তীব্রই হোক না কেন।

৩. দীনী দাওয়াতের কাজে ব্যয়িত সময়, শ্রম ও অর্থ-সম্পদের বিনিময় একমাত্র আল্লাহর নিকটই প্রাপ্য—এ বিশ্বাস নিয়েই দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

৪. যুগে যুগে আল্লাহদ্রোহীদের পরিণাম থেকে শিক্ষা লাভ করা মু'মিনদের ঈমানের মজবুতির জন্য একান্ত আবশ্যিক।

৫. নূহ (আ) এবং যুসা (আ)-এর কাহিনী থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পথে সর্বযুগে আল্লাহদ্রোহী শাসকগোষ্ঠী প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬. নবী-রাসূলদের ঘটনা থেকে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, হক ও বাতিলের সংগ্রামে পরিণামে ঈমানদার তথা হকপছারীরা-ই বিজয়ী হয়।

৭. নবী-রাসূলদেরকে বাতিলপছারীরা সকল যুগেই ক্ষমতালোভী বলে অভিযুক্ত করেছে।

৮. হকের বিরুদ্ধে বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল নস্যাৎ হতে বাধ্য—এটাই আল্লাহর বিধান।

৯. বাতিলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহর দীনকে তিনি অবশ্যই বিজয় দান করবেন—এটাই স্বতঃসিদ্ধ।

১০. সকল প্রকার দ্বিধা-সংকোচকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অবিচল নিষ্ঠার সাথে দীনের পথে এগিয়ে যাওয়াই অত্র রুকু'র মূল শিক্ষা।



সূরা হিসেবে রুক'-৯  
পারা হিসেবে রুক'-১৪  
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ﴾

৮৩. অতপর মূসার প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের যুবকদের একটি অংশ<sup>১৭</sup> ছাড়া কেউ  
আনুগত্য প্রকাশ করলো না<sup>১৮</sup>—এ ভয়ে যে ফিরাউন

وَمَلَأْنَاهُمْ أَنِ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ

ও তাদের সরদাররা তাদেরকে নির্যাতন করবে ; আর ফিরাউন তো অবশ্যই দেশে  
পরাক্রমশালী ;

ল(+)-لِمُوسَى ; অতপর কেউ আনুগত্য প্রকাশ করলো না ; (ফ+মা امن)-فَمَا أَمَّنَ ১৭  
তাঁর (মন+قوم+হ)-مِّنْ قَوْمِهِ ; একটি অংশ ; ذُرِّيَّةٌ ; ছাড়া ; (মূসার প্রতি)-مُوسَى  
মলা+)-مَلَأْنَاهُمْ ; ও-وَ ; ফিরাউন-فِرْعَوْنَ ; এ ভয়ে যে-عَلَىٰ خَوْفٍ ; সম্প্রদায়ের ;  
আর-وَ ; তাদেরকে নির্যাতন করবে-أَنِ يَفْتِنَهُمْ (হম+হম)-أَنِ يَفْتِنَهُمْ ; তাদের সরদাররা-هُمْ  
ফি-فِي ; পরাক্রমশালী-لَعَالٍ (ল+এাল)-لَعَالٍ ; তো-فِرْعَوْنَ-فِرْعَوْنَ ; অবশ্যই-إِنَّ ;  
দেশে-فِي (ফি+আল+ارض)-الْأَرْضِ ;

৭৮. কুরআন মজীদে উল্লিখিত ذُرِّيَّةٌ শব্দের অর্থ সন্তান-সন্ততি। মূলত মূসা (আ)-এর দাওয়াতে কিছু যুবক শ্রেণী লোকই সাড়া দিয়েছিল। (পিতা-মাতা ও চাচা-চাচার স্তরের লোকেরা মূসার আনুগত্যের সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত ছিল। তারা যে শুধু আনুগত্য করেনি তা নয়, তারা যুবক শ্রেণীকে ফিরাউনের নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে মূসার প্রতি আনুগত্য দেখানো থেকে বিরত রাখার চেষ্টাও করেছিল। বস্তুত সকল যুগেই নবীদের দাওয়াতে সাড়া দেয়ার কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় ঐচ্ছিক ও বৃদ্ধদের পক্ষে সাহসিকতার সাথে ঝুঁকি গ্রহণ সম্ভবপর ছিল না। যুবকদের পক্ষেই সমসাময়িক সমাজ-সভ্যতা ও প্রবল ক্ষমতাসীন শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে সাহসিকতার সাথে এরূপ ঝুঁকি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। শেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সময়েও প্রথমদিকে যারা ঈমান এনেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন যুবক। তখনকার সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বেশির ভাগের বয়স ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে ছিল। আবার অনেকের বয়স ২০-এর নিচেও ছিল। অল্প কয়েকজন ছিলেন ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে। তৎকালীন গোটা মুসলিম সমাজে আত্মার ইবনে ইয়াসার নামক সাহাবী-ই রাসূলুল্লাহর সমবয়স্ক ছিলেন।

৭৯. মূসা (আ)-এর প্রতি যে কয়জন যুবক আনুগত্য দেখিয়েছিল তারা ছাড়া বনী



وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦٨﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ

এবং নিশ্চিত সে সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।<sup>১০</sup> ৮৪. আর মুসা বললেন—হে আমার কণ্ডম! তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো,

فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

তবে তাঁর উপরই ভরসা রাখো—যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।<sup>১১</sup> ৮৫. তখন তারা বললো—আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা রাখলাম ;

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের নির্যাতনের পাত্র<sup>১২</sup> করবেন না। ৮৬. এবং আমাদেরকে আপনার রহমতে রক্ষা করুন

(-ال+মসরফিন)-المُسْرِفِينَ ; অন্তর্ভুক্ত ; لَمِنَ-নিশ্চিত সে ; (ان+)-إِنَّهُ ; এবং ; (يا+قوم)-يَقَوْمُ ; মুসা-مُوسَى ; বললেন ; قَالَ-আর ; ﴿٦٨﴾-সীমালংঘনকারীদের ; (ب+)-بِاللَّهِ ; তোমরা ঈমান এনে থাকো ; كُنتُمْ آمَنْتُمْ-যদি ; إِنْ-আমার কাণ্ডম ; (ف+)-فَعَلَيْهِ ; তবে তার উপরই ; تَوَكَّلُوا-তোমরা ভরসা করো ; (ف+)-فَقَالُوا ; মুসলিম-مُسْلِمِينَ ; হয়ে থাকো ; كُنتُمْ-যদি ; إِنْ-তখন তারা বললো ; رَبَّنَا-আমরা ভরসা রাখলাম ; تَوَكَّلْنَا-হে আমাদের প্রতিপালক! ; لَا تَجْعَلْنَا-আমাদেরকে করবেন না ; فِتْنَةً-নির্যাতনের পাত্র ; (ل+)-لِّلْقَوْمِ-সম্প্রদায়ের জন্য ; (و-)-وَ-এবং ; ﴿٧٠﴾-نَجِّنَا-আমাদেরকে রক্ষা করুন ; (ب+)-بِرَحْمَتِكَ-আপনার রহমতে ;

ইসরাঈলের অন্য লোকেরা সকলেই কাফির ছিল না। বরং তারা ফিরাউন ও তাদের সরদার মাতব্বরদের ভয়ে মুসার প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন-সহযোগিতা দেখিয়ে নিজেদেরকে বিপদের মুখে ফেলতে রাজী হলো না। কাঁজেই এমন সন্দেহ করা যথার্থ নয় যে, উল্লিখিত কয়েকজন যুবক ছাড়া বনী ইসরাঈলের বাকী সব লোকই কাফির ছিল।

৮০. ‘সীমালংঘনকারী’ দ্বারা এমন লোক বুঝায়, যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে। নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য যুলুম, চরিত্রহীনতা, বর্বরতা ও অমানুষিকতা করতে সে কুণ্ঠিত হয় না। এতে সে কোনো ন্যায়-নীতির সীমা-রেখা মানতে রাজী নয়।

৮১. এতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বনী ইসরাঈলের গোটা জাতিই মুসলমান ছিল। আর এজন্যই মুসা (আ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন—তোমরা যদি মুসলমান

مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَا

কাফির সম্প্রদায় থেকে । ৮৭. অতপর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী পাঠালাম যে, তোমরা তৈরি করে নাও

لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيْوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

মিসরে তোমাদের কণ্ঠমের জন্য কিছু ঘর এবং তোমাদের ঘরগুলোকে ইবাদাতের স্থান বানিয়ে নাও ও সালাত কয়েম করো ;<sup>৮৪</sup>

- وَ(১৭) কাকির-(অ+কফরিন)-الكُفْرَيْنِ ; সম্প্রদায়-(অ+কুম)-القَوْمِ ; থেকে-مِنْ  
أَخِيهِ ; ও-وَ ; مُوسَى -مُوسَى ; প্রতি-إِلَى ; আমি ওহী পাঠালাম ; أَوْحَيْنَا ;  
অতঃপর-(+) لِقَوْمِكُمَا ; তোমরা তৈরি করে নাও ; تَبَوَّءَا ; যে-أَنْ ; তার ভাইয়ের-(অখী+)-  
; কিছু ঘর-كَيْبُوتًا ; মিসরে-(ব+মصر)-بِمِصْرَ ; তোমাদের কাণ্ডের জন্য-(কুম+)-كَمَا  
- قِبْلَةً ; তোমাদের ঘরগুলোকে-(বিট+কম)-بَيُوتَكُمْ ; বানিয়ে নাও ; اجْعَلُوا ; এবৎ-وَ  
; ইবাদাতের স্থান ; الصَّلَاةِ -كَانِعُمْ ; ও-وَ ;

হয়ে থাকে যেমন তোমরা দাবী করছো, তবে ফিরাউনের শক্তি-ক্ষমতাকে ভয় না করে আল্লাহর উপরই তোমরা ভরসা করো। এটাই তোমাদের মুসলমান হওয়ার দাবীর সাথে সামঞ্জস্যশীল।

৮২. যে কয়জন যুবক মুসা (আ)-এর আনুগত্য গ্রহণ করেছিল এটা তাদেরই কথা।  
'তারা বললো' বলে তাদের কথাই বলা হয়েছে।

৮৩. এখানে ‘যালিম’ দ্বারা বাতিল শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। তৎসঙ্গে সেসব বক ধার্মিকরাও যালিমের অন্তর্ভুক্ত যারা সত্য দীনকে মানে বলে মুখে দাবী করে বটে কিন্তু বাতিল ও অত্যাচারী শাসকদের মুকাবিলায় সত্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে অপ্রয়োজনীয় ও নিবৃত্তি মনে করে। তারা সত্য দীনের সাথে নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতাকে সঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তারা সত্য দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদেরকে বিভ্রান্ত ও অন্যায়কারী বলে প্রমাণ করার চেষ্টাও করে। তাদের মতে এত বড় শক্তির সাথে সংঘর্ষ বাঁধানো নিতান্ত বোকামী, শরীয়ত নিজেদেরকে এভাবে ধ্বংস করার অনুমতি দেয় না। তারা মনে করে, বাতিল শাসকেরা যেসব আকীদা-বিশ্বাস ও দীনী আচার-অনুষ্ঠান পালন করার অনুমতি দেয় তা পালন করলেই দীনের নিম্নতম দাবী পূরণ হয়ে যায়। তৃতীয় একটি দল যারা সাধারণ জনতা, তারা দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যাদের দাপট বেশী দেখা যায় তাদেরকে সমর্থন করে—তারা হক হোক বা বাতিল তাতে তাদের কিছু এসে যায় না। এরাও উল্লিখিত ‘যালিম’দের মধ্যে শামিল। এ পর্যায়ে সত্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ

আর মু'মিনদেরকে দাও সুসংবাদ।<sup>৮৮</sup> আর মূসা বললেন<sup>৮৯</sup>—হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্যই আপনি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গকে দিয়েছেন

زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا

দুনিয়াতে সৌন্দর্যের উপকরণ<sup>৭৭</sup> ও ধন-সম্পদ ;<sup>৮৮</sup> হে আমাদের প্রতিপালক! যথারা তারা গুমরাহ করে (লোকদেরকে) আপনার পথ থেকে ; হে আমাদের প্রতিপালক!

আর ; و- (ال+مؤمنين)-মু'মিনদেরকে ; و- (ان+ك)-  
 বললেন ; و- (رب+نا)-হে আমাদের প্রতিপালক ; و- (ان+ك)-  
 তার ; و- (مَلَأَ)-ফিরাউন ; و- (أَتَيْتَ)-দিয়েছেন ; و- (أَتَيْتَ)-  
 পারিষদবর্গকে ; و- (فِي الْحَيَاةِ)-ধনসম্পদ ; و- (فِي الْحَيَاةِ)-  
 দুনিয়ার ; و- (ال+دُنْيَا)-দুনিয়া ; و- (فِي الْحَيَاةِ)-  
 আপনার পথ ; و- (سَبِيلَ+ك)-  
 হে আমাদের প্রতিপালক ;

নিয়োজিত ব্যক্তিদের সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি, বিপদ-মসীবত, দুর্বলতা-অক্ষমতা ও ব্যর্থতা উপরোল্লিখিত দু' শ্রেণীর লোকদের জন্য 'ফিতনা' তথা বিপদ হয়ে থাকে। সত্যের সংগ্রামীদের কোনো ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা এবং তাদের কোনো একজনের নৈতিক বিচ্যুতি উল্লিখিত লোকদের জন্য বাতিলের ব্যবস্থাদীনে থাকার বাহানাও হয়ে পড়ে। আর এভাবে দীনী আন্দোলন একবার ব্যর্থ হয়ে গেলে দীর্ঘদিন আর কোনো আন্দোলন গড়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে না। এজন্যই মূসা (আ)-এর অনুগত লোকেরা দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমরা যেন যালিমদের জন্য 'ফিতনা' তথা যুল্মের পাত্র না হয়ে পড়ি। আমাদেরকে ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা অক্ষমতা থেকে রক্ষা করুন ; আমাদের প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করুন ; আমাদের সংগ্রাম দ্বারা আপনার দীন যেন প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং আপনার সৃষ্টিলোকের জন্য তা যেন কল্যাণকর হয়।

৮৪. মিসরে কতক ঘর তৈরি এবং সেগুলোকে কিবলা বানিয়ে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের বিধান তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ ছিল তৎকালীন মিসরের ফিরাউনী সরকারের নির্যাতন-নিপেষণ এবং বনী ইসরাঈলে নিজেদের ইমানী দুর্বলতা। যার ফলে তাদের মধ্যে একেবার বন্ধন ও আভ্যন্তরীণ শৃংখলা-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। আর এজন্যই মূসা (আ)-কে উল্লেখিত নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে করে তাদের তৈরি এসব ঘরকে গোটা জাতির জন্য ইবাদাতগাহ ও সম্মিলিত কেন্দ্র হিসেবে

اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا

তাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দিন এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিন, কেননা তারা ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা দেখে

الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٥٩﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ

যজ্ঞণাদায়ক শাস্তি। ৫৯। তিনি (আল্লাহ) বললেন—নিসন্দেহে তোমাদের দোয়া কবুল করে নেয়া হলো, অতএব তোমরা দৃঢ় থাকো এবং কখনো অনুসরণ করো না

وَ - ; তাদের ধন-সম্পদ - (على + اموال + هم) - على اموالهم ; বিনষ্ট করে দিন - اطمس ; এবং ; তাদের অন্তরকে ; (على + قلوب + هم) - على قلوبهم ; কঠিন করে দিন - اشدد ; এবং ; তারা ঈমান আনবে না ; কেননা তারা ঈমান আনবে না - (ف + لا يؤمنوا) - فلا يؤمنوا ; যতক্ষণ না ; حَتَّى ; তারা দেখে - قَالَ ﴿٥٩﴾ ; যজ্ঞণাদায়ক - (ال + اليم) - الاليم ; শাস্তি - (ال + عذاب) - العذاب ; তিনি (আল্লাহ) বললেন ; دَعْوَتُكُمَا ; কবুল করে নেয়া হলো ; فَاسْتَقِيمَا - (ف + استقيما) - فاستقيما ; তোমাদের দোয়া ; (دعوة + كما) - (دعوة + كما) ; কখনো তোমরা অনুসরণ করো না ; لا تَتَّبِعِنَّ ; এবং - وَ ;

গড়ে তোলা যায়, এবং জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করার বিধানকে পুনর্প্রবর্তনের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের মধ্যকার অনৈক্য-বিশৃঙ্খলা দূর করে একটি মজবুত ইসলামী সমাজ গড়া সম্ভব হয়। বস্তুত শাস্তিপূর্ণ ইসলামী সমাজ গড়ার জন্য জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা এক অপরিহার্য বিধান।

৮৫. মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দান করার অর্থ—তাদের মধ্যে যে নৈরাশ্য, ভয়-ভীতি ও প্রাণহীনতা রয়েছে তা দূর করে তাদের মধ্যে আশাবাদ সৃষ্টি করা।

৮৬. মূসা (আ)-এর এ দোয়া ছিল তাঁর মিসরে অবস্থানকালে শেষ দিকের ব্যাপার। আর পূর্বকার আলোচনা ছিল তাঁর দাওয়াতী আন্দোলনের প্রথম দিককার অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। মধ্যখানের কয়েক বছরের ঘটনাবলী অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে।

৮৭. অর্থাৎ সৌন্দর্যের উপকরণ তথা জাঁক-জমক, সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য যার ফলে মানুষ তাদের প্রতি ও তাদের অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সবাই তাদের মতই হতে চায়।

৮৮. ধন-সম্পদ বলতে সেসব উপায়-উপকরণ বুঝানো হয়েছে যার পর্যাণ্ডতার কারণে বাতিল শক্তি তাদের ইচ্ছা-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পায় এবং সত্যপন্থী লোকেরা যার অভাবে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয় না।

سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ

তাদের পথ যারা কিছুই জানে না। ৯০. আর আমি পার করে দিলাম বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۝

অতপর ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী বাড়াবাড়ি ও নির্যাতন করার লক্ষ্যে তাদের অনুগমন করলো ; অবশেষে যখন সে ডুবতে লাগলো

قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا

(তখন) বললো—আমি অবশ্যই ঈমান আনলাম যে, সেই মহান সত্তা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে আর আমি

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَا قَدْ كُنْتُ مِنَ الْفٰسِقِينَ ۝

মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। ৯১. (আল্লাহ বললেন) এখন! অথচ একটু আগেও তুমি নাফরমানী করেছ এবং তুমি ছিলে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পথ-সَبِيلَ ; তাদের যারা-الَّذِينَ ; জানে না-لَا يَعْلَمُونَ ; আর-و- ৯০. ; ইসরাঈলকে-بَنِي إِسْرَائِيلَ ; সমুদ্র-ال- (ব-); পার করে দিলাম-وَجَوَزْنَا ; ফিরাউন-فِرْعَوْنُ ; অনুগমন করলো-فَاتَّبَعَهُمْ ; অতপর তাদের-و- ৯১. ; বাড়াবাড়ি-بَغْيًا ; নির্যাতন করার লক্ষ্যে-وَجُنُودُهُ ; অবশেষে-حَتَّى ; যখন-إِذَا ; ডুবতে লাগলো-أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ; আমি ঈমান আনলাম যে-قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ ; মহান সত্তা-وَأَنَا ; বনী ইসরাঈল-بَنُو إِسْرَائِيلَ ; প্রতি-يَوْمَ ; ঈমান এনেছে-آمَنْتُ ; আমি-أَنَا ; মুসলিমদের-مِنَ الْمُسْلِمِينَ ; অন্তর্ভুক্ত-مِنْ ; অথচ-و- ৯২. ; একটু আগেও-أَلَمْ تَرَ أَنَا قَدْ كُنْتُ ; ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের-مِنَ الْفٰسِقِينَ ;

৮৯. ইতিপূর্বে বলা হয়েছিল যে, মূসা (আ)-এর এ বদদোয়া ছিল তাঁর মিসরে অবস্থানের শেষ পর্যায়ের। অর্থাৎ তিনি যখন দেখলেন যে, বারবার সত্য দীনের প্রমাণ স্বরূপ অনেক নিদর্শন দেখার পরও সত্য দীনের বিরুদ্ধতায় ফিরাউন ও তার দলবল

﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِيدِنَا لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾

৯২. তবে আমি আজ তোমার দেহটিকে রক্ষা করবো, যাতে তুমি নিদর্শন হয়ে থাকো ; যারা তোমার পরবর্তী তাদের জন্য<sup>৯২</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ أَيْتِنَا لَغَفُلُونَ ۝

আর অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্পর্কে গাফিল।<sup>৯৩</sup>

ب+يدن+)-بِيدِنَا-আমি রক্ষা করবো ; فَالْيَوْمَ-তবে আজ (ف+ال+يوم)-তোমার দেহটিকে ; لَتَكُونَ-যাতে তুমি হয়ে থাকো ; لِمَنْ-তাদের জন্য যারা ; كَثِيرًا-অবশ্যই ; إِنَّ-আর ; عَنِ-অবশ্যই ; أَيْتِنَا-নিদর্শন ; غَفُلُونَ-(غفل+ون)-তোমার পরবর্তী ; النَّاسِ-মানুষের ; مِّنَ-মধ্যে ; عَنْ-সম্পর্কে ; أَيْتِنَا-(آيت+نا)-আমাদের নিদর্শন ; لَغَفُلُونَ-গাফিল।

অটল হয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় কুফরী নীতিতে অটল লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালা নবীর দোয়ায় কার্যকর হয়ে যায়।

৯০. এখানে আল্লাহ তাআলা মুসা (আ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে সেই লোকদের মত ভুল ধারণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন, যারা আল্লাহর কল্যাণ ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারে না, যারা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানেনা। এসব লোক বাতিল আদর্শের মুকাবিলায় সত্য দীনের দুর্বলতা এবং সত্যদীন প্রতিষ্ঠা সংগ্রামকারী লোকদের ক্রমাগত ব্যর্থতা ও বাতিলের জাঁক-জমক দেখে ধারণা করে যে, সম্ভবত আল্লাহ-ই চান, বাতিল শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী হয়ে থাকুক- সত্যপন্থীদেরকে সাহায্য করতে আল্লাহ-ই ইচ্ছুক নন। এদের ধারণা হলো—দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করা অর্থহীন ; কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান যা করতে বাতিল শক্তি অনুমতি দেয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আল্লাহ বলছেন যে, অজ্ঞ লোকদের মত তোমাদের মনে যেন ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে তোমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

৯১. ফিরাউন যখন পানিতে ডুবে যাচ্ছিল তখন সে একথা বলেছিল ; কিন্তু মৃত্যু যখন শিয়রে উপস্থিত তখনতো আর ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—“আল্লাহ তাআলা বান্দাহর তাওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর উর্ধ্বাঙ্গ আরম্ভ না হয়।” কারণ তখন কর্মজগত তথা দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যায় এবং আখিরাতের হকুম-আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। এ সময় কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়, ঈমানও নয় এবং কুফরও নয়।

৯২. ফিরাউনের লাশ বর্তমানে মিসরের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সীন উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে যেখানে ফিরাউনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল, সেই স্থানের বর্তমান নাম

হিলো 'ফিরাউন পর্বত'। নিকটেই অবস্থিত একটি উষ্ণ কূপের নাম 'ফিরাউনের হাম্মাম' বা ফিরাউনের স্নানাগার। ১৯০৭ সালে ফিরাউনের লাশের মমির আবরণ খোলা হলে লাশের উপর লবণের আস্তরণ দেখা যায়। ফিরাউন যে লবণাক্ত পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

৯৩. দুনিয়াতে সর্বযুগেই আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন ; কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা থেকে হিদায়াত লাভ করে না। তারা এ সম্পর্কে গাফিল থেকে যায়।

### ৯ রুকু' (৮৩-৯২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল নবী-রাসূলের দীনী দাওয়াতে সে যুগের যুবক শ্রেণীই প্রথমত সাড়া দিয়েছে। সুতরাং ইসলামী বিপ্লবের মূল শক্তি যুবকরাই।

২. দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দৃঢ়তা ও সফলতার জন্য আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাইতে হবে।

৩. দীনী আন্দোলনের সকল পরিস্থিতিতে সবাইকে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা রাখতে হবে।

৪. সকল নবী-রাসূলের উম্মতের উপর জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা ফরয ছিল। আমাদের উপরও জামায়াতের সাথেই নামায ফরয হয়েছে।

৫. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য-সংহতি এবং একটি শান্তিপূর্ণ ইসলামী সমাজ গড়া প্রধানত জামায়াতের সাথে নামায প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল।

৬. মু'মিনদের মনে কখনো নৈরাশ্য, ভয়-ভীতি ও প্রাণহীনতা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তারা সর্বদাই প্রশান্ত-অন্তরের অধিকারী হয়।

৭. ধন-সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নিতে বাধার সৃষ্টি করে।

৮. দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য যারা অর্জন করেছে তাদেরকে এ পথে দৃঢ় থাকতে হবে এবং সাময়িক কোনো ব্যর্থতা বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের ক্রটি-বিচ্যুতি অথবা কারো পদস্খলনের কারণে এ আন্দোলন থেকে নিষ্ক্রীয় বা সরে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

৯. ইসলামী আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সকল বিপদ-মসীবতে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার দৃঢ় আশা অন্তরে জাগরুক রেখেই কাজ করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে।

১০. নিজেদের সকল ক্রটি-বিচ্যুতি ও গুনাহের জন্য সদা-সর্বদা তাওবা করতে হবে। মনে রাখতে হবে মৃত্যুপথ যাত্রীর তাওবা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।

১১. আল্লাহ তাআলা ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীকে নীল নদীতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন, এভাবে সকল যুগের বাতিল শক্তিকে পর্যুদস্ত করবেন—এ বিশ্বাস অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে।

১২. আল্লাহ তাআলাকে জানা ও মানার জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অনেকেই এ সম্পর্কে বে-খবর থাকবে। এমন লোকদের জন্য হিদায়াত লাভ ভাগ্যে নেই। সুতরাং এমন লোকদের ব্যাপার আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকু'-১০

পারা হিসেবে রুক'-১৫

**আয়াত সংখ্যা-১১**

﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْوَءَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ

৯৩. আর আমি বনী ইসরাঈলকে যথোপযুক্ত স্থানে পুনর্বাসন করলাম<sup>৯৪</sup> এবং পবিত্র ও উত্তম বস্তু থেকে তাদেরকে রিয়ক দান করলাম ;

فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

অতপর তারা মতভেদ করেনি যতক্ষণ না তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান এসে পৌছলো :<sup>১৬</sup> নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ফায়সালা করে দেবেন তাদের মধ্যে

فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٥٨﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

সেই বিষয়ে যাতে তারা মতভেদ করতো। ৯৪. আর আপনি যদি সে সম্বন্ধে সন্দেহে থাকেন যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি

১৩. (و-আর ; لَقَدْ يَوَّانَا-আমি পুনর্বাসন করলাম ; بَنَىٰ إِسْرَآئِيلَ-বনী ইসরাঈলকে ;  
 (رَزَقْنَاهُمْ)-রিয়ক দান করলাম (و-এবং ; وَصَدَقَ-যথোপযুক্ত ; مَبُورًا-স্থানে ;  
 فَمَا اخْتَلَفُوا-পবিত্র ও উত্তম বস্তু (ال-طَيِّبَتِ)-তাদেরকে ; مِنْ-থেকে ; جَاءَهُمْ-  
 (جاء+)-অতপর তারা মতভেদ করেনি ; حَتَّى-যতক্ষণ না (ف+ما اختلافوا)-  
 (هم)-তাদের নিকট এসে পৌছলো ; (ال-عِلْمُ)-প্রকৃত জ্ঞান ; (ان-নিশ্চয়ই ;  
 بَيْنَ+)-আপনার প্রতিপালক ; يَقْضَىٰ-ফায়সালা করে দেবেন ; (رَبِّكَ-  
 (هم)-তাদের মধ্যে : (ال-قِيَمَةِ)-কিয়ামতের ; (يَوْمَ-দিন ; فِيْمَا-সেই বিষয়ে ;  
 (فَان-১৪) (كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ)-যাতে তারা মতভেদ করতো (فَان-  
 (مِنْ+مَا)-সন্দেহে (فِي شَكٍّ)-আপনি থাকেন ; (كُنْتَ-আর যদি (ان-  
 সেই সম্বন্ধে যা (اَلِی+كَ)-আমি নাযিল করেছি ; (اَلِی+كَ)-আপনার প্রতি ;

৯৪. আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে মিসরের ফিরাউনের কবল থেকে উদ্ধার করে ফিলিস্তীনে পুনর্বাসন করেছেন। এখানে সেই দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

৯৫. আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে সত্য দীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করেছিলেন। সত্য দীনের নীতি, তার দাবী এবং দীনের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব এসবই



فَسْئَلِ الَّذِينَ يَفْقَرُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ

তবে আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যারা আপনার পূর্বকার কিতাব অধ্যয়ন করে:  
নিসন্দেহে আপনার নিকট সত্য এসেছে

مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ

আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, অতএব আপনি কখনো সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত  
হবেন না : ৯৫. আর আপনি কখনো তাদের অন্তর্ভুক্তও হবেন না যারা

كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ

আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে, তা হলে আপনিও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে  
শামিল হয়ে যাবেন : ৯৬. যাদের সম্পর্কে নিশ্চিত সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

كَلِمَتِ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا

আপনার প্রতিপালকের বাণী, ৯৭ তারা ঈমান আনবে না : ৯৭. যদিও তাদের নিকট  
প্রত্যেকটি নিদর্শন এসে পড়ে যতক্ষণ না তারা দেখে

- يَفْقَرُونَ - তাদেরকে যারা ; الَّذِينَ - তবু আপনি জিজ্ঞেস করুন : (ফ+اسئل)-فَسْئَلِ  
- لَقَدْ - আপনার পূর্বকার ; (ক+قيل)-مِنْ قَبْلِكَ - কিতাব ; الْكِتَابَ - অধ্যয়ন করে ;  
- سَتَّى - (ال+حق)-الْحَقُّ ; নিসন্দেহে আপনার নিকট এসেছে ; (ل+قد جاء+ك)-جَاءَكَ ;  
- (ف+فَلَا تَكُونَنَّ) - আপনার প্রতিপালকের ; (ر+ب+ك)-رَبِّكَ ; পক্ষ থেকে ;  
- (ال+مُتَمَرِّينَ)-الْمُمْتَرِينَ ; অন্তর্ভুক্ত ; مِنْ - অতএব আপনি কখনো হবেন না ; (لا تكونن  
- সংশয়বাদীদের ; (و-وَ) - আর ; (و-وَ) - আপনি কখনো হবেন না ;  
- (ب+اي-آيَاتِ)-بِآيَاتِ اللَّهِ - নিদর্শনাবলীকে ; (ك+ذ-كَذَّبُوا) - অস্বীকার করেছে ;  
- (ش+شَامِلِينَ)-شَامِلِينَ ; তাহলে আপনিও হয়ে যাবেন ; (ف+ت-فَتَكُونَنَّ) -  
- সত্য ; (ان-إِنَّ) - নিশ্চিত ; (ال+خ-الْخَاسِرِينَ) - ক্ষতিগ্রস্তদের ;  
- (كَلِمَتِ) - বাণী ; (رَبِّكَ) - আপনার প্রতিপালকের ;  
- (جَاءَتْهُمْ)-جَاءَتْهُمْ ; তারা ঈমান আনবে না : (و-وَ) - যদিও ;  
- (يَرَوْا) - তারা দেখে ; (حَتَّى) - যতক্ষণ না ; (آيَةٍ) - নিদর্শন ; (كُلِّ) - প্রত্যেকটি ;

তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল। কুফর ও ইসলামের পার্থক্য, ইসলামের সীমা,  
আল্লাহর আনুগত্যের স্বরূপ, নাফরমানী ও গুনাহের পরিচয়, আল্লাহর নিকট কি কি

الْعَذَابِ الْآلِيمِ ﴿٥٨﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً أَمِنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । ৯৮. আর কোনো জনপদবাসী এমন কেন হলো না যে, তারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো—

الْأَقْوَىٰ يُونُسَ ﴿٥٩﴾ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَظَابَ الْخَرْزِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া ; ৬০. তারা যখন ঈমান আনলো আমি তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনে অপমানকর শাস্তি সরিয়ে দিলাম ৬১

(ফ+লো+কানত)-ফলোলা কানত (৫৮)। যন্ত্রণাদায়ক-الآليم ; শাস্তি-(আল+عذاب)-العذاب ; আর এমন কেন হলো না ; قَرِيَةً-কোনো জনপদবাসী ; أَمِنَتْ-তারা ঈমান আনতো ; তাদের-(আমান+হা)-إِيْمَانُهَا ; এবং তাদের উপকারে আসতো-(ফ+নفع+হা)-فَنَفَعَهَا ঈমান ; يُونُسَ-ইউনুসের ; لَمَّا-যখন ; آمَنُوا-তারা ঈমান আনলো ; غَظَابَ-আমি সরিয়ে দিলাম ; كَشَفْنَا-তাদের থেকে ; (عن+হম)-عَنْهُمْ ; الدُّنْيَا-জীবনে ; (فী+আল+حياة)-فِي الْحَيَاةِ ; (আল+খরী)-الْخَرْزِيِّ ; শাস্তি ; (আল+دنیا)-الدُّنْيَا ;

বিষয়ে জবাবদিহী করতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন কোন্ কোন্ বিধি-বিধানের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে ইত্যাদি সকল বিষয়ই তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা মূল দীনকে বাদ দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি করে নিয়েছে।

৯৬. এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সস্বোধন করে কথা বলা হলেও মূলত আহলে কিতাবকে গুনানো উদ্দেশ্য। কারণ তারাই কুরআন মজীদকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নিতে সন্দেশ পোষণ করে অস্বীকার করেছে। অথচ তাদের মধ্যে যারা দীনদার এবং আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে তাদের পক্ষে সহজ ছিল—কুরআন মজীদ আল্লাহর কিতাব কিনা তা যাঁচাই করে দেখা।

৯৭. অর্থাৎ যারা নিজেরা আখিরাত সম্পর্কে নির্লিপ্ত, দুনিয়া নিয়েই সদাব্যস্ত ; যারা সত্য জীবন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করে না, নিজেদের দিলের উপর যারা জিদ, হঠকারিতা ও হিংসা-বিদ্বেষের মোহর লাগিয়ে দিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হিদায়াত লাভের তাওফীক দেন না।

৯৮. ইউনুস (আ)-এর কাওমের লোকদের বসতি ছিল বর্তমান মুসেল শহরের বিপরীত দিকে। খৃষ্টপূর্ব ৮৬০-৭৮৪-এর মাঝামাঝি সময়ে অসুরীয়দের হিদায়াতের জন্য তাঁকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন। তৎকালীন বিখ্যাত শহর 'নিনাওয়া' ছিল

وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّكُمْ جَمِيعًا ۝

এবং তাদেরকে আমি কিছুকালের জন্য ভোগ্য সামগ্রী দান করলাম। ৯৯. আর যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন তবে যারা দুনিয়াতে আছে তারা সকলেই একই সাথে ঈমান আনতো ; ১০০

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

তবে কি আপনি মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন যাতে তারা মু'মিন হয়ে যায়। ১০১

১০০. আর কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়

الـ(+) -الى حِينٍ -আমি ভোগ্য সামগ্রী দান করলাম ; (متعنا+هم) -مَتَّعْنَاهُمْ ; -এবং ;  
 (رب+ك) -رَبُّكَ ; -চাইতেন ; -যদি ; لَوْ -আর ; ۝ -কিছুকালের জন্য ;  
 (حِينَ) -আপনার প্রতিপালক ;  
 (في+ال) -فِي الْأَرْضِ ; -যারা আছে ;  
 (لَأَمَنَّ) -لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ ; -সকলেই একই সাথে ;  
 (جَمِيعًا) -كُلُّكُمْ ; -দুনিয়াতে ;  
 (أَفَأَنْتَ) -أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ ; -জবরদস্তি করবেন ;  
 (تُكْرِهُ) -تُكْرِهُ ; -তবে কি আপনি ;  
 (إِن+ف) -إِن+ف -যাতে ;  
 (يَكُونُوا) -يَكُونُوا ; -তারা হয়ে যায় ;  
 (مُؤْمِنِينَ) -مُؤْمِنِينَ ; -মু'মিন ;  
 (وَمَا كَانَ) -وَمَا كَانَ ;  
 (لِنَفْسٍ) -لِنَفْسٍ ; -কোনো ব্যক্তির ;

তাদের কেন্দ্র। 'নিনাওয়া' শহরের অবস্থান ছিল ৬০ মাইল জুড়ে। এ থেকে অনুমান করা যায়—এ জাতি কত উন্নত ছিল।

৯৯. হযরত ইউনুস (আ)-তঁার কাওমকে তাদের গুনাহের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত তিন দিন পর আযাব আসার দুসংবাদ শুনিয়ে দেন এবং আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক সেই এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। এদিকে তাদের মধ্যে চেতনা আসার পর তারা বিশুদ্ধ মনে তাওবা করে ; আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে নেন। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

১০০. ইউনুস (আ)-এর কাওম যখন তাওবা করে ঈমান আনলো তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর থেকে সম্ভাব্য আযাব সরিয়ে নিলেন এবং তাদের হায়াত বাড়িয়ে দিলেন। অতপর তারা পুনরায় আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে গুমরাহ হয়ে গেল। তারপর অনেক নবীই একের পর এক তাদেরকে সতর্ক করেন ; কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। অবশেষে অন্য এক জাতিকে তাদের উপর বিজয়ী করে দেন, যারা তাদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহ যদি চাইতেন দুনিয়ার সব লোককেই তিনি মু'মিন বানিয়ে দিতে পারতেন ; কিন্তু তা হলে মানুষ সৃষ্টি করার মূলে আল্লাহর যে বিজ্ঞান ভিত্তিক লক্ষ্য ছিল তা হাসিল হতো না। কারণ বাধ্যতামূলক ও স্বভাবজাত ঈমান দ্বারা তা মানুষের

أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝

ঈমান আনা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ;<sup>১০১</sup> আর তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে  
দেন যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না ।<sup>১০২</sup>

﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِمَّا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ﴾

১০১. আপনি বলুন—আসমান ও যমীনে কি আছে তোমরা তা লক্ষ্য করো ; কিন্তু  
নিদর্শনাবলী ও ভয় প্রদর্শন কোনো উপকার করতে পারে না

و-ঈমান আনা ; الْآ-ছাড়া ; إِذْن-অনুমতি ; اللَّهُ-আল্লাহর ; عَلَى-উপর ;  
الرِّجْس-অপবিত্রতা (ال+رجس) ; يُجْعَل-তিনি চাপিয়ে দেন ; الَّذِينَ-তাদের যারা ;  
أَنْظَرُوا-আপনি বলুন ; قُل-আপনি বলুন (قُل) ; الْآيَات-জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না ;  
و-আসমানে (فِي+ال+سَمَوَاتِ) ; مَاذَا-কি আছে ; তোমরা লক্ষ্য করো ;  
الْآيَات-কোনো উপকার করতে পারে না ; مِمَّا تُغْنِي-কিন্তু ; وَ-ও-  
النُّذُر-ভয় প্রদর্শন (ال+نذر) ; وَ-ও-নিদর্শনাবলী ;

সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠত না। সেই জন্যই আল্লাহ তাআলা মানুষকে ঈমান আনা না-  
আনার ও আনুগত্য করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন।

১০২. এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে অন্যদেরকে শুনানো উদ্দেশ্য ; কারণ  
রাসূলুল্লাহ (স) কাউকে জোরপূর্বক মু'মিন বানাতে কখনো চেষ্টা করেন নি। এখানে  
একথা বলার অর্থ হলো—‘হে লোকেরা! তোমাদেরকে সত্যপথ দেখানোর এবং সঠিক  
পথ ও ভ্রান্ত পথের মধ্যকার পার্থক্য তোমাদের তুলে ধরার যে দায়িত্ব রাসূলের উপর  
ছিল তা তিনি যথার্থভাবে পালন করেছেন। এখন তোমরা যদি স্বেচ্ছায় সত্য পথে  
চলতে প্রস্তুত না হও, তাহলে জোরপূর্বক তোমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব  
তাকে দেয়া হয়নি।’ কারণ তাহলে তো নবী-রাসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো না,  
আল্লাহ ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সব মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে মু'মিন বানিয়ে দিতে  
পারতেন।

১০৩. অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিয়ামত যেমন ইচ্ছা  
করলেই অর্জন করতে পারে না বা কাউকে দিতে পারে না, তেমনি ঈমান রূপ  
নিয়ামতও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ ইচ্ছা করলেই লাভ করতে পারে না বা কাউকে  
মু'মিন বানিয়ে ফেলতে পারে না। কাজেই-নবী-রাসূলগণও আন্তরিকভাবে চাইলেই  
কাউকে মু'মিন বানিয়ে নিতে পারেন না, এজন্য আল্লাহর অনুমোদন ও তাওফীক লাভ  
একান্তই আবশ্যিক।

عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٢﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا

সেই সম্প্রদায়ের যারা ঈমান আনে না ১০২. তবে কি তারা অপেক্ষায় আছে তাদের অনুরূপ দিনগুলো যারা অতীত হয়ে গেছে

مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٣﴾

তাদের পূর্বে ; আপনি বলে দিন—তবে তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও অবশ্যই তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের শামিল থাকলাম।

﴿١٠٤﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَحْنُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৩. অবশেষে আমি রক্ষা করি আমার রাসূলদেরকে, একইভাবে তাদেরকেও যারা ঈমান এনেছে ; আমার উপর দায়িত্ব মু'মিনদেরকে আমি রক্ষা করি।

তবে—﴿١٠২﴾ عَنْ قَوْمٍ—সেই সম্প্রদায়ের ; لَا يُؤْمِنُونَ—যারা ঈমান আনে না। ১০২. فَهَلْ—তবে কি ; يَنْتَظِرُونَ—তারা অপেক্ষায় আছে ; إِلَّا مِثْلَ—অনুরূপ ; أَيَّامِ—দিনগুলোর ; الَّذِينَ—তাদের যারা ; خَلَوْا—অতীতে হয়ে গেছে ; مِنْ قَبْلِهِمْ—তাদের পূর্বে ; (مِنْ+قَبْلَ+هُمْ)—তাদের পূর্বে ; (ف+انْتَظِرُوا)—তবে তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো ; إِنِّي—অবশ্যই আমিও ; مَعَكُمْ—তোমাদের সাথে ; مِنَ—শামিল থাকলাম ; الْمُنْتَظِرِينَ—অপেক্ষাকারীদের। ১০৩. ثُمَّ—অবশেষে ; نُنَجِّي—আমি রক্ষা করি ; رُسُلَنَا—আমার রাসূলদেরকে ; وَالَّذِينَ—এবং ; آمَنُوا—ঈমান এনেছে ; كَذَلِكَ—একইভাবে তাদেরকেও ; حَقًّا—দায়িত্ব ; عَلَيْنَا—আমার উপর ; نَحْنُ—রক্ষা করা ; الْمُؤْمِنِينَ—মু'মিনদেরকে।

১০৪. অর্থাৎ আল্লাহর নিকট থেকে ঈমানরূপ নিয়ামত লাভের সুনির্দিষ্ট ও বিজ্ঞান সম্মত নিয়ম-প্রণালী রয়েছে। এ নিয়ামত অঙ্কভাবে কোনো নিয়ম-নীতি ছাড়া যেন-তেনভাবে বণ্টিত হয় না। এ নিয়ামত তারাই লাভ করতে পারে, যারা প্রকৃত সত্যের সন্ধানে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি নির্ভেজাল পন্থায় সঠিকভাবে ব্যয় করবে। নির্ভুল জ্ঞান ও সত্যিকার ঈমান আনার তাওফীক এমন লোকেরাই লাভ করতে পারে। আর যারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক সত্যের সন্ধানে প্রয়োগ করে না, তাদের ভাগ্যে গুমরাহী ও ভ্রান্ত কাজের অপবিত্রতা ছাড়া কিছুই থাকতে পারে না। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে অপবিত্রতার লাঞ্ছনা ভোগ করার যোগ্য করে তোলে, ফলে তাদের ভাগ্যে তা-ই লিখিত হয়।

১০৫. কাফিরদের দাবী ছিল—‘আমাদেরকে এমন নিদর্শন দেখানো হোক যাতে আপনার নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ হয়।’ তাদের কথার জবাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর

নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি এদেরকে বলুন—তোমরা তোমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নিদর্শনাবলী দেখতে পাচ্ছে না ? মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে এসব নিদর্শন-ই যথেষ্ট। আসলে যারা ঈমান আনার নয় তাদের যত নিদর্শনই দেখানো হোক না কেন, তারা ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব তাদের উপর এসে না পড়ে ; কিন্তু তখন ঈমান আনা গ্রহণযোগ্য হয় না, যেমন হয়নি ফিরআউনের ঈমান আনা।

### ১০ রুকু' (৯৩-১০২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-এর আনীত দীনের অনুগত ছিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছেন। এমনভাবেই আল্লাহ তাঁর দীনের অনুসারীদের রক্ষা করেন।

২. পরবর্তীতে বনী ইসরাঈল নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়ে পুনরায় গুমরাহ হয়ে গেলো। অতপর তাদেরকে সতর্ক করার জন্য অনেক নবী প্রেরণ করা হয়েছিল ; কিন্তু তারা গুমরাহ-ই থেকে গেলো, এমনকি সর্বশেষ নবী ও রাসূল যখন দীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান নিয়ে আসলেন তখন তারা সে সম্পর্কে চরম মতভেদে লিপ্ত হলো। এর কারণ ছিল তাদের অন্ধ অহংকার ও হঠকারিতা। অতএব দীন থেকে হিদায়াত লাভ করতে অহংকার ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য এবং তার প্রতি মনের সন্তোষ সহকারে আনুগত্য পোষণ করার জন্য আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অপরিহার্য।

৪. ওহীর সঠিক জ্ঞান ছাড়া দীন সম্পর্কে মনের সন্দেহ সংশয়ের বুদবুদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

৫. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন মুসলমান হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ ছাড়াও কোনো দীনী জামায়াত বা দলে যোগদান করে তাদের শিক্ষামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শুনে শুনে বা মাতৃভাষায় প্রকাশিত দীনী বই পুস্তক পাঠের মাধ্যমে এ জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। এজন্য একমাত্র দৃঢ় ইচ্ছা-ই প্রয়োজন।

৬. সঠিক পথের সন্ধান লাভের সহায়ক এতসব নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও যারা সঠিক পথের সন্ধান লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা ছাড়া কিছুই করার নেই।

৭. যথার্থভাবে তাওবা করার কারণে অনিবার্য আসমানী আযাব থেকেও নাজাত লাভ সম্ভব।

৮. কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানোর কোনো বিধান ইসলামে নেই। তবে যারা নিজেরা স্বৈচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের স্বীকৃতি দেবে তাদের উপর ইসলামী বিধান পালন বাধ্যতামূলক।

৯. খাঁটি মুসলমানদেরকে বাছাই করে প্রতিদান হিসেবে জান্নাত দান করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। আর সেই জন্যই আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সকল লোককে বাধ্যতামূলকভাবে মুসলমান বানিয়ে দেননি।

১০. আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হওয়ার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিজেদের জ্ঞান ও বিবেককে কাজে লাগাতে হবে এবং আল্লাহর নিকট তাওফীক চাইতে হবে।

১১. সর্বোপরি মুসলমান হওয়ার জন্য নিজেদের ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে হবে। একমাত্র দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই এ পথের যাবতীয় অভাব ও সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ সম্ভব।

১২. শেষকথা হলো মুসলমান হওয়ার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া মুসলমান হওয়া যাবে না ; তাই সদা-সর্বদা এজন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক চাইতে হবে।

১৩. যারা নিজেরা মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করতে চায় এবং সমাজে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় তাদের রক্ষা করা আল্লাহর দায়িত্ব। তিনিই তাদেরকে রক্ষা করবেন, যেমন রক্ষা করেছেন তাঁর প্রিয় বান্দাহ নবী-রাসূলগণকে।



সূরা হিসেবে রুক'-১১

পারা হিসেবে রুক'-১৬

আম্মাত সংখ্যা-৬

﴿١٠٨﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ

১০৪. আপনি বলুন—হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীন সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে থাকো তবে (জেনে রেখো) আমি তাদের ইবাদাত করি না, যাদের

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ

ইবাদাত তোমরা করো আল্লাহ ছাড়া ; বরং আমি ইবাদাত করি আল্লাহর যিনি তোমাদেরকে ওফাত দান করেন ; আর আমি আদিষ্ট হয়েছি

﴿١٠٩﴾ قُلْ-অপনি বলুন ; هَـ-হে ; النَّاسُ-মানুষ ; إِن-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা পড়ে থাকো ; فَلَا أَعْبُدُ-আমার দীন (দীন+ی)-দেইনি ; مِنْ-সম্পর্কে ; دِينِي-দেইনি ; شَكٍّ-সন্দেহে ; فَيُشَكُّ-ফি+শক-তবে (জেনে রেখো) আমি ইবাদাত করি না ; الَّذِينَ-তাদের যাদের ; تَعْبُدُونَ-তোমরা ইবাদাত করো ; دُونِ-দুওন (দুওন+من)-ছাড়া ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَلَكِنْ-বরং ; أَعْبُدُ-আমি ইবাদাত করি ; الَّذِي-যিনি ; يَتَوَفَّكُمُ-তোমাদেরকে ওফাত দান করেন ; أُمِرْتُ-আমি আদিষ্ট হয়েছি ;

১০৬. পূর্ববর্তী ভাষণের শুরুতে যে কথা বলা হয়েছিল সেই কথা দ্বারাই এখানে ভাষণের সমাপ্তি টানা হচ্ছে। আর তা হলো দীন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা। দীন সম্পর্কে সন্দেহে পড়লে তা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়ও ইতিপূর্বে বলে দেয়া হয়েছে। যারা দীনের জ্ঞান রাখেন তাদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূর করা সম্ভব।

১০৭. অর্থাৎ আমি সেই আল্লাহরই ইবাদাত করি যার হাতে তোমাদের জীবন-মৃত্যু। তিনি যতদিন চাইবেন ততদিনই তোমরা দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারবে ; আর যখনই তিনি ডাক দেবেন তখনই তাঁর দরবারে তোমাদের জান-প্রাণ সোপর্দ করে দিতে হবে। মৃত্যু দেয়ার ক্ষমতা যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই তা কাফির-মুশরিকরাও স্বীকার করতে বাধ্য। তাই আল্লাহর অনেক গুণের মধ্যে এটাকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর এ গুণটি উল্লেখের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বুঝানো যে, আমি তো সেই সত্তারই ইবাদাত করি যিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক। আমাদের সকলের জীবন-মৃত্যু যার হাতে রয়েছে ইবাদাত-তো তাঁরই করতে হবে। বুদ্ধি-বিবেকের দাবীতো এটাই। অতএব আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর পূজা-উপাসনা করা তোমাদের অন্যায।



أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٩﴾ وَأَنْ أَقْرُبَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

মু'মিনদের মধ্যে शामिल হতে। ১০৫. আর (নির্দেশিত হয়েছে) যে, "তুমি তোমার মুখাবয়বকে একনিষ্ঠভাবে দীনের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখো।"<sup>১৩৮</sup>

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ

এবং কখনো তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।<sup>১০৬</sup> আর আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার উপকার করতে পারে না।

وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِنْ يَمْسِكُ اللَّهُ

এবং পারে না কোনো ক্ষতি করতে ; কেননা যদি তুমি তা করো তবে অবশ্যই তুমি তখন যালিমদের মধ্যে शामिल হয়ে যাবে। ১০৭. আর যদি আল্লাহ তোমাকে ফেলেন

আর (নির্দেশিত) ৩৬৭. وَأَنْ-মু'মিনদের-مُؤْمِنِينَ ; মধ্যে-مِنْ ; হতে-أَنْ أَكُونَ ; তোমাদের মুখমণ্ডলকে- (وَجْهَكَ) ; তুমি প্রতিষ্ঠিত রাখো-تُؤْمِنُ ; অম-أَمْ ; তুমি-تُؤْمِنُ ; এবং-و- ; একনিষ্ঠভাবে-حَنِيفًا ; দীনের জন্য- (ال+আল+দীন)-لِلدِّينِ ; মুশরিকদের- (ال+মশরকিন)-مُشْرِكِينَ ; অন্তর্ভুক্ত-مِنْ ; না-كَيْفَ ; আর-مَا ; হাড়া-مِنْ دُونَ ; (এমন কাউকে)-لَا تَدْعُ ; তোমার উপকার করতে পারে না- (لَا يَنْفَعُكَ) ; তুমি তা-فَعَلْتَ ; কেননা যদি- (ف+আন)-فَإِنْ ; তোমার ক্ষতিও করতে পারে না- (ف+আন+এক)-فَأَنْكَ ; তবু অবশ্যই তুমি- (ف+আন+এক)-فَأَنْكَ ; যালিমদের-الظَّالِمِينَ ৩৬৮. وَأَنْ-যদি-أَنْ ; ফেলেন- (يَمْسَسُكَ) ; তোমাকে-إِلَهُ ;

১০৮. মুখমণ্ডলকে দীনের জন্য একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হলো—তোমার আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা অভ্যাস-আচরণ সবকিছুই সেই দীনের বিধান অনুযায়ী হবে। যে দীন তোমাকে দেয়া হয়েছে। কোনো ব্যাপারেই অন্য কোনো আদর্শ বা মতবাদের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই।

১০৯. অর্থাৎ তুমি তাদের মতো হয়োনা যারা আল্লাহর জ্ঞাত তথা মূল সত্তায়, তাঁর বিশেষ গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে অপর কাউকে বিন্দুমাত্র শরীক করে। ‘অপর কাউকে’ কথার মধ্যে মানুষ, জিন, ফেরেশতা এবং বস্তুগত বা সংস্কারমূলক কোনো সত্তা সবই শামিল। এখানে প্রকাশ্য শিরক ও গোপন বা প্রচ্ছন্ন শিরক উভয়ের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্য শিরক থেকে গোপন শিরক অধিকতর

بِضَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرَدِّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ .

কোনো কষ্টে, তবে তিনি ছাড়া কেউ তা মোচনকারী নেই ; আর তিনি যদি তোমার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তবে তাঁর অনুগ্রহ রদকারী কেউ নেই ;

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٣٠﴾ قُلْ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তা (কল্যাণ) দান করেন ; এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু । ১০৮. আপনি বলুন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى

হে মানুষ! নিসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সত্য এসে পৌঁছেছে : সুতরাং যে সৎপথ অবলম্বন করবে

فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا ۚ

সে অবশ্যই নিজের (কল্যাণের) জন্যই সৎপথ অবলম্বন করবে ; আর যে পথভ্রষ্ট হবে, তার অকল্যাণ তার উপরই বর্তাবে ;

(ফ+লা+কাশ্)-তবে কেউ মোচনকারী নেই; -কোন কষ্টে: কাশ্-(প+স্র)-বিষ্ম-  
-তিনি ইচ্ছা (-বর্দ+ক)-'يُرَدُّكَ'-আর; -তিনি হু-ছাড়া; -তার; -তা  
করেন তোমার; -কল্যাণের: -খির-(-প+খি); রদকারী  
কেউ নেই; -তান দান করেন; -তিনি 'يُصِيبُ' -তাই অনুগ্রহ; -তাই  
তাহা; -এবাদ+ও)-'عِبَادُهُ'; -তাই বান্দাদের; -যাকে;  
-মান; -মাঝে; -গোরা;-অত্যন্ত ক্ষমাশীল; -পরম  
দয়ালু। -অপনি বলুন; -হে-মানুষ; -সত্য; -পক্ষ থেকে;  
-তোমাদের প্রতিপালকের; -সুতরাং যে; -সৎপথ  
অবলম্বন করবে; -সে সৎপথ অবলম্বন করবে;  
-নিজের (কল্যাণের) জন্যই; -আর; -যে; -পথভ্রষ্ট হবে;  
-তার উপরই;

মারাত্মক। যেমন প্রকাশ্য শত্রু থেকে গোপন তথা বন্ধু বেশে শত্রু অধিক মারাত্মক হয়ে থাকে। প্রকাশ্য রোগ থেকে গোপন রোগ স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হয়ে থাকে। অতএব

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝۱۰۹ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ

আর আমি তো তোমাদের উপর কর্মবিধানকারী নই। ১০৯. আর যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে আপনি তারই অনুসরণ করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন যতক্ষণ না

يَحْكُمُ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

ফায়সালা করে দেন আল্লাহ; আর তিনিই ফায়সালাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

و-আর; مَا-আমিতো নই; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর; وَ-আর; اتَّبِعْ-আপনি অনুসরণ করুন; مَا-যা তারই; وَ-আর; يُوْحَىٰ-ওহী করা হয়েছে; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি; وَ-এবং; صَبِرْ-ধৈর্যধারণ করুন; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না; اللَّهُ-আল্লাহ; وَ-আর; هُوَ-তিনিই; الْخَيْرُ-সর্বোত্তম; الْحَاكِمِينَ-ফায়সালাকারীদের।

‘শিরকে জলী’ তথা প্রকাশ্য শিরক থেকে যেমন দূরে থাকতে হবে, তেমনি ‘শিরকে খফী’ তথা প্রচ্ছন্ন শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য অধিকতর সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে।

### ১১ রুকু’ (১০৪-১০৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যাঁর হাতে মানুষের জীবন-মৃত্যুর বাগডোর, মানুষকে তাঁরই ইবাদাত করতে হবে, কারণ ইবাদাত পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই।
২. প্রকাশ্য ও গোপন সফল প্রকার শিরক থেকে সচেতনভাবে মুক্ত থাকতে হবে।
৩. মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক আনীত দীনের বিধি-বিধান অনুসারেই জীবন গড়তে হবে। এর সাথে অন্য কোনো ধর্ম, মতবাদ বা আদর্শের সংমিশ্রণ করা যাবে না।
৪. জীবনের সকল পর্যায়ে সকল চাহিদা একমাত্র আল্লাহর দরবারেই পেশ করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির নিকট—বস্তুগত হোক বা সংস্কারগত—কিছু চাওয়া শিরক।
৫. স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান করেন।
৬. আল্লাহর নিকট থেকে রাসূলের মাধ্যমে যে দীন এসেছে তা-ই একমাত্র সত্য দীন। এছাড়া অন্য সব মত-পথ মিথ্যা।
৭. দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ একমাত্র সত্য দীন পালনের মধ্যেই নিহিত। আর যাবতীয় অকল্যাণ অশান্তি দীন ত্যাগের কারণে।

৮. আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলের প্রেরিত দীন-ই অনুসরণ করতে হবে। এ দীন প্রচারের ও প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব সবাইকে পালন করতে হবে।

৯. এ দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রামে আপত্তি সকল বিরোধিতা ও বিপদ-মুসীবত সত্ত্বে তথা ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করতে হবে।

১০. সত্য দীনের বিরোধীদের ব্যাপার আল্লাহর ফায়সালার উপর ছেড়ে দিতে হবে ; কেননা আল্লাহ-ই তাদের ব্যাপারে উত্তম ফায়সালাকারী।

## সূরা ইউনুস সমাপ্ত